বাংলাবুক পরিবেশিত

দ্য স্যান হু লাফস

ভিক্টর হুগো

www.BanglaBook.org

দ্যা ম্যান হু লাফস্

ভিক্টর মারি হ্যুগো

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

সম্পাদিত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

www.BanglaBook.org

লেখক-পরিচিতি

ভিক্টর হ্যুগো ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী দেশে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোর থেকেই সাহিত্য সাধনার দিকে ছিল তাঁর প্রবল আসক্তি, ততোধিক অনুরাগ ছিল সমাজের সর্বস্তরে মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের দিকে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি যে অনবদ্য সাহিত্য-মঞ্জুষা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন, তা শুধু ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, যুগ যুগ ধরে সাহিত্য-রসিক সমাজকে এক সুমহান আদর্শবাদের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

হ্যুগোর বৈশিষ্ট্যই হল অতি সাধারণ মানবের ভেতরে অতিমানবতার উন্মেষ সাধন। সামান্য সূচনা থেকে যেভাবে এর বিকাশ তিনি ফুটিয়ে তোলেন সংঘাত ও বিবর্তনের মাধ্যমে, তা শুধু মহত্তম স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। দীনতম পরিবেশের ভেতর নরদেবতার আবির্ভাব যে সচরাচরই থাকে, তাই যেন হ্যুগো-সাহিত্যের চরম প্রতিপাদ্য।

লা মিজার‍্যাব্‌ল্‌, হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম, টয়লার্স অব দি সী, নাইনটি থ্রী, ক্রমওয়েল, লাফিং ম্যান প্রভৃতি গ্রন্থ মানবজাতির চিরন্তন সম্পদে পরিণত হয়েছে।

দ্য ম্যান হু লাফস্‌ উপন্যাস হ্যুগোর এক অমর কীর্তি। হ্যুগো শুধু উপন্যাস রচনাই করেননি, নাটকেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যু হয়।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দ্য ম্যান হু লাফস্

এক

হোমো শব্দের অর্থ মানুষ, উর্সাস শব্দের অর্থ ভালুক—সবাই জানে একথা।

তাহলে? কোন মানুষ যদি নিজের নামকরণ করে উর্সাস, আর পোষা নেকড়েটাকে হোমো বলে ডেকে আনন্দ পায়, তাকে পাগল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

কিন্তু এ উর্সাসকে যদি পাগলই বলতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহলে এটাও স্বীকার করতে হবে যে তার পাগলামির ভিতর শৃঙ্খলা আছে একটা। আছে দায়িত্ববোধ, এবং কেমন এক ধরনের উৎকট রসবোধ, যা দুনিয়ার সব কিছুর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রকৃতির ভিতরে বিকৃতিরই সন্ধান পায়।

উর্সাসের আছে একখানা গাড়ি। হোমোই তা টানে। সময়ে সময়ে হোমো আর উর্সাস পাশাপাশি জোয়ালে কাঁধ লাগিয়েও টানে। অবশ্য গাড়ি না বলে তাকে চার চাকার উপর বসানো বাড়িও বলা যেতে পারে। উর্সাসের আপন বলতে যা কিছু, তা সবই ঐ গাড়ির ভিতর। তার হাঁড়িকুড়ি বাসনপত্র, তার নিজের খাবার এবং তার নেকড়ের খাবার, তার বিছানাপত্র জামা জুতো, তার কোদাল কুড়াল শাবল কাটারি, গাড়ির ধারে ধারে কোণে কোণে সযত্নে সাজানো। মাঝের জায়গাটুকু সাধারণত ফাঁকাই থাকে। বৃষ্টিবাদলার দিনে স্টোভ জ্বালিয়ে সেখানে সে বসে, রাঁধে, খায় এবং মাঝে মাঝে হলদে-পাতা জরাজীর্ণ পুঁথি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

নিয়ে বসে কখনো-সখনো পড়াশুনাও করে। রাত্রিতে সেইখানেই পড়ে তার বিছানা, পিছনের দিকের দরজা এবং দুই পাশের দুই জানালা এঁটে দিলে গাড়ির ভিতরকার মানুষটি জলঝড়ের হাত থেকে তো নিরাপদ বটেই, এমনকি ছোটো-খাটো সিঁধেল চোরের হাত থেকেও।

চোর কী করতে আসবে? অর্থের লোভে? অর্থ কোথায়? উর্সাসকে ধনী বলে কোন পাগলও ভুল করবে না। আবার অভাবের লক্ষণও তার জীবনযাত্রায় কোথাও নেই। যে-গ্রামের ভিতর দিয়েই যাক, দোকান থেকে টাটকা রুটি সে কিনবে। কিনবে ভেড়ার একটা পুরুষ্টু ঠ্যাং, যখনকার যা রসাল ফল, তাও দুই-একটা সংগ্রহ করতে ছাড়বে না।

হোমোর জন্যও তদ্বির যথেষ্ট। বরং উর্সাসের বেশি নজর হোমোর খানাপিনার দিকেই। বড় বড় মাংসের টুকরো রাম-এ ভিজিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হয়, তারপরে উর্সাসের নিজের খাদ্যের একটা অংশও সে পায়। পথের ধারে কোথাও যদি নধর খরগোশ-শাবক চোখে পড়ল, অমনি উর্সাস গাড়ি থামিয়ে হোমোকে ছেড়ে দেবে—শিকার ধরে খেয়ে নেবার জন্য।

আর হোমোর রাত্রিবাস? আকাশ যখন নির্মেঘ, ফরাসীদেশের হাওয়া যখন নাতিশীতোষ্ণ পুষ্পগন্ধে মদির, তখন হোমো অবশ্য গাড়ির গা ঘেঁষে শুয়ে বসে আরামে রাত কাটায়, কিন্তু ঝিরঝির করে দু'ফোঁটা বৃষ্টি যদি পড়ল, উর্সাস গাড়ির ভিতর থেকে ডেকে বলল—"হোমো, তলায় যা! তলায় যা!" গাড়ি বেশ উঁচু করে গড়া। হোমো গড়িয়ে গড়িয়ে চাকার ফাঁকে গাড়ির তলায় ঢুকে পড়ে। দুর্যোগ যদি ঘনিয়ে এল, উর্সাস কাঠের মজবুত ঝাঁপ নামিয়ে দিল গাড়ির চারপাশ দিয়ে, হোমোরও ঘর হয়ে গেল নিশ্ছিদ্র নিরাপদ।

এখন কথা এই, উর্সাসের ব্যয় তো কম নয়; কোথা থেকে অর্থ পায় সে? ব্যবসা একটা আছে বটে উর্সাসের। সে ব্যবসা যাযাবর চিকিৎসকের। দেশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ও ঘোরে ফেরে। যেসব রোগী ডাক্তারের ত্রিসীমায় যায় না, তারাই ওষুধ নেয় উর্সাসের কাছ থেকে। গাড়ির ভিতর তাকে তাকে নানা আকারের ওষুধের বোতল ও ভাঁড়। এ সব ওষুধ তার নিজের হাতের তৈরি। পথ চলতে চলতে হঠাৎ মাঠের বা বনের মাঝে গাড়ি থামিয়ে ফেলা উর্সাসের নিত্য অভ্যাস। নেমে গিয়ে কোন গাছের পাতা তুলছে, কোন গাছের বা ছাল তুলছে ছুরি দিয়ে, ফুল থেকে মূল পর্যন্ত প্রত্যেকটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিনিসই তার কাজে আসে।

রাত্রিবেলা এই সব দিয়ে সে ওষুধ তৈরি করে। ছেঁচে, বেটে, নিংড়ে, জ্বাল দিয়ে, এটার সাথে ওটা মিশিয়ে! এই সব ওষুধ গ্রামে গ্রামে সে বিলি করে নগদ দামে। গিন্নীদের মহলেই বিক্রি বেশি, বেতো বুড়োদের কাছেও মন্দ নয়। দুই মাস তিন মাস পরে পরে উর্সাসের গাড়ি একবার করে গ্রামের মাঠে থামে যখন, 'বাজার' বসে যায় সে-গাড়ির চারপাশে।

খুবই ঠিক কথা। তার ওষুধের গ্রাহক আছে। কিন্তু গ্রাহকের সংখ্যা দেখে উর্সাসের আয়ের পরিমাণ আন্দাজ করতে গেলে মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে। এরা সব গরিব মানুষ, অত্যন্তই গরিব। খুব দরাজ হাত যার, সে হয়তো একটা ফ্রাংক দিল এক বোতল ওষুধের দাম, অবশ্য বোতলটা বাদে।

না, আয় উর্সাসের আছে কিছু, কিন্তু তা বলবার মত কিছু নয়। খাওয়া-দাওয়া এবং গাড়ির মেরামতি খরচটা তাতে ভালভাবেই সংকুলান হয় বটে, কিন্তু থাকে না কিছু সঞ্চয় করবার মত। তাহলে চোরের ভয় উর্সাস করে কেন?

ভয়টা যে আছে তার, এটা তার আচরণ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। গাড়ি খালি ফেলে সে কোথাও যায় না। রাত্রে জানালা খোলা থাকলেও দরজা ভিতর থেকে শক্ত করে আগল দেওয়া থাকে, আর জানালাতেও মোটা মোটা লোহার সিক বসানো। রাত্রে বিছানার পাশে থাকে একখানা লোহার শাবল, চোরদের সাদর অভ্যর্থনার জন্যই যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যি, শাবল হাতে করে উর্সাস রুখে দাঁড়ালে যে কোন মোটামুটি রকম শক্তিমান চোরকে সে যে অনায়াসেই হটিয়ে দিতে পারে, তা উর্সাসের চলাচলের পথের সব চোরই ভালরকম জানে। বয়স ওর হয়েছে। ঠিক কত বয়স, তা অবশ্য কেউই আন্দাজ করতে পারে না। আধপাকা জটপাকানো লম্বা চুল আর ঝাঁকড়া দাড়ি কপাল এবং গালের রেখাগুলিকে এমন বেমালুম ঢেকে ফেলেছে যে, মুখ দেখে ওর সত্যিকার বয়স ঠাওরানো কারও সাধ্য নেই। উর্সাস-এর অর্থ ভালুক, ভালুকের মতই লোমশ তার চেহারা। লোমশ, ভারী এবং থপথপে। সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। একটু কোলকুঁজো, গাড়ির ভিতর কুঁজো হয়ে চলাফেরা করতে করতে ঘাড়টা নুয়ে পড়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

সে যাই হোক, বয়স পঞ্চাশ হোক আর পঁচাত্তর হোক, শরীরে এখনও

www.BanglaBook.org

শক্তি ওর আছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। আর শাবলখানাও ভারী এবং ধারালো, সুতরাং চোরেরা বড় একটা ঘেঁষে না ওর দিকে। কিন্তু তবু উর্সাসের হুঁশিয়ারির শেষ নেই, ভাবখানা এমনি যেন—মবলগ অর্থ তার ওই কাঠের গাড়ির কোন খুপরির ভিতর সযত্নে লুকোনো আছে।

উর্সাস আজ প্রায় বিশ বৎসর এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে তার গাড়ি নিয়ে। গাড়ির খোল-নলচে পালটাতে হয়েছে অনেকবার। প্রত্যেকবারই নতুন কাঠ দেওয়া হয়েছে আগের বারের চেয়ে পুরু, নতুন গরাদে বসানো হয়েছে আগের বারের চেয়ে মোটা। হোমোকেও পালটাতে হয়েছে দুইবার; না, বিক্রি করেনি বা রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যায়নি। বুড়ো অকর্মণ্য হবার সূত্রপাতেই হঠাৎ একদিন অজানা কি এক অসুখে মারা পড়েছে দুই দুই বারের হোমোরা। মাটি খুঁড়ে নিজের হাতে তাদের কবর দিয়েছে উর্সাসই, তারপর তৃতীয় হোমোকে শিক্ষা দিয়ে মনের মত করে নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে নতুন উৎসাহে।

*　　*　　*

ফরাসীদেশের বনভূমি বসন্তে গ্রীষ্মে অপূর্ব মনোরম। শহরের লোক তখন দল বেঁধে বনভ্রমণে আসে। সারাদিন বনে বনে ছুটে বেড়ায়, নির্ঝরিণীর তীরে বসে লাঞ্চ খায়। শিল্পী যারা, তারা নিভৃত একটা কোণ বেছে নিয়ে পুষ্পিত তরুর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করে পটের উপরে।

এল-আর্ডেনের উপবন সারা ফরাসীদেশে সুখ্যাত। বন হলেও উপবন আখ্যাই একে দিতে হয়। প্রকৃতিদেবী যেন নিজের হাতে সযত্নে সাজিয়ে এর প্রসাধন সুসম্পন্ন করেছেন। সুদীর্ঘ সুবিন্যস্ত তরুবীথি, প্রতিটি সেডার বা পাইনের গায়ে পুষ্পলতার সমারোহ, পত্রযবনিকার আড়াল থেকে বনবিহগের কলঝংকার। জলা নেই, স্যাঁতসেঁতে বা অন্ধকার নয়, কোথাও নেই একটা কাঁটা গাছ। সে এক একটানা সৌন্দর্যের দেশ।

এই এল-আর্ডেনের বনভূমিতে প্রমোদবিহারীদের এমন ভিড় হয় বসন্তকালে যে তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য পেশাদার মানুষেরাও আসে তাঁবু ফেলে ভোজবাজি বা দড়ির নাচ বা জানোয়ারের খেলা দেখাবার জন্য। বনের মাঝে মাঝে মাঠের টুকরো আছে এক একটা। সেইখানে পড়ে তাদের তাঁবু। টিংটিং

www.BanglaBook.org

টুংটাং বাজনা বাজিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। পাখির গান শুনে শুনে তরুণ-তরুণীরা যখন বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন তারা দুই-চার জন দেখা দেয় এসে এই তাঁবুতে।

দর্শকের সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না পেশাদারেরা। দু'জন লোক এসে খেলা দেখতে চাইলেও তারা দেখাবে, কারণ খেলাতে সময় নেয় না বেশি। ঊর্ধ্ব সীমা দশ মিনিট। যে আসছে, তাকে দেখিয়ে দাও। তারপর তারা চলে যাক নিজের পথ বেয়ে, তুমি তৈরি হতে থাকো পরবর্তী দর্শকের জন্য। দড়ির খেলা যদি হয়, দড়িটা আঁটো করে বাঁধো। নাচ দেখাবার জন্য এসে থাকো যদি, ঘুঙুরটা বদলে নাও। আর যদিস্যাৎ বাঘের বাচ্চাটাচ্চা এনে থাকো খেলাবার জন্য, দেখে নাও সে জল-টল খেতে চায় কিনা।

সেদিন উর্সাসের গাড়ি এসে এই আর্ডেন-বনের ভিতরে ঢুকেছে। বনের ভিতরে গাড়ি চলার কথাও নয়, গাড়ি চলার রাস্তাও নেই। তবু ঢুকেছে উর্সাস। তার গন্তব্য স্থান হচ্ছে আমেন্তিয়া গ্রাম। বনের ভিতর দিয়ে গেলে এক বেলার পথ, আর বাইরে দিয়ে যেতে গেলে তিন দিনের। এদিকে আমেন্তিয়ায় আগামী কালই তার পৌঁছোনো দরকার। কারণ উর্সাসের বাতের তেল হাঁটুতে মালিশ না করলে তার একদিনও চলে না।

বনের ভিতর উর্সাস ঢুকল দুপুরের পর। চারদিকে স্ফূর্তিবাজ নারীপুরুষের অবিশ্রাম আনাগোনা। এদের চোখের উপর দিয়ে গাড়ি হাঁকাতে গেলে কেউ না কেউ আপত্তিও করতে পারে তো! এ-অবস্থায় এক কোণে গাড়ি থামিয়ে বিকাল পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়াই যুক্তির কথা। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ বন হয়ে যাবে জনশূন্য, উর্সাস নির্বিবাদে গাড়ি হাঁকিয়ে বনটুকু পার হয়ে যেতে পারবে।

মাঠেরই ভিতর সে গিয়ে গাড়ি রাখল। হোমোকে ছেড়ে দিল শিকার ধরে খাওয়ার জন্য। তারপর গাড়ির ভিতরে বসে সাড়ম্বরে ওষুধ তৈরি করতে বসল। এটা বাটছে, ওটা ছাঁকছে, বোতল থেকে বোতলে ঢালাঢালি। দর্শক জমে গেল উর্সাসের গাড়িরও আশেপাশে। এও যেন একটা খেলা-দেখা।

বনের ভিতর ছুটির আনন্দ উপভোগ করতে এসেছে তরুণী আর তরুণের দল। এদের বাত বা মাথাঘোরার ব্যারাম নেই, থাকলেও তা সঙ্গীদের সামনে স্বীকার করবে না কেউ। কাজেই ওষুধ বিক্রির আশা করে না উর্সাস। তবু সময় কাটাতে হবে। এবং বিজ্ঞাপন ছাড়বার সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহারও

www.BanglaBook.org

করতে হবে। উর্সাস ব্যবসায়ী লোক, সুতরাং বিজ্ঞাপনের মূল্য সে জানে। সেই বিজ্ঞাপন হিসাবেই সে এই দর্শকদের চোখের উপর ওষুধ তৈরির কাজে মশগুল হয়ে আছে।

মাঠের আর এক কোণে পড়েছে একটা তাঁবু। মিহি টুংটাং বাদ্যি নয়, জোর জোর ঢাক পিটে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাঁবুর মালিক। একদল দর্শক বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। অবশ্য দলে মাত্র পাঁচ-ছয়জন লোক। তার চেয়ে বড় দল আর্ডেন বনের কোন খেলা বা জলসাতেই হয় না।

এই পাঁচ-ছয়টা লোক বেরিয়ে এল মুখে-চোখে সর্বগ্রাসী বিস্ময়ের ছাপ নিয়ে। যেন দুনিয়ার অষ্টম আশ্চর্য ঐ তাঁবুর ভিতর থেকে তারা দেখে এল এইমাত্র। মুখে তাদের শুধু ছোট ছোট অব্যয় শব্দ—"আশ্চর্য! অদ্ভুত! আজগুবী" ইত্যাদি।

"কী আশ্চর্য? কী আজগুবী দেখে এলে হে?"—স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে তাদের ভিতর থেকে, যাবা এতক্ষণ উর্সাসের ওষুধ তৈরির উপরেই মনোযোগ নিবদ্ধ করে গাড়ির পাশেই ঠায় দাঁড়িয়েছিল।

"ছেলেটা হাসছেই, হাসছেই, সে-হাসির আর আদি-অন্ত নেই?" জবাব দেয় একজন—"তাজ্জব বানিয়ে ছেড়েছে একেবারে।"

"সে কী হাসি রে ভাই!"—দ্বিতীয় একজন প্রথমেরই বক্তব্যকে জোরদার করে তোলে—"বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হাসি। মুখের হাঁ দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত করে হাসি! অথচ—ভাবতে পার? এতখানি হাসির সঙ্গে এতটুকু ছিটেফোঁটা কথারও সংস্রব নেই। একান্ত নির্বাক হাসি! এ যে কেউ পারে—"

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে, যারা দেখেনি তাদেরই দলের একজন বলে উঠল—"কেন পারবে না? নির্বাক্ হাসি আর শক্ত কী? এই দেখ আমি হাসছি।"

দাঁত বার করে কপাল কুঁচকে, নাক শিকেয় তুলে সে-লোকটা খানিক হাসলে বটে, কিন্তু যারা দেখে এসেছে তারা ঐ হাসিকে মোটেই আমল দিলে না—একবাক্যে দুও-দুও করে উঠল। "আরে, দুই কান পর্যন্ত তোমার হাসি পৌঁছাচ্চে কই? দুই কান পর্যন্ত? যাও, তাঁবুতে গিয়ে দেখে এস আগে। তারপর অনুকরণের চেষ্টা করো।"

সত্যিই আর এক দল—এবারে দশ-বারো জন তাঁবুর দিকে গুটিগুটি পা

www.BanglaBook.org

বাড়াল অদৃশ্য হাস্যকারীর কৃতিত্বের বহর যাচাই করবার জন্যেই।

যারা তাঁবু থেকে দেখে এসেছে, এখন তাদের পালা উর্সাসের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ওষুধ-তৈরি দেখবার। কিন্তু তাদের সেদিকে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তারা দল বেঁধে চলে গেল বনের ভিতর সেই সংক্ষিপ্ত অব্যয়গুলি বার বার উচ্চারণ করতে করতে—"আশ্চর্য! অদ্ভুত! আজগুবী!" দুই-একজনের মুখে কিঞ্চিৎ বৃহৎ উক্তিও শোনা গেল—"সত্যি এমনটা কেমন করে সম্ভব হয়?" কিংবা "দুনিয়ার কোথায় যে কী আছে, কে তার খবর রাখে বল!"

এক দল গেল তাঁবুর ভিতরে, আর এক দল গেল বনের আড়ালে, উর্সাসের গাড়ির পাশে আর কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে একটিও দর্শক নেই। সুতরাং বিজ্ঞাপন প্রচারের সুযোগও অবর্তমান। উর্সাস বসে আছে পটে আঁকা ছবির মত, মাঠের ওপিঠের তাঁবুটার দিকে চোখ পাকিয়ে। হাতে খল রয়েছে, কিন্তু সে-খল ওষুধ বাটছে না আর। হোমো ঘুরপাক খেতে খেতে গাড়ি থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে, তাকে ডেকে ফেরাবার কথা মনেও হচ্ছে না উর্সাসের, যদিও হোমোর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে উর্সাস সাধারণত অতিমাত্রায় সতর্ক।

অদ্ভুত হাসি একটা দেখে এসেছে এই দর্শকেরা, যারা বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল এইমাত্র। সেই হাসি এই মুহূর্তে ওরাও দেখছে, যারা একটু আগে তাঁবুর দরজায় এক এক ফ্রাংক গুনে দিয়ে তাঁবুর ভিতরে ঢুকে পড়ল। অদ্ভুত হাসি। হাসছে একটা ছেলে। নির্বাক্ হাসি। খল খল হাসি নয়, খিল খিল হাসি নয়, ক্ষিঃ ক্ষিঃ হাসি নয়, হাঃ হাঃ হাসি তো নয়ই। অথচ হাসতে গিয়ে তার বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, হাসতে হাসতে তার মুখের দু'দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। আজগুবী সত্যিই! এ-রকম নির্বাক্ অথচ সর্বগ্রাসী হাসি এক পলকের জন্য কেউ হাসলেও হাসতে পারে বা। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট পর্যন্ত কেউ এমন নিঃশব্দে হেসে যেতে পারে, এ কথা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

না, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, যদি একটা গূঢ়তত্ত্ব তার জানা না থাকে। সে গূঢ়তত্ত্ব ঐ লোকগুলির যে জানা নেই, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ঐ যে লোকগুলি বনের ভিতর এইমাত্র ঢুকে পড়ল।

কিন্তু উর্সাসের জানা আছে সে-তত্ত্ব কাজেই তার কাছে ব্যাপারটা তত

www.BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য ঠেকছে না। তার মনে হচ্ছে যে হলেও হতে পারে এটা। কিন্তু, নিজের চোখে একবার দেখে আসতে পারলে হত যে! সন্দেহভঞ্জন হত। কিন্তু নিজের চোখে দেখা আর হয় কেমন করে? গাড়ি ছেড়ে তো যাওয়া চলে না উর্সাসের! একান্ত পরিচিত স্থানেও উর্সাস এমন কাজ কখনও করে না। এ তো বনভূমি! আশেপাশে লোক আছে বটে, কিন্তু সবাই তারা অজ্ঞাতকুলশীল। সবাই ভদ্রবেশী বটে, কিন্তু ভদ্রবেশে যারা সংসারে বিচরণ করে, তারা সবাই কি সত্যিই ভদ্র? তা যে নয়, সে অভিজ্ঞতা উর্সাসের মত কার আছে?

না, মনের কৌতূহল নিবৃত্তি করবার কোন পথই নেই। গাড়ি ছেড়ে কোনমতেই যাওয়া চলবে না উর্সাসের। কে বলতে পারে যে অজ্ঞাত ঝোপে-ঝাড়ে কোন তস্কর লুকিয়ে নেই, উর্সাসের গোপন ভাণ্ডারে হানা দেওয়ার জন্য? এমনও তো হতে পারে যে গাড়ির পিছনেই ধাওয়া করে এসেছে কোন সন্ধানী চোর সুদূর লোকালয় থেকে?

উর্সাস কিছুতেই গেল না, মনটা যতই উদ্‌গ্রীব হোক সেই আকর্ণবিশ্রান্ত হাসির মালিক আশ্চর্য ছেলেটিকে দেখবার জন্য। ঠায় এক জায়গায় বসে ওষুধ বাটতে থাকল। সূর্য ক্রমে ঢলে পড়ল বনচূড়ার আড়ালে। অন্ধকার ঘনিয়ে এল বনভূমিতে। উর্সাস গাড়ি ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হল।

প্রমোদসন্ধানীরা একে একে লোকালয়ে ফিরেছে। তাঁবুতে জ্বলছে আলো। বোঝা যাচ্ছে তাঁবুর মালিক আজ এই বনেই থাকবে। অর্থাৎ আজ তার পয়সার আমদানি হয়েছে ভালই। আরও দুই-একদিন এখানে খেলা দেখাবার বাসনা তার। সকাল হলেই তো আবার লোকসমাগম হবে এই অরণ্যপ্রদেশে!

হোমো চলেছে গাড়ি টেনে নিয়ে। বৃক্ষবীথির ভিতর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ঝকঝক করছে সাদা মাটি সে নির্মল জ্যোৎস্নায়। তাড়া নেই, ধীরে ধীরে গাড়ি চালালেও ভোর নাগাদ আমেন্তিয়াতে পৌঁছানো যাবে। অকারণ হোমোকে ব্যস্ত করা কেন?

ধীরেই চলেছে গাড়ি। উর্সাস গাড়ি থেকে নেমে হোমোর পাশে পাশে হাঁটছে। ভারী আরামের এই গরম হাওয়ায় সান্ধ্যভ্রমণ। পায়ের বাতটা কেটে আসবে দু'ঘণ্টা এইভাবে পা চালালে।

ধীরে ধীরে চলছে আর পিছনে ফিরে ফিরে তাঁবুর আলোর দিকে চাইছে।

www.BanglaBook.org

আর কোনও কারণ নেই, ওখানেও তারই মত মানুষ আছে দু'একটা, এই অনুভূতির খাতিরেই ফিরে ফিরে তাকানো। চারধারে যোজন-জোড়া বনভূমি। দু'চারজন সরকারী বনরক্ষক ছাড়া এ-অরণ্যে এই নিঃসঙ্গ নিশীথে মানুষ একমাত্র এই উর্সাস আর ঐ তাঁবুওয়ালারা। চাক্ষুষ ওদের সে দেখেনি বটে, তবু একটা একাত্মতা, একটা নাড়ীর টান ওদের জন্য সে অনুভব করছে বইকি!

হঠাৎ, এ কী? অনেকক্ষণ বাদে একবার পিছনের দিকে তাকাতেই ভয়ানক একটা দৃশ্য তার চোখে পড়ে গেল যে! আগুন! আগুন! দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে তাঁবুটা। হইহল্লা, তিন-চার জন মানুষের কণ্ঠে সমস্বরে। উর্সাস গাড়ি ফেলে দৌড়ে চলল পিছনপানে। বিপন্ন মানুষের সাহায্য না করে যারা নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে, উর্সাস অর্ধজীবন সাধনা করেও নিজেকে তাদের স্তরে নামিয়ে আনতে পারেনি। "হোমো, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্"—এই একটিমাত্র হুকুম জারি করে উর্সাস ছুটল আগুনের দিকে। চোরেরা তার গাড়ি লুঠ করবে, সে-দুশ্চিন্তা তাকে নিরস্ত করতে পারল না এবার।

কিন্তু তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছোবার আগেই সে দেখল সাহায্য করবার আর কোন সুযোগ নেই, তাঁবু জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে মিনিট পাঁচেকের ভিতরেই। তাহলে আর ওদের কাছে গিয়ে লাভ কী হবে? তাঁবুওয়ালারা দলে তিন-চার জন আছে। নিজেদের মুশকিলের আসান নিজেরাই করতে পারবে। উর্সাস ফিরল। ফিরেই সে চমক খেল একটা। হোমো দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি নিয়ে। কিন্তু একটা মানুষও আছে হোমোর পাশে দাঁড়িয়ে। উর্সাসের পায়ের শব্দে সেই মানুষটা ফিরে তাকাল তার দিকে। আর উর্সাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তার মুখের দিকে তাকিয়েই। মুখখানা জুড়ে যা ব্যাপ্ত রয়েছে, তা একটা একটানা হাসি। আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি। বত্রিশ পাটি দাঁত বার করা হাসি।

উর্সাসের বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল অকারণেই।

BanglaBook.org

দুই

সমুদ্রপারে কুয়াশা-ঘেরা ইংলন্ডদেশ। গ্রামাঞ্চলে এক অভিজাত জমিদারের প্রাসাদ। জমিদারের উপাধি আর্ল। ক্লিঞ্চার্লি ও পেমব্রোকের আর্ল এঁরা। বিজয়ী

www.BanglaBook.org

উইলিয়ামের আমল থেকেই এঁরা ব্রিটিশ অভিজাত মহলে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় পরিবার।

পেমব্রোক পরিবারে বর্তমানে কিন্তু আর্ল নেই কেউ। ভূতপূর্ব আর্লের একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল, শৈশবেই সে হারিয়ে যায়। সারা দেশের শক্তিশালী পুলিশ বাহিনীর আপ্রাণ চেষ্টাও সেই অপহৃত শিশুকে খুঁজে বার করে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। একমাত্র সন্তানের শোকাবহ অন্তর্ধানের বেদনা সহ্য করতে পারলেন না আর্লপত্নী, তিনি অচিরেই ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

দিন ঘনিয়ে এল আর্ল গুস্টেভেরও। প্রথমে একমাত্র সন্তানের, তারপরে জীবনসঙ্গিনী কাউন্টেসের বিয়োগ তাঁকে জীবনে নিস্পৃহ করে তুলেছিল, দিনে দিনে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। তিনি বুঝতে পারলেন—পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তাঁরও অভিনয়ের দিন শেষ হয়ে আসছে।

নিঃসন্তান গুস্টেভের আপনজন কেউ নেই। তাঁর অবর্তমানে অগাধ সম্পত্তির মালিকানা গিয়ে পড়বে এক জ্ঞাতিকন্যার হাতে। সেটিও তখন একান্ত শিশু। আর্লের হারানো ছেলের চাইতে আরও দু'বছরের ছোট ছিল ও। নাম তার আমেলিয়া। বংশের প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করে গুস্টেভ এই মেয়েটিকে নিজের প্রাসাদে আনিয়ে মানুষ করতে লাগলেন। ওর সঙ্গে এল ওর মা, পিতার মৃত্যু হয়েছিল আগেই। এই মা-টিও গুস্টেভের জীবদ্দশায়ই জীবন ত্যাগ করলেন।

আর্ল গুস্টেভের বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী রাসেল। উইল করে আর্ল এই রাসেলকেই নিযুক্ত করলেন আমেলিয়ার অভিভাবক এবং নিজের সমগ্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। তারপর একদিন তিনিও মারা গেলেন।

শোক করবার কেউ ছিল না। রাসেলের ব্যবস্থাপনায় আমেলিয়া অবিসংবাদী অধিকারিণী হল বিস্তীর্ণ পেমব্রোক জমিদারির, বয়স তার মাত্র দশ বৎসর তখন।

আর্ল গুস্টেভ তার শিক্ষা এবং দেখাশোনার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন এক দায়িত্বশীলা মহিলার উপরে। তাঁর প্রশংসা সকলেই করত, আমেলিয়াও বিশেষ অনুরক্ত ছিল তাঁর।

কিন্তু এই মহিলার আর বেশিদিন থাকা সম্ভব হল না পেমব্রোক প্রাসাদে। অদৃশ্য হস্তে কলকাঠির নাড়াচাড়া হতে লাগল দীর্ঘদিন ধরে। তার ফলে এই

www.BanglaBook.org

মহিলা একদিন তল্পি গুটিয়ে পেমব্রোক ত্যাগ করলেন। নিজেও কাঁদতে কাঁদতে গেলেন, আমেলিয়াও কাঁদতে লাগল তাঁকে হারিয়ে।

নতুন তত্ত্বাবধায়িকা এলেন। ইনি নিজেও অভিজাত বংশের ঘরণী, এঁর স্বামীরও ছিল লর্ড উপাধি, যদিও সম্পত্তি বলতে কিছুই তাঁর ছিল না। তিনি বর্তমান নেই, তবে একটি পুত্র আছে তাঁর। নাম তার ডেভিড। পিতার লর্ড উপাধি ছিল বলে ডেভিডও লর্ড বলে পরিচিত। লোকে তাকে ডাকে লর্ড ডেভিড বলে।

কী সূত্রে এই ভূমিশূন্য ভূস্বামিনী ডেভিড-জননী এসে আমেলিয়ার তত্ত্বাবধায়িকার পদে অধিষ্ঠিত হলেন, কেউ কিছুই জানল না। লোকে কানাঘুষা করতে লাগল নানা রকম। সবচেয়ে প্রবল জনরব যেটা, সেটা এই যে বিচক্ষণ আইনজীবী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ অভিভাবক হলেও রাসেলের চরিত্রে দুর্বলতা ছিল একটা। সেই দুর্বলতার কেন্দ্র ঐ ডেভিডের মা রাচেল। রাসেলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মহিলাটি নিজের জন্য পেমব্রোক প্রাসাদের নিরাপদ এবং আরামদায়ক এই চাকরিটি সংগ্রহ করেছেন নিজের এবং নিজের পুত্রের জন্য।

আমেলিয়াকে শিক্ষা দেওয়ার মত যোগ্যতা রাচেলের ছিল না। একমাত্র সামাজিক শিক্ষা ছাড়া। সমাজে চলাফেরা কী করে করতে হয়, সে অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ আছে লেডী রাচেলের। সাজগোজ প্রসাধন আদবকায়দার শিক্ষা তিনি ভালই দিতে লাগলেন আমেলিয়াকে; কিন্তু লেখাপড়া বা গানবাজনা বা চারুকলায় তাকে শিক্ষিত করে তোলার কোন চেষ্টাই তিনি করলেন না। চেষ্টা করার বিদ্যা তাঁর ছিল না বলে।

ফলে আমেলিয়া বড় হয়ে উঠতে লাগল—বিলাসিনী খেয়ালী দায়িত্বজ্ঞানহীনা এক কিশোরীর আকারে। দুনিয়ার কোন বিষয়ে তার আকর্ষণ নেই, একমাত্র নিজের ভোগবিলাসের জন্য যেটা প্রয়োজন সেইটি ছাড়া। নীতিজ্ঞানের বালাই নেই। শালীনতার গণ্ডি সম্বন্ধে চেতনারও অভাব—কাউন্টেস আমেলিয়া তৈরি হয়ে উঠল এক আজগুবী চিজ।

এদিকে বড় হয়ে উঠেছে ডেভিডও। আমেলিয়ার চাইতে দু'তিন বছরের বড়ই সে। অতি সুশ্রী, অতি শৌখিন, অতিমাত্র স্বার্থপর এই যুবক। আমেলিয়ার সঙ্গে মেলামেশার অখণ্ড সুযোগ সে নিত্যই পায়, এবং পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারও করে সে সুযোগের। তার নিজের রুচি এবং তার মায়ের সমর্থন, এই দু'দিক

www.BanglaBook.org

থেকেই সে প্রেরণা পায় আমেলিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের জন্য। রাচেল তার কানে কানে বলেন—"তোর নিজের বলতে একটি কানাকড়ি নেই পৃথিবীতে। আমেলিয়ার আছে রাজার ঐশ্বর্য। আমেলিয়া সমেত সেই ঐশ্বর্যটিকে গ্রাস করবার ষোল-আনা সুবিধা তোর রয়েছে। সে-সুবিধা কাজে লাগিয়ে আয়ত্ত শিকারকে উদরস্থ করতে না পারিস যদি, তাহলে তুই একান্তই মূর্খ।"

ডেভিডও মনে মনে সায় দেয় মায়ের কথায়। আমেলিয়ার কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করে। স্বার্থের খাতিরে লোক রুচিবিরুদ্ধ কাজও আগ্রহের সঙ্গে করে থাকে, এ ক্ষেত্রে তো স্বার্থ এবং আনন্দ একই পথে লাভ করবার ব্যবস্থা রয়েছে।

ডেভিড আর আমেলিয়ার বয়স যতই বাড়তে থাকে, তাদের উভয়ের প্রীতির সম্পর্ক সকলেরই নজরে পড়ে যায় ততই স্পষ্টতর হয়ে। শেষ পর্যন্ত সবাই ধরেই নিয়েছে যে উভয়ের সাবালকত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে ওরা। তার আর বিলম্বও নেই। এক বৎসর পরেই আমেলিয়ার বয়স হবে আঠারো, ডেভিডের একুশ।

ততদিন বিবাহটা হতে পারছে না বটে, কিন্তু ডেভিড ইতিমধ্যেই পেমব্রোকের ভবিষ্যৎ আর্ল বলে কার্যত স্বীকৃতি লাভ করেছে সর্বসাধারণের কাছে। রাসেল মহাশয় মাঝে মাঝে কেবল একটা সতর্কবাণী শোনান লেডী রাচেলকে। আর্ল গুস্টেভের উইলে কী যেন একটা অসুবিধাজনক শর্ত আছে। অবশ্য যে অবস্থায় সে শর্তপালনের প্রশ্ন উঠবে, সে অবস্থা উদয় হবার কোন রকমই সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না ইত্যাদি।

লেডী রাচেলের এখনও যথেষ্ট প্রভাব বৃদ্ধ আইনজীবীর উপরে। কিন্তু কোন তোষামোদেই তিনি রাসেল সাহেবের মুখ থেকে জানতে পারেননি যে সেই অলক্ষুণে অবস্থাটা কী হতে পারে।

রাসেল সব বিষয়ে লেডী রাচেলের বাধ্য। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি মুখ খুলছেন না। তাঁর মনে ইদানীং কি বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন তিনি? বাহ্যত সবাই দেখছে—স্বর্গত বন্ধু আর্ল গুস্টেভের ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি পুরোপুরিই রক্ষা করেছেন। জমিদারির এতটুকু ক্ষতি হতে দেননি এই দীর্ঘ সময়ের ভিতরে, কিংবা উত্তরাধিকারিণীর কোন রকম অকুশলও ঘটতে দেননি। আমেলিয়াকে তিনি এই সেদিনও দেখে এসেছেন পেমব্রোকে গিয়ে। সতেজ

www.BanglaBook.org

চেরিগাছের মত ঋজু, তন্বী কিশোরীটি সত্যিই বৃদ্ধকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার শিক্ষার যে পরিচয় তিনি পেয়ে এসেছেন—তাতে নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পেয়েছেন তিনি। গুস্টেভের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গিয়েছে বলেই যেন মনে হয়েছে তাঁর।

শুধু আমেলিয়া নয়, তিনি ডেভিডকেও দেখে এসেছেন। লেডী রাচেল গর্বের সঙ্গেই ডেভিডের রূপগুণের দিকে বৃদ্ধের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। দেখেছেন বৃদ্ধ কিন্তু রাচেলের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারেননি কোনমতেই। এই প্রজাপতির মত চপল যুবক হবে পেমব্রোকের আর্ল? হবেই বলে মনে হচ্ছে। লেডী রাচেল গত কয়েক বৎসর ধরে জমিন তৈরি করেছেন। সে জমিনের উপর ঐরকম ইমারত ছাড়া অন্য কিছু গড়বার চেষ্টা করলে সে-চেষ্টা সফলও হবে না, সে-চেষ্টাতে আনন্দেরও সম্ভাবনা নেই কারও।

রাসেল শুধু ভাবছেন—পরলোক থেকে আর্ল গুস্টেভ এইসব ব্যাপার দেখে বন্ধুকে অভিসম্পাত করছেন কিনা।

তাঁর মন বলছে নিশ্চয়ই অভিসম্পাত করছেন। কারণ তাঁর প্রাপ্য এ অভিসম্পাত। আমেলিয়া যে শিক্ষার মত শিক্ষা কিছুই পায়নি, সেজন্য তিনিই দায়ী। তিনি যদি গুস্টেভের নিয়োজিত শিক্ষিকাকে বিদায় না দিতেন, লেডী রাচেলের হাতে আমেলিয়াকে সমর্পণ না করতেন, তবে এমন অপদার্থ হতে পারত না মেয়েটা। তারপর ঐ ডেভিড। রাচেলকে তিনি পেমব্রোকে ঢুকতে দিয়েছিলেন বলেই আজ ডেভিড আমেলিয়ার স্বামী হতে যাচ্ছে। কিন্তু ও কি একটা সুপাত্র? জমিদারি হাতে পেলে দু'দিনেই অপব্যয় করে করে সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দেবে। আর ওর হাতে পড়ে আমেলিয়ারও দুঃখের অবধি থাকবে না।

ডেভিডে আর আমেলিয়াতে পরামর্শ হয়েছে একটা। সেটা এই—তারা ইওরোপ পর্যটনে যাবে। মহাদেশের সব কয়টা রাজধানী এবং সব কয়টা বিলাসকেন্দ্র ঘুরে না এলে ধনীসন্তানদের শিক্ষাই তো সম্পূর্ণ হয় না! এক বৎসর পরে বিবাহ হবে ওদের, তখন তো মধুচন্দ্র যাপনের জন্য বিদেশে কোথাও যেতেই হবে! সেইটি ঠিক কোথায় যাওয়া হবে, আগে থেকে তা স্থির করে আসাও দরকার। প্যারি না বার্লিন? রাইনের তীর না আল্পসের সানুদেশ? মন্টিকার্লো না লেক লুসার্ন? প্রত্যেকটা স্থানই পর্যটকদের স্বর্গ। এদের মধ্যে

www.BanglaBook.org

আবার কোন্ স্বর্গটি ডেভিড-আমেলিয়ার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগবে, আগে থাকতে পরখ করে দেখে আসায় ক্ষতি কী?

পরামর্শটা ডেভিডই প্রস্তাবের আকারে উত্থাপন করল লেডী রাচেলের কাছে। তাঁর অনুমোদন সহজেই পাওয়া গেল। অবশ্য দুটি তরুণ-তরুণীকে অভিভাবকহীন অবস্থায় বিদেশে তিনি যেতে দেবেন না, নিজেও সঙ্গে যাবেন অভিভাবিকা হয়ে। ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিতে গিয়ে নিজেও আনন্দ পাবেন কম না। অতএব তিনি আপত্তি করবেন কেন?

তারপর রইল রাসেল মহাশয়ের সম্মতি আদায় করার অপেক্ষা। তিনিও দোষ দেখলেন না এতে। তবে—যা কেউই প্রত্যাশা করেনি, এমনি একটা প্রস্তাব তিনি করে বসলেন। প্রস্তাবটা এই যে সঙ্গে যাবেন তিনিও। অভিভাবক হিসাবে নয়, সঙ্গী হিসাবে। সারাজীবন শুধু মক্কেলদের বিষয়কর্ম দেখে দেখে জীবনীশক্তি ক্ষয় করে এসেছেন। এখন যেন কিছুই আর ভাল লাগছে না। দিন কতক দৈনন্দিন কর্মধারা থেকে দূরে সরে থাকলে যদি জীবনযুদ্ধে আরও কিছুকাল লড়বার শক্তি সংগ্রহ করে আসা যায়, তাতে অনেক উপকার। যাবেন তিনি। নিজের খরচেই যাবেন। আমেলিয়ার কাঁধে চাপাবেন না তাঁর নিজের সফরের ব্যয়। তাঁর বিবেক সেটা অনুমোদন করবে না।

সঙ্গে আবার উকিল মশাইও যাচ্ছেন শুনে ডেভিডের উৎসাহ অর্ধেক নিবে গেল। তার মা যদিও রাসেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সে কিন্তু ভদ্রলোকের প্রতি কোন দিন প্রসন্ন নয়। মনে মনে সে স্থির করেই রেখেছে যে সময় এলে এই অভিভাবক মনুষ্যটিকে সে ছেঁড়া জুতোর মতই ছুঁড়ে ফেলে দেবে দূরে। কিন্তু সে বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী। তার এই সাধু সংকল্পের কথা সে কাউকে বলেনি এ যাবৎ এমনকি আমেলিয়াকেও না, তার মাকেও না।

যাহোক সব তোড়জোড় করে একদিন তারা বেরিয়ে পড়ল ইওরোপ সফরে। কর্তা ব্যক্তিরা চারজন, দুটি প্রবীণ, দুটি তরুণ। প্রত্যেকের একটি করে খাস ভৃত্য বা দাসী। আমেলিয়ার নাচগানের আমিল দেওয়ার জন্য একজন ফরাসিনীকে প্যারি থেকেই বহাল করে নেওয়া হবে ঠিক হয়ে আছে। এবং ডেভিডকে তরোয়াল খেলা শেখাবার জন্য একজন অস্ত্রশিক্ষক। অদূর ভবিষ্যতে যে পেমব্রোকের আর্ল হতে যাচ্ছে, সে তরোয়াল ধরতে না জানলে চলবে কেমন করে? ডুয়েল লড়বার প্রয়োজন তো অভিজাত তরুণদের হামেশাই হয়।

www.BanglaBook.org

কাজেই পর্যটক দলটিতে লোকসংখ্যা প্রথমে ছিল আট, প্যারিতে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াল দশ। রাসেল বিজ্ঞাপন ছেড়েছিলেন লন্ডনে থাকতেই। প্যারির হোটেলেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা ছিল একটা নির্দিষ্ট দিনে। দু'ঘণ্টার ভিতরেই মামোয়াজেল বিয়াঁকা ও মসিয়ঁ আঁদ্রে নিযুক্ত হলেন শিক্ষিকা ও শিক্ষকরূপে। দুজনেই ফরাসী, ইংরেজী না জানেন, তা নয়। তবে প্রচুর ফরাসী শব্দের ভেজাল না দিয়ে মনের ভাব ইংরেজীতে প্রকাশ করতে পারেন না।

আস্তানা নেওয়া হয়েছে হোটেল বোর্বোঁতে, রাজকীয় বিলাসে পর্যটকেরা রয়েছেন সেখানে। প্যারিতে আমেলিয়া বা ডেভিড কেউই এর আগে আসেনি, অথচ প্যারিই হল ইওরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রমণি। এখানে কিছু বেশিদিনই থাকা হবে। ততদিন আমেলিয়ার নৃত্যশিক্ষা বা ডেভিডের অস্ত্রশিক্ষা বন্ধ থাকবে কেন? স্থির হল বিয়াঁকা ও আঁদ্রে আজ থেকেই হোটেল বোর্বোঁতে এসে বাসা নেবে।

শিক্ষা যতটুকু হওয়া সম্ভব বা সমীচীন, তাই হয়। আমেলিয়া ও ডেভিড অল্পক্ষণের তালিমেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে আর বেশি খাটুনি সম্ভব হয় না। বিয়াঁকা ও আঁদ্রের পক্ষ থেকে বলা যায়—ছাত্রী এবং ছাত্রকে ইচ্ছার অতিরিক্ত খাটানো তারা সমীচীন মনে করে না, কারণ ওরাই তো মাইনে দেওয়ার মালিক, অসন্তোষের কারণ ঘটলে এক কথায় চাকরি খতম করে দিতে পারে।

অতএব শিক্ষা অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। তার চেয়ে অনেক দ্রুত উন্নতি ঘটে অন্য দিক দিয়ে। শৌখিন সমাজে মেলামেশা, অপেরা, সার্কাস, নৈশ সম্মেলন ঘুরে ঘুরে দেখা, বেড়ানো, নাচ না জেনেও ভাল ভাল নাচঘরে উচ্চশ্রেণীর সমবেত নাচে যোগ দেওয়া—এই সব এখন আমেলিয়া-ডেভিডের নিত্যকর্ম।

এদিক দিয়ে উপদেষ্টা জুটেছে ভাল। বিয়াঁকা আমেলিয়ার এবং আঁদ্রে ডেভিডের। কখনও সবাই এক সাথে, কখনও ভাগে ভাগে তারা আনন্দের সন্ধানে বেরোয়। বিয়াঁকা নিয়ে যায় আমেলিয়াকে, আঁদ্রে নিয়ে যায় ডেভিডকে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর বয়সের তফাত এমন কিছু বেশি নয় যে তার দরুন ঘনিষ্ঠ বান্ধবতার সম্পর্ক গড়ে উঠবার পক্ষে বাধা হতে পারে। বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে এরা ইতিমধ্যেই।

রাসেল এবং রাচেল? তাঁরাও যুগলে ভ্রমণে বেরোন আজকাল, অতীতের সুখস্মৃতির রোমন্থন করেন পার্কে বসে। তাঁদেরও সময় ভালই কাটে।

www.BanglaBook.org

এরই মাঝে একদিন একটা বেয়াড়া ঘটনা ঘটে গিয়ে ওদের একটানা সুখস্রোতের গতিরোধ করে বসল।

আঁদ্রে আর ডেভিড বেরিয়েছিল ভ্রমণে। ঠিক ছিল কোন বিশিষ্ট সান্ধ্য মজলিসে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসবে। আমেলিয়ার অনুমতি নিয়েই বেরিয়েছিল ডেভিড, আমেলিয়ার নিজেরও বিয়াঁকার সঙ্গে নিভৃত প্রমোদ-ভ্রমণে বেরুবার কথা ছিল—কাজেই সে আপত্তি করেনি।

ক্যাসিনো ভ্যালয় এমনি মনোরম নৈশবিহারের আড্ডা, একবার ঢুকলে কোথা দিয়ে সময় কেটে যায়, ঠাহর করাই শক্ত। আঁদ্রে অবশ্য প্যারির পুরাতন বাসিন্দা, কিন্তু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তার এতদিন কমই ছিল, ক্যাসিনোর মতন ব্যয়বহুল স্থানে প্রবেশ করবার সুযোগ ইতিপূর্বে তার হয়নি কোনদিন। কাজেই ডেভিডের মতন তারও কাছে এই নৈশ প্রমোদের অভিজ্ঞতা নতুন। ফলে দু'জনেই বিশ্বসংসার ভুলে বসেছিল ক্যাসিনোর নয়ন-মন-মাতানো প্রেক্ষাগৃহে।

তাদের জ্ঞান চৈতন্য ফিরে এল সেদিনকার মত অনুষ্ঠান ভঙ্গ হবার পরে। রাত্রি তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে।

আঁদ্রে বলল—"এত রাতে পায়ে হেঁটে পথ চলা নিরাপদ হবে না। এত বড় রাজধানী আমাদের প্যারি শহর কিন্তু এর পুলিশী ব্যবস্থা খুব উন্নত নয়। রাহাজানি খুনখারাবির কথা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। গুণ্ডারা কেমন দূর থেকেই বিদেশী পর্যটকদের গন্ধ পায়।"

"অনেক গাড়ি তো দাঁড়িয়ে আছে"—জবাব দেয় ডেভিড—"চল, আমরা একখানাতে চড়ে বসি। হোটেল বোর্বোঁ তো দূরও কম নয়, হেঁটে যেতে গেলে রাত প্রায় কাবার হয়ে যাবে।"

অতঃপর তারা একখানা জুড়ি গাড়িতে চড়ে, ঠিকানা দিল "হোটেল বোর্বোঁ"। কোচম্যানের মুখ দেখা যাচ্ছে না, রাস্তায় আলো খুব জোরালো বটে কিন্তু লোকটা এমনভাবে ঘুরে বসেছিল যে তার মুখখানা সম্পূর্ণই আঁধারে রয়েছে।

দেখা গেল সে ঘাড় নাড়ছে। সম্মতির নাড়া।

আঁদ্রে বা ডেভিড নিজে কেউ নাচেনি। কিন্তু ঘণ্টার কর ঘণ্টা বসে ঘাড় উঁচু করে মঞ্চের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকারই কি ক্লান্তি কম? গাড়িতে উঠেই ওরা হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজল। হোটেল বোর্বোঁ প্যারির শ্রেষ্ঠ হোটেলগুলির ভিতর অন্যতম, কোচম্যানটা রাস্তা চিনে যেতে পারবে না, এমন

www.BanglaBook.org

তো হতেই পারে না। তা ছাড়া লোকটা তো ঘাড়ই নেড়েছিল। নিশ্চয় সে চেনে ও হোটেল।

দু'জনেই বোধহয় একটু তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তা নইলে রাস্তার দিকে না তাকিয়েও ওরা বুঝতে পারত যে গাড়ি হোটেল বোর্বোঁর পথে চলছে না। হোটেল বোর্বোঁ থেকে ক্যাসিনো ভ্যালয়ে পৌঁছোতে গেলে প্রথম যেতে হয় অ্যাভেনু গ্রান্ড মনার্ক ধরে, তার পর সেখান থেকে বেরিয়ে পেলস দ্যা লা কন্‌কর্ড, তা থেকেও ডান হাতে ঘুরে রু দ্য লা হেনরি কোয়েৎর, ব্যস—এই কয়টা রাস্তা। এর প্রত্যেকটাই তেলের মত মসৃণ, গাড়ি চলে যেন বরফের উপর পিছলে পড়ে। কিন্তু এ গাড়িখানার হচ্ছে কী? ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছে কিসে? কোচম্যানটা কি নেশায় রয়েছে? প্রত্যেকটা ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছে না কি? তা নইলে গাড়ি এরকম উলটিপালটি খায় কেন?

আঁদ্রের একবার মনে হল ডেকে জিজ্ঞাসা করে কোচম্যানকে। ডেভিডেরও একবার রোখ চাপল ধমকে উঠে অপদার্থটাকে। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে দু'জনেই এমনি আচ্ছন্ন যে গলা দিয়ে কারোই কোনও কথা বেরুতে চাইল না। গাড়ি আগের মতই ধাক্কা খেতে খেতে চলতে থাকল।

সে রাস্তাটা কী সরু, কী নোংরা, কী খালে-খন্দতে ভরা! একবার চোখ মেলে তাকালেই আরোহীরা বুঝতে পারত যে এ রাস্তা গ্রান্ড মনার্কও নয়, কন্‌কর্ডও নয়, হেনরি কোয়েৎরও নয়!

পরের দিন হোটেল বোর্বোঁর প্রাতরাশের টেবিলে বসে আমেলিয়া বৃথাই প্রতীক্ষা করছে ডেভিডের।

প্রথম কয়েক মিনিট এই উপলক্ষে বিয়াঁকার সঙ্গে চলল সরস জল্পনা-কল্পনা। কত রাত্রে ওরা ফিরেছে কে জানে, ঐ ডেভিড আর ঐ আঁদ্রে। "শিক্ষক নামে এক শনির আমদানি করা হয়েছে—" বলে বিয়াঁকা—"আর্ল বাহাদুরকে চরকি পাক ঘোরাচ্ছে। কোন্ নরক থেকে কোন্ জাহান্নমে নিয়ে ঘুরছে—কে বলবে, বল।"

বিয়াঁকা তোষামোদে পোক্ত। ডেভিডকে ইতিমধ্যেই আর্ল বলে ডাকতে শুরু করেছে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আমেলিয়া চোখ নাচিয়ে জবাব দিলে—"আর একটি যে এসেছে সে

www.BanglaBook.org

কিন্তু শিশুদের নামে দেবদূত, আমাকে এই কয়েক দিনেই সাত স্বর্গ দেখিয়ে আনলে। গ্রীকদের অলিম্পাস, নোর্সদের ভালহাল্লা, হিন্দুদের বৈকুণ্ঠ, মুসলমানদের বেহস্ত—আর আমাদের খ্রিস্টানদের—কী বলব ওটাকে? প্যারাডাইজ? ইডেন? হেভ্‌ন?"

মধুর হেসে চটুল নয়নে কী জবাব দিতে যাচ্ছিল বিয়াঁকা, তা আর দেওয়া হল না। রাসেল মশাই বলে উঠলেন—"যত রাতই হয়ে থাকুক ওদের ফিরতে, এত বেলা পর্যন্ত দু'জনাই ঘুমিয়ে থাকবে, এ তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমি যখন মতকে পাঠিয়েছিলাম ওদের দোরে নক্ করতে।"

এবার লেডী রাচেলও যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "আমি না হয় ডেভিডের ঘরে একবার নিজেই যাই। অসুখবিসুখও তো হতে পারে!"

"দু'জনের একসাথে অসুখ?"—রাসেলের কণ্ঠে ফুটল একসাথে অবিশ্বাস আর টিটকারি।

লেডী রাচেল শুনেও শুনলেন না সে টিটকারি। মন্থর গমনে পা চালালেন করিডোরের দিকে।

ওদিকে ভৃত্য চার্লি এসে দাঁড়াল রাসেলের চেয়ারের পিছনে। নুয়ে পড়ে কানে কানে রাসেলকে বলল—"একটা অচেনা লোক আপনাকে খুঁজছিল। বলে চিঠি আছে।"

"অচেনা লোক? চিঠি?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন রাসেল।

"চিঠি সে আমার হাতে দিলে না। বলে আপনার নিজের হাতে ছাড়া দিতে মানা আছে।"

"তাকে ড্রইংরুমে নিয়ে যাও"—বলে রাসেল উঠলেন। "আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি"—আমেলিয়াকে এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ত্রস্তভাবে।

তিন

ড্রয়িংরুমে যে-লোকটি মিস্টার রাসেলের সম্মুখীন হল, তাকে রাস্তাঘাটে দেখতে পেলে গাইড ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবতে পারতেন না তিনি। গাইড—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যারা বিদেশী পর্যটকদের সন্ধানে পথেঘাটে ঘোরে, দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়ে আনে কিঞ্চিৎ বকশিস আদায় করবার জন্য।

এ লোকটি সেইমাত্রই ঘরে ঢুকেছে, টুপি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। রাসেল ঢুকতেই এক পা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল—"মিস্টার রাসেল, বোধ হয়? গুড মর্নিং!"

মিস্টার রাসেল শুধু বললেন—"গুড মর্নিং"—তারপর এক মিনিট তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। বিচক্ষণ আইনজীবী তিনি, ডেভিডদের রহস্যজনক অনুপস্থিতি প্রাতরাশের টেবিল থেকে। এদিকে এই রহস্যময় মানুষটির চিঠি হস্তে আবির্ভাব—এই দুইয়ের ভিতরে কোন যোগাযোগের অস্তিত্ব কি তিনি আবিষ্কার করেছেন?

"আমি এসেছি একখানা চিঠি নিয়ে,"—ধীরে ধীরে বলে আগন্তুক। রাসেলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সে এতটুকুও অস্বস্তি বোধ করছে, এমন কোন লক্ষণ সে প্রকাশ করল না।

রাসেল দেখছিলেন লোকটি দীর্ঘকায়, মধ্যবয়সী, মুখে ঝাঁকড়া গোঁফ এবং ছাঁটা দাড়ি। কপালের ডান কোণে একটা তেরছা লম্বা কাটা দাগ থেকে স্বতঃই যেন রাসেলের মনে হল লোকটা সারাজীবন কাটাকাটিতে অভ্যস্ত। নাকটা খাঁড়ার মতন উঁচিয়ে আছে, আর তার দু'পাশে দুটো চোখ যেন পাতালে প্রবিষ্ট। মোটের উপর মুখখানা দেখলে চট্ করে ভুলে যাওয়ার মত নয়। যারা স্বভাবত ভীতু, তারা দেখেই চমকাবে। যারা সাহসী, তারা করবে অপছন্দ, যেমন রাস্তার পাশে হঠাৎ সাপ দেখলে করে মানুষে।

"চিঠি দিতে পারেন, আমিই রাসেল।"—ধীরে ধীরে বললেন তিনি।

"চিঠিতে অবশ্য বিশেষ কিছু খবর নেই, শুধু ওটা পড়ে আপনি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন না। বলতে গেলে চিঠিটা আমার পরিচয়-পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।"—বলতে বলতে চিঠি এগিয়ে দিল লোকটা।

সত্যিই রাসেল দেখলেন—চিঠি পড়ে কিছুই বুঝবার জো নেই। তাতে দুই-তিন ছত্র মাত্র লেখা—

"মিস্টার রাসেল! পত্রবাহক জরুরি খবর নিয়ে যাচ্ছে। ওকে সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা যে আমার আছে, তা ওর কাছে আমার নাম শুনলেই বুঝতে পারবেন। প্যারিতে নবাগত হলেও সে নাম আপনি শোনেননি, এমন হতেই পারে না"—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিঠিতে স্বাক্ষর নেই।

চমৎকৃত হয়ে রাসেল বললেন—"এ সবের মানে কী? কী বিপদে আপনি পড়তে পারেন? প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে ভয় দেখানোরই বা মানে কী হতে পারে? এ চিঠি পাঠিয়েছেন কে? এবং কেন? আপনি যা বলতে এসেছেন, তা বলুন। আমার প্রাতরাশ অপেক্ষা করছে—"

"শুধু আপনার? না লর্ড ডেভিড এবং মসিয়ঁ আঁদ্রেরও?" আগন্তুকের কথায় অতি সামান্য একটু বিদ্রূপের রেশ শোনা গেল যেন।

রাসেল এবার সত্যিই ভয় পেলেন। ডেভিড এবং আঁদ্রের জন্য প্রাতরাশ অপেক্ষা করছে। সে খবর এ জানে, রাস্তা থেকে উঠে আসা এই দুশমন চেহারার লোকটা। ডেভিড এবং আঁদ্রের সঙ্গে এর সংস্রব কী?

রাসেল বললেন—"বসুন আপনি, যা বলবার খুলে বলুন, এবং চটপট।"

"আমার বসবার দরকার নেই। আপনি অবশ্য ইচ্ছা করলে আসন গ্রহণ করতে পারেন। ব্যাপারটা হল এই কাল রাত্রে লর্ড ডেভিড এবং মসিয়ঁ আঁদ্রে ক্যাসিনো ভ্যালয়তে একটু বেশি দেরি করে ফেলেছিলেন। এখন প্যারি শহরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আপনি নবাগত সেটা জানেন না হয়তো। লর্ড ডেভিডেরও জানার কথা নয়, কিন্তু মসিয়ঁ আঁদ্রে, এতদিন প্যারি শহরে বাস করেও যে উনি অমনধারা অসতর্ক হলেন, এ সত্যিই আপসোসের কথা।"

এই সময়ে প্রাতরাশের ঘর থেকে একটা গোলমাল শোনা যেতে লাগল যেন। উত্তেজিত ভাবে কথা কইছে যেন সবাই মিলে; আমেলিয়ার স্বর শোনা গেল—সে স্বরে যেন ভীত চকিত আর্তনাদ একটা।

রাসেল ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন সেই ঘরের উদ্দেশে, অত্যন্ত ধীর শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে তাঁর গতিরোধ করল এই রহস্যময় আগন্তুক—"আপনি ওঁদের কাছে যাচ্ছেন, যান। কিন্তু গিয়ে ওঁদের বলবেন কী আপনি? যে-কথা বললে লর্ড ডেভিডের সম্বন্ধে ওঁদের দুশ্চিন্তার অবসান হতে পারে, সে কথা তো আপনি জানেন না এখনো! অথচ তাই বলবার জন্যই আমি এসেছি আপনার কাছে। এক সেকেন্ড দেরি করে সেটা শুনে গেলে ভাল হয় না?"

ও ঘরে গোলমাল বেড়েই চলেছে, কিন্তু রাসেল এখানে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে। সত্যিই তো! কিছু তো তাঁর বলবার নেই ওদের কাছে। অথচ এই লোকটা না কি—

www.BanglaBook.org

তিনি কাতরভাবেই বললেন—"আপনি যা জানেন, তা চটপট বলে ফেললেই ভাল হয় না কি? দেখছেন ওঁরা—"

"অস্থির হয়েছেন! হওয়া স্বাভাবিক। মাঝখানে রাতটা না থাকলে অনেক আগেই অস্থির হতেন ওঁরা। তা যাক, আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি তাহলে। আপাতত আপনি গিয়ে এই কথা বলে ওঁদের আশ্বস্ত করে আসতে পারেন যে ভদ্রলোক দুটি নিরাপদেই আছেন, এবং এমন সব লোকের তত্ত্বাবধানে আছেন, যারা স্বেচ্ছায় তাঁদের কেশাগ্রেরও ক্ষতি কোনমতে করবে না। এইটুকু বলে আপনি যদি দয়া করে এখানে ফিরে আসেন, তাহলে আমি আপনাকে বলতে পারব যে তাঁদের ফিরিয়ে আনবার জন্য ঠিক কী কী এখন আমাদের করা দরকার।"

মিস্টার রাসেলের ঠিক সেই মুহূর্তে ইচ্ছা হচ্ছিল যে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাতে এই সপ্রতিভ বদমাশটার ইয়ারকি তিনি ঘুচিয়ে দেন, দিয়ে তাকে তক্ষুণি পুলিশের হাতে সঁপে দেন। কিন্তু তাতে হিত হবে না উলটো ফল হবে, তা অত তাড়াতাড়ি বুঝে ওঠা তো তাঁর মত ক্ষুরধার বুদ্ধির লোকের পক্ষেও সহজ নয়। অথচ অগ্রপশ্চাৎ ভালভাবে না ভেবে কোন কাজ করবার মত শিক্ষা-দীক্ষা অভ্যাস রাসেলের নয়। উদ্যত ক্রোধটাকে নিঃশব্দে হজম করে তাই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, ওদিককার আর্তনাদ থামাবার জন্য।

সেখানে সব লণ্ডভণ্ড ব্যাপার তখন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় লেডী রাচেল মূর্ছিতের মত কৌচের উপর ঢলে পড়ে আছেন। ডেভিডের ঘরে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে ডেভিড ঘরে তো নেই-ই, রাত্রে সে যে আদৌ ঘরে ফেরেনি, তারই লক্ষণ চারিদিকে স্পষ্ট। বিছানায় কেউ শোয়নি সারা রাত, তা চাদরের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। গেলাস রয়েছে টিপয়ের উপর উপুড় করা, পাশে শেরীর বোতল। ঘুমের জন্য তৈরি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে এক গেলাস শেরী বা শ্যাম্পেন বা কলারেট বা ঐ জাতীয় অন্য কিছু এক চুমুকে গলাধঃকরণ করা ডেভিডের আজ তিন-চার বছরের অভ্যাস। কালকের বোতল পরিপূর্ণ রয়েছে, গেলাসে নেই এক ফোঁটা পানীয়ের চিহ্ন। না, ডেভিড কাল রাত্রে আসেনি।

ডেভিডের নিজস্ব ভৃত্য ডিক্সনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, "আমি তো কাল রাত্রে মালিকের জন্য বসে বসে শেষকালে কখন মেঝেতেই ঘুমিয়ে

www.BanglaBook.org

পড়েছিলাম এই করিডোরে। সকালে ঘুম ভাঙতেই ভাবলাম—উনি এসে আমাকে ঘুমন্ত দেখে আর জাগাননি। নিজেই জামা-টামা খুলে নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছেন। লজ্জা পেয়ে ওঁর কামাবার জল গরম করতে গিয়েছিলাম, যাতে উঠলেই ওঁর সামনে ধরে দিতে পারি। তা এই দেখুন গরম জলের বাটি আমার হাতেই রয়েছে।"

একবার আঁদ্রের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখবার কথা ডিক্সনই বলেছিল। তা নইলে লেডী রাচেলের মাথায় ওটা আসত না সেই মুহূর্তে। তা ডিক্সন দিয়েছিল উঁকি। এবং সেঘরেও যে রাত্রে কেউ শয়ন করেনি, তা সে জোর গলায় বলেছে লেডী রাচেলকে।

অতঃপর রাচেল গড়াতে গড়াতে প্রাতরাশের ঘরে এসেছেন ফিরে। তাঁর মুখের ছাড়াছাড়া হতাশার বাণী থেকে আমেলিয়া শুধু এইটুকু বুঝেছে যে তার ভাবী স্বামী হোটেলে ফেরেইনি রাতের বেলায়। নিঃসন্দেহে গুণ্ডার হাতে পড়ে রাত্রেই তার জীবনান্ত হয়েছে। এইটুকু মাত্র মাথার ভিতর যেতেই আর্তনাদ করে উঠেছিল আমেলিয়া যার প্রতিধ্বনি ড্রয়িংরুমে বসেও রাসেল স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন।

রাসেল ঘরে আসতেই লেডী রাচেল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। ফুঁপিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকল আমেলিয়াও। আর বিয়াঁকা, আগে থেকেই স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে ছিল আমেলিয়ার নাকে। এবার আমেলিয়ার নাক রুমালে চাপা পড়তে দেখে শিশিটা নিজের নাকের ডগায় ধরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগল।

প্রাতরাশের নয়নমনোলোভা ভোজ্য ও পানীয়গুলি থরে থরে সাজানো রয়েছে টেবিলে। যারা খাবে তাদের ভিতর দু'জন গুণ্ডার কবলে, দু'জন রোরুদ্যমানা, একজন স্মেলিং সল্টের ঘ্রাণ নিয়ে আসন্ন মূর্ছাকে প্রতিহত করবার দিকেই সচেষ্টা। রাসেল বিবেচনা করলেন আন্তরিক শোক থাকুক বা না থাকুক, শোকের অভিনয় তাঁকে করতেই হবে খানিকটা, রাচেল এবং আমেলিয়ার খাতিরে। এবং সে-অভিনয়ের জন্য যথাযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়ে নিতে হলে সর্বাগ্রে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। কারণ ক্ষুধায় উদর জ্বলে যাচ্ছে, শোকসূচক কোন কথাই মনে পড়ছে না মোটেই।

এক হাতে রাচেলকে কৌচে বসিয়ে দিতে দিতে অন্য হাতে তিনি একখানা

www.BanglaBook.org

আস্ত কেক মুখে পুরে দিলেন। সেটা তাড়াতাড়ি গিলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে সেই চেষ্টারই ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা ভাঙা সান্ত্বনার উক্তি ছাড়তে লাগলেন একবার রাচেলের, একবার আমেলিয়ার দিকে তাকিয়ে—

"লেডী রাচেল—কোঁৎ—ব্যাপারটা—কোঁৎ—কিছুই নয়। কোঁৎ—শুনছ—আমেলিয়া—কোঁৎ—আমি খুব ভাল খবর—কোঁৎ—পেয়েছি—কোঁৎ—যে ওরা—কোঁৎ—নিরাপদে—আছে।"

কেকটা সম্পূর্ণ গলার ভিতর চলে যেতেই তিনি এক পেয়ালা গরম কফি ঢেলে নিয়ে মুখে তুললেন সেটা। এত গরম যে তাকে গলায় ঢালবার আগে একটুখানি ঠাণ্ডা করে নেওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু তার সময় কই? ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করাটা সভ্যোচিত নয়, কিন্তু উপস্থিত সংকটের ক্ষেত্রে—

"শুনছ রাচেল—ঐ ঘরে যে লোকটা ফুঃ ফুঃ—সে বলছিল ফুঃ ফুঃ—দূর ছাই কফি ঠাণ্ডা হতে এত সময়ও লাগে—বলছিল যে ডেভিডেরা রাত্রে পথ ভুলে—ফুঃ ফুঃ—উঃ—কী গরম—তারা নিরাপদেই আছে। ফুঃ ফুঃ—ঠিক কোথায় আছে তা এক্ষুণি গিয়ে শুনতে পাব।"

কফিটা চলনসইরকম ঠাণ্ডা হয়েই এসেছিল। তিনি চোঁ চোঁ করে সেটা গিলে ফেললেন নিতান্ত অভব্যজনের মত, তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমাদের কান্না শুনে একবারটি তোমাদের আশ্বস্ত করতে এসেছি জরুরি কথা না শুনেই। তোমরা ততক্ষণ খেয়ে নাও, আমি শুনে আসি সমস্ত ব্যাপারখানা। আমার খাবারটা থাকে যেন, আমি তো কিছুই খেলাম না। এত ব্যস্ত হয়ে আছে মনটা ডেভিডের জন্য—"

থরে থরে সাজানো ভোজ্যপেয়গুলির দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রাসেল মশাই ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢুকলেন—অলক্ষুণে আগন্তুকের মুখ থেকে ডেভিডদের ব্যাপারটা ষোল-আনা শুনবার জন্য।

মাই গড্! বাই জোভ! হোলি ভার্জিন!—ড্রয়িংরুমে ঢোকামাত্র রাসেলের মুখ থেকে নানারকম দিব্যি একসাথে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল একেবারে। ঘরে জনপ্রাণী নেই। নেই সে দুশমন-চেহারা লম্বা লোকটা। একদম হাওয়া হয়ে গিয়েছে। টেবিলের উপর একখানা চিঠি।

এ সে আগের চিঠিটা নয়। এটা অপেক্ষাকৃত লম্বা, এর হাতের লেখাও আলাদা। চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়লেন রাসেল—

www.BanglaBook.org

"ব্যাঙ্ক অব্ লন্ডনের প্যারি ব্রাঞ্চে আপনার মাত্র পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড আমানত আছে, খবর পেলাম। আপনারা যদি লন্ডনে ফিরে যান দুই-এক দিনের মধ্যেই, এখানকার হোটেলবিল, পথ-খরচা ইত্যাদি বাবদ শ'পাঁচেক পাউন্ড দরকার হতে পারে। বাদবাকি সাড়ে উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে রাত বারোটার সময় সেইন নদীর তিন নম্বর পুলের উত্তর মাথায় দাঁড়িয়ে থাকবেন একটা কালো ওভারকোট গায়ে দিয়ে, সে-কোটের বোতামে লাগানো থাকবে একটা সাদা ফুল। সেখানে এসে যে লোক আপনাকে ডাকবে, নিঃসংকোচে তার সঙ্গে যাবেন। ভয়ের কিছুই নেই আপনার। কিন্তু ভয় দেখাবারও চেষ্টা করবেন না। পুলিশে খবর দিলে লর্ড ডেভিডকে আর চোখে দেখতে পাবেন না।

অ্যালারিক দ্য গথ।"

সর্বনাশ! অ্যালারিক দ্য গথ? তারই হাতে পড়েছে ডেভিড? হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়ে গলগল করে ঘামতে লাগলেন রাসেল।

সারা ফরাসীদেশে, বিশেষ করে রাজধানী প্যারিতে, প্রায় বিশ বৎসর ধরে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে আসছে ছদ্মনামধারী এক বিবেকহীন দস্যু। ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর লুণ্ঠনকারীর নামের মর্যাদা ভালভাবেই রক্ষা করতে পেরেছে লোকটা। ফ্রান্সের রাজশক্তির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে এ নিজের কাজ নির্ভয়ে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে চিরদিন; এত শক্তিমান হয়ে উঠেছে লোকটা যে তাকে কোনদিন ধরে এনে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো যাবে, এমন ভরসাও আর পুলিশের নেই। নিত্যনৈমিত্তিক এবং অপরিহার্য এই উৎপাত যেন শহরের লোকেদের গা-সহা হয়ে গিয়েছে, যেমন হয়ে গিয়েছে ক্ষয়রোগ বা প্লেগ বা ঐ রকমের অন্য কোন প্রাণঘাতী ব্যাধি। সব সময়ে সবাই যে ওর আক্রমণে মারা পড়বে, তা নয়। তবে যার উপর যখন দৃষ্টি পড়বে অ্যালারিকের, তার আর নিস্তার নেই।

আইনজীবী মানুষ রাসেল, দেশবিদেশের সব খবরই রাখেন। বিশেষ করে খবর রাখেন আইনভঙ্গকারী দস্যুতস্কর জালিয়াতদের। সেই হিসাবেই অ্যালারিক দ্য গথের কুকীর্তির কথা দফায় দফায় রাসেলের কানে গিয়েছে বইকি! গত বিশ বৎসর ধরে যাচ্ছে। এবার প্যারিতে আসামাত্রই যে সেই দুর্ধর্ষ দস্যুর সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হল, এ একটা নিদারুণ দুর্ভাগ্য বইকি!

www.BanglaBook.org

পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ব্যাঙ্কে আছে তাঁর, এ খবর রাখে ঐ দস্যু। অর্থটা যে তাঁর নয়, তাঁর নামে গচ্ছিত রয়েছে পেমব্রোকের আর্লের অর্থ, পেমব্রোকের বর্তমান কাউন্টেস আমেলিয়ার ইওরোপ সফরের ব্যয়নির্বাহ করার জন্য, তাও কি জানে সে? জানে কি একথা যে উক্ত কাউন্টেসও এই হোটেলে বর্তমানে অবস্থান করছেন এবং সময়ে-অসময়ে নগর ভ্রমণে বেরুচ্ছেন একটি মাত্র সহচরী ঐ বিয়াঁকাকে সঙ্গে নিয়ে? তা যদি সে জেনে থাকে, তাহলে আরও কত সর্বনাশা বিপদে সে ফেলতে পারে, তার কল্পনাতেই আঁতকে উঠলেন রাসেল।

না, আর নয়। ইওরোপ সফর মাথায় থাকুক, এই আমেলিয়াকে এখন স্বচ্ছন্দে ইংলন্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে হয়। ভাগ্যিস অ্যালারিকের কবলে আমেলিয়াও পড়েনি ডেভিডের সঙ্গে। তা যদি পড়ত, তাহলে সর্বনাশের আর বাকি ছিল না কিছু। পেমব্রোকের জমিদারিটাই চেয়ে বসত নরাধম, আমেলিয়ার মুক্তিপণ।

দিতে হবে এই সাড়ে উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। পুলিশের সাহায্য নিতে গেলে লাভ হবে এই যে ডেভিডের প্রাণটি যাবে। অ্যালারিকের দস্তুর তাই।

দিতে হবে অর্থটা। দেওয়ার আগে আমেলিয়াকে অবশ্য জানাতে হবে। ভাবী স্বামীকে খালাস করে আনবার প্রয়োজনে এই বিপুল অর্থ সে জলে ফেলে দিতে রাজী হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আমেলিয়া সত্যই ডেভিডের অনুরাগিণী।

কিন্তু কী পরিতাপ! এই প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড—ইওরোপ ভ্রমণে ব্যয় করতে কী আনন্দটাই না পাওয়া যেত! মহাদেশের যেখানে যা কিছু সুন্দর আছে, দেখে শুনে কী অগাধ অভিজ্ঞতাই না সঞ্চয় করা যেত।

বৃথা আপসোস! অ্যালারিকের দাবি অলঙ্ঘ্য। চিঠিখানা হাতে করে রাসেল প্রাতরাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

* * * *

ঢং ঢং করে নোৎরদামের গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। এ-বাজনা বিশাল নগরীর দূরতম কোণ থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়। কাজেই সেইন নদীর তিন নম্বর

www.BanglaBook.org

পুলের উত্তর মাথায় দণ্ডায়মান কালো ওভারকোট-পরা ভদ্রলোকটিও যে এ-বাজনা শুনছেন, তাতে সন্দেহ করার হেতু নেই।

রাত বারোটাই বটে। একটা একটা করে গুনেছেন রাসেল। কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু গুনেছেন। ভয়াবহ বিপদের মুহূর্তে মানুষে অমনি তুচ্ছতম বস্তুর উপরে মনোযোগ নিবিষ্ট করে আসন্ন সংকটের কথা যতক্ষণ সম্ভব ভু ; থাকার চেষ্টা করে।

রাত বারোটা। রাসেল যথাসময়েই এসে দাঁড়িয়েছেন নির্দিষ্ট জায়গায়। পকেটে সাড়ে উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। কেতায় কেতায় ব্যাঙ্কনোট। একবার ভয় হয়েছিল—এত রাত্রে এত অর্থ পকেটে নিয়ে একা তিনি এমন বিপজ্জনক জায়গায় এসে দাঁড়াবেন, অ্যালারিকের দলের লোক নয়—এমন কোন দস্যুও তো তাঁর উপর চড়াও হয়ে অর্থটা কেড়ে নিতে পারে! তাহলে তো দু'দিকেই সর্বনাশ হবে। সর্বস্ব তো যাবেই, ডেভিডের উদ্ধারও হবে না।

কিন্তু সে ভয় স্থায়ী হয়নি। অ্যালারিকের পত্রে পরিষ্কার লেখা ছিল—"ভয় করবেন না।" এ থেকে রাসেল ধরে নিয়েছেন সকল রকম ভয় থেকে যাতে তিনি নিরাপদ থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা এই রাতটার জন্য অ্যালারিকই করবে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কে গিয়ে অর্থ যখন তুলবেন তিনি, তারপর থেকেই অ্যালারিকের চরেরা অদৃশ্যভাবে বেষ্টন করে থাকবে তাঁকে। কারণ, অর্থ তো অ্যালারিকেরই অর্থ, গেলে অ্যালারিকেরই যাবে।

না, ভয়টাকে তিনি আমল দেননি। কিন্তু মন থেকে অস্বস্তিটাকেও ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। সেইজন্যই অন্যমনস্ক থাকবার চেষ্টা করছেন। নোৎরদামের ঘড়ির বাজনা শুনেছেন। সে-বাজনা শেষ হতে এখন গুনতে শুরু করেছেন—জাহাজের আলো। সেইনের জলে সারি সারি জলযান নঙ্গর ফেলে আছে। প্রত্যেকের মাস্তুলে একটা করে জোরালো আলো! এক, দুই, পাঁচ, দশ, সতেরো, একুশ—

"নমস্কার মশাই, রাতটা বেশ আরামের, কী বলেন?"—সম্ভাষণটা উচ্চারিত হল রাসেলের কানের কাছেই।

রাসেল চমকে উঠেছিলেন, সংযত হলেন। এই তাহলে অ্যালারিকের লোক। এ কি অর্থটা নিয়ে নিতে চাইবে এক্ষুণি? দিতে তাঁর আপত্তি নেই, আর আপত্তি করলেই বা শুনছে কে? কিন্তু অর্থের বিনিময়ে ডেভিডের মুক্তি চাই, এবং

www.BanglaBook.org

আঁদ্রেরও। তাদের তো দেখা যাচ্ছে না এ-লোকটির সঙ্গে। সেতুর উপরে আলো আছে, সে-আলোর দৌলতে এ-স্থানটাতেও অন্ধকারটা ফিকে। রাসেল ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন এর সঙ্গে তো নয়ই, ধারে কাছেও কোথাও অন্য লোক দেখা যায় না।

নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার জানিয়ে রাসেল বললেন, "ফরাসীদেশের বসন্তরাত্রি, আরামের না হবে কেন?"

"আসুন তাহলে—দুজনে একটু বেড়ানো যাক। বেশি দূর নয়। বন্ধুর বাড়ি পর্যন্ত। যে-বন্ধুর পত্র আপনি পেয়েছেন সকালে।"

ওঃ, বটে! বন্ধু নয় আবার? একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুখে রাসেল শুধু বললেন—"তা বেশ চলুন। অনেক দূর না কি?"

"না, এমন কী আর দূর? ঘণ্টাখানিক হাঁটলেই—না, না, কষ্ট হবে না আপনার। আমি হাত ধরেই নেব কি না আপনার। চোখে তো দেখতে পাবেন না, হাত ধরে না নিলে পথ চলবেন কেমন করে?"

"চোখে দেখতে পাব না?"—অজানা ভয়ে শিউরে উঠলেন রাসেল, চোখ কানা করে দেবে না কি?

"মানে—ওখানে যাঁদের নিমন্ত্রণ হয়, চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়াই রীতি কি না। যদি কিছু মনে না করেন—"

বলতে বলতে একটা কালো কাপড় দিয়ে লোকটা রাসেলের দু'চোখ পলকের ভিতর বেঁধে ফেলল। রাসেল বাধা দিলেন না।

তারপর শুরু হল সুদীর্ঘ যন্ত্রণা। রাস্তা অসমান। কোথাও গর্ত, কোথাও উঁচু পাথর। পায়ে পায়ে পা ভাঙবার আশঙ্কা। সঙ্গের লোকটি—হাত ধরেই নিয়ে যাচ্ছে বটে রাসেলের। যখনই সম্ভব, আগে থাকতে সতর্কও করে দিচ্ছে, কিন্তু রাত্রিবেলা তো। সব জায়গায় আলোও নেই পথে। ঠোক্কর খেতে খেতে পা ব্যথা হয়ে গেল রাসেলের।

অবশেষে মনে হল—পথটা শেষ হয়েছে এক ধাপ সিঁড়ির মাথায়। "নামুন"—বলে রাসেলের সঙ্গী ধীরে ধীরে নেমে গেল একে একে পাঁচটা ধাপ। তার পাশে পাশে রাসেলও নামছেন।

সিঁড়ির পরে ঢালু রাস্তা। বদ্ধ বাতাস এখানে। চোখ-বাঁধা রাসেলের মনে হচ্ছে—এটা বোধহয় পাতালরাজ্য।

www.BanglaBook.org

চারদিকে শোনা যায় চাপা গুঞ্জন, ক্বচিৎ চাপা হাসিও। চোখের পট্টির ভিতরে আলো ঢুকছে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে রাসেলের চোখের বাঁধন খুলে দিল তাঁর সঙ্গী। উজ্জ্বল আলোতে চোখে ধাঁধা লাগল রাসেলের।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। রাসেল ধীরে ধীরে সমগ্র পরিবেশটা পর্যবেক্ষণ করছেন।

দুদিকে দুটো বড় আলো জ্বলছে। পেমব্রোকদের প্রাসাদে বড় দরবার ঘরটাতে যে ধরনের সুবৃহৎ শৌখিন আলো দেখেছেন রাসেল, তার চেয়েও যেন দীপ্তি বেশি এই দুটি আলোর। ঘরে যেন দুপুরের সূর্য জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আর তারই আলোকে ঝলমল করছে দামী সব আসবাব, হাতির দাঁতের সোফা একখানা, আবলুস কাঠের আলমারি, পালিশ-করা ওক কাঠের ভারী ভারী কেদারা। ঘরের ছাদ আর দেয়াল সোনালী আর নীল রঙে রাঙানো। মেঝেতে কালো আর সাদা মার্বেল পাথরের চতুষ্কোণ ফলক গাঁথা।

ভূগর্ভের অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে আচমকা চোখের উপর এই আলাদিনের রত্নগুহা ফুঁড়ে উঠতে দেখেও রাসেল তত অবাক হননি, যতটা তাঁকে হতে হল হাতির দাঁতের সোফার উপর আরামে উপবিষ্ট মানুষটিকে দেখে। মধ্যবয়সী দীর্ঘাকার এই পুরুষটিকে বোর্বোঁদের রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিলেও বেমানান হত না! অতি সুন্দর আভিজাত্যপূর্ণ এর চেহারা। তেমনি মহামূল্য পরিচ্ছদে আবৃত এর দেহ।

পরিবেশটি কোন ফরাসী মার্কুইসের গৃহের উপযোগী হলেও আসলে গৃহটি যে দস্যুর আড্ডা, তার একটি মাত্র পরিচয় চোখে পড়ল রাসেলের। একটি ছোট্ট পিস্তল পড়ে আছে দস্যুপতির সুমুখে এক রৌপ্যখচিত কালো আবলুসের টুলের উপরে।

যে লোকটি নদীর ধার থেকে রাসেলকে হাত ধরে এত দূরে নিয়ে এসেছে, চোখের বাঁধন খুলে দিয়েই সে নিঃশব্দে অন্তর্ধান করেছে। চারদিকে তাকিয়ে রাসেল দেখলেন—ঘরে দস্যুপতি আর তিনি ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই।

তাজ্জব কাণ্ড! দস্যুপতি উঠে দাঁড়িয়ে রাসেলকে সম্ভাষণ করল—"আসুন, মিস্টার রাসেল, গুড ইভনিং বা গুড মর্নিং বললেই বোধ হয় সংগত হয়, কারণ রাত একটা বেজে গিয়েছে। এই চেয়ারটা নিন।" নিজের সোফার

www.BanglaBook.org

অদূরে অবস্থিত একখানা গদিওয়ালা আসনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল দস্যুপতি।

রাসেল বসলেন, বসল দস্যুপতিও। "করমর্দনের জন্য আমি হাত বাড়াইনি। সেটা বর্বরতার দরুন নয় মিস্টার রাসেল। দস্যুর সঙ্গে করমর্দনে আপনার রুচি না থাকতে পারে এই চিন্তাই মনে জেগেছিল আমার। কিন্তু যাক ওসব বাজে কথা। অর্থটা আগে দিন, তারপর দু'একটা কাজের কথা আলোচনা করব।"

এইবার প্রথম কথা বললেন রাসেল, ভিতরের পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন—"লর্ড ডেভিড ও মসিয়ঁ আঁদ্রেকে আমি সঙ্গেই নিয়ে যেতে পারব তো?"

"যদি ইচ্ছা করেন।"—হাত বাড়িয়ে তাড়াটা নিয়ে দস্যুপতি বলল—"যদি ইচ্ছা করেন, তা নিয়ে যেতে পারেন বইকি! তবে আমার পরামর্শ যদি নেন, সে চেষ্টা আপনি করবেন না। ওরকম দুটো অপদার্থ যুবক আপনার মত প্রবীণ ভদ্রলোকের যোগ্য সঙ্গী নয়। পুলিশ ওদের ধরতে পারে শেষ রাত্রে রাস্তায় দেখলে। সেই সঙ্গে আপনিও ধরা পড়েন, এটা আমার ইচ্ছা নয়। আমি বরং ওদের আমার লোক দিয়ে আলাদাভাবে হোটেল বোর্বোঁতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি ভাববেন না, আপনি পৌঁছোবার আগেই ওরা হোটেলে পৌঁছে যাবে।"

কথা বলতে বলতে টুলের উপর থেকে একটা সোনার ঘণ্টা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে লাগল দস্যুপতি। অতি মিষ্টি টুংটুং ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘরের ভিতরটা। আর সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা পর্দা সরিয়ে সুন্দরী এক রমণী এসে হাত বাড়িয়ে দিল সর্দারের দিকে। সর্দার নোটের তাড়াটা চালান করে দিল সুন্দরীর হাতে।

"আমার সেক্রেটারি আইরিন"—বলল দস্যুপতি—"আইরিন এত রাত্রে অতিথি সৎকারের কী বন্দোবস্ত তোমার আছে, বল দেখি।"

"দেখছি"—বলে মৃদু হাসি হাসল আইরিন, তারপর পিছন ফিরতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল আর একবার—"আমাদের তরুণ অতিথিদের বিদায় দেবার ব্যবস্থা কি এখুনি করতে হবে?"

"যদি তাঁরা রাতটা এখানেই কাটিয়ে যেতে না চান। 'ওয়াই' যেন না যায় তাঁদের সঙ্গে, সে একবার এইমাত্রই ঘুরে এল কিনা।"

www.BanglaBook.org

আইরিন চলে যাচ্ছিল, নিজেই ফিরে এল আবার—"সাত-নম্বর ঘরে 'এক্স' অপেক্ষা করছে একটি শিশুকে নিয়ে।"

"শিশু?"—মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল দস্যুপতির, "আমি যে নিষেধ করে দিয়েছিলাম যে—আচ্ছা, মিস্টার রাসেলের সঙ্গে কাজ শেষ করে আমি এক্স-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করছি। সে যেন ইতিমধ্যে বেরিয়ে না পড়ে। আর বাচ্চাটার যাতে কোন কষ্ট না হয়—"

একটা রহস্যময় দৃষ্টি ফুটে উঠল আইরিনের চোখে। কিন্তু কথাটি না বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার চোখের সে-দৃষ্টি কিন্তু দস্যুপতির নজর এড়ায়নি, সে রাসেলের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত করুণ হাসি হাসল। "আইরিন আমার কাছে বহুদিন আছে কিনা, অতীতের অনেক কথাই জানে। শিশুদের কষ্ট আমি আগে গ্রাহ্য করিনি কোনদিন, বরং রাগের বা লোভের বশে ইচ্ছা করেই কষ্ট দিয়েছি অনেক শিশুকে। কষ্ট কী রকম জানেন? অমানুষিক কষ্ট—"

এইটুকু বলেই অ্যালারিক—হাঁ, এই দস্যুপতিরই পোশাকী নাম অ্যালারিক দ্য গথ—মাথা নিচু করে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মিস্টার রাসেল ভদ্রলোকও কাজে কাজেই নিশ্চুপ। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে তাঁকে কোন্ কাজের জন্য দস্যুপতি এখানে বসিয়ে রেখে এই সব অপ্রাসঙ্গিক কথা শোনাচ্ছে।

আইরিনই ফিরে এল সোনার রেকাবে মার্মালেড আর সোনার পেয়ালায় ধূমায়িত কফি নিয়ে—"আর যে সব খাবার আছে, তা এত রাত্রে এই প্রবীণ ভদ্রলোককে দিতে সাহস হল না, হজম হবে না বলে। শেরী বা শ্যাম্পেন যা খান—সে তো এই ঘরেই রয়েছে—"

"হ্যাঁ, সে সব আমিই দিতে পারব এখন"—হাসিমুখে জবাব দিল অ্যালারিক। আইরিন প্রস্থান করল।

"নিন। কফিতে চুমুক দিতে দিতে একটা গল্প শুনুন মিস্টার রাসেল।"

"গল্প?"—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন রাসেল।

"হ্যাঁ, গল্পই তো। গল্প শোনাবার গরজ না থাকলে আমি আপনাকে কষ্ট দিয়ে এত দূর আনালাম কেন এই রাত্রে? অর্থটা তো ওয়াই সেইন নদীর ধার থেকেই নিয়ে আসতে পারত।"

"তা বটে। তাহলে বলুন গল্প"—রাসেল সত্যিই কাঁটা দিয়ে এক টুকরো মার্মালেড মুখে তুললেন। রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়ায়, এত দূর হেঁটে এসে ক্ষুধারই উদ্রেক হয়েছে একটু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"শুনুন। প্রথম জীবনে আমি ছিলাম সাধু কিন্তু গরিব। চাকরি করতাম সমুদ্রের ওপারে, এক মস্ত বড় জমিদারের শিকার-মহলে। ছয় মাইল লম্বা, চার মাইল চওড়া সযত্নরক্ষিত বনে শুধু হরিণ আর হরিণ। চব্বিশ বর্গমাইল জায়গা উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে দুর্লঙ্ঘ্য করে ঘেরা। তার ভিতর অন্তত দু'হাজার হরিণ, আর হরিণ-চোরদের রুখবার জন্য আমরা মাত্র দু'ডজন পাহারাওয়ালা। জানেন তো, শিকার-মহলে মালিক ভিন্ন অন্য কোন লোকের প্রবেশ নিষেধ, হরিণ মারা তো মারাত্মক অপরাধ!

"হল কি জানেন—একদিন আমাদের মাথায় শয়তানী বুদ্ধি জাগল। একটা খানাপিনার উপলক্ষে গোটা চারেক হরিণ মেরে খেয়ে ফেললাম আমরা পাহারাওয়ালারা। বরাত মন্দ, ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে গেল। চাকরি গেল সব পাহারাওয়ালার। আমি কিন্তু শুধু চাকরি খুইয়েই রেহাই পেলাম না। আমি সর্দার পাহারাওয়ালা ছিলাম কিনা। সাজাও পেলাম অনেক বেশি। মালিকের হুকুমে আমাকে চাবুক মারা হল বিশ ঘা।

"চাবুক মারা জিনিসটা কী রকম, বর্ণনা পড়েছেন হয়তো। কিন্তু চাক্ষুষ দেখেছেন কী? না দেখে থাকলে বুঝতে পারবেন না যে জিনিসটা কী ভয়াবহ, কত বীভৎস। একটা হেলানো কাঠামোর গায়ে আমাকে হেলানো ভাবে বেঁধে ফেলা হল উপুড় করে। তারপর অঙ্গের সমস্ত বসন খুলে নিয়ে ঘাড়ের নিচে থেকে ঊরুর নিচে পর্যন্ত ক্রমাগত সপাসপ ঘা পড়তে লাগল চাবুকের। চামড়ার চাবুক, সাঁই সাঁই শব্দে মাথার উপর ঘুরিয়ে এনে চাবুকদার যখন অপরাধীর গায়ের উপর আছড়ায়, তখন আঘাতে আঘাতে দেহের মাংস কেটে উঠে আসে চাবুকের চামড়ায় বেঁধে। রক্ত পড়ে গলগল শব্দে। অনেক লোক মরেও যায় বেশি চাবুক খেলে।

"আমার দেহ মজবুত ছিল। আমি মরে যাইনি। ছয় মাস অবশ্য বিছানায় পড়েছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম বটে, গায়ের ক্ষতচিহ্ন কিন্তু মিলিয়ে গেল না। বলেন যদি গায়ের কোট খুলে এক্ষুণি আপনাকে পিঠখানা দেখিয়ে দিই আমার।"

মিস্টার রাসেল প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—"না না, তার কোন দরকার নেই।"

অ্যালারিকের মুখে ফুটল করুণ হাসি—"আপনি পঁচিশ বছরের পুরনো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাবুকের দাগ দেখতে ভয় পাচ্ছেন? আপনার মনটা অসাধারণ কোমল দেখছি। এমন মন নিয়ে আপনি পেমব্রোকের আর্লদের চাকরি করছেন কেমন করে?"

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের ডগার মত আসন থেকে ছিটকে লাফিয়ে উঠলেন রাসেল। "কী বললেন? পেমব্রোকের আর্ল?"—একটা চিৎকারের মত বেরুলো তাঁর কণ্ঠ থেকে।

হাত তুলে তাঁকে নিরস্ত করল অ্যালারিক—"বেফাঁস নামটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। বলার মতলব ছিল না এক্ষুণি। যাহোক, গল্পটা শুনুন। শোনাতে লাভ আছে আপনার। অন্ততপক্ষে, কর্তব্য হিসাবেও আপনার শোনার দরকার আছে।"

কর্তব্য? বিড়বিড় করে রাসেল বললেন—"হ্যাঁ, শোনার দরকার আছে হয়তো। ঐ এস্টেটের বহু পুরনো উকিল হলেও এসব কথা আমার কানে আসেনি কোনদিন।"

"কেন আসবে?"—তিক্তস্বরে অ্যালারিক বলল—"আপনি হলেন লন্ডনবাসী উকিল, মফস্বলে কোথায় একটা হরিণ-চোর কীভাবে মার খেতে খেতে মরে যাচ্ছিল, মরেনি শুধু এক হাতুড়ে চিকিৎসকের কৃপায়, তা শুনিয়ে আপনার সময় নষ্ট করবে কোন্ নির্বোধ?"

রাসেল নির্বাক্। অ্যালারিকের এই উত্তেজনার মুহূর্তে চুপ করে থাকাই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। কী কথায় সে কতখানি আঘাত পাবে, কে জানে। আর তার হাতে যখন ডেভিডের এবং তাঁর নিজের জীবনমরণ নির্ভর করছে এই মুহূর্তে, তখন তাকে আঘাত দেওয়ার ফল তো মারাত্মকই হতে পারে!

অ্যালারিক বলে চলেছে, রাসেলকে শোনাবার জন্য, না নিজের বিবেকের কাছে সাফাই গাইবার জন্য, ঠিক বোঝা যায় না।

"সেই হাতুড়ে ডাক্তারটা নিছক পাতা-লতার রস মাখিয়ে মাখিয়ে আমার সেই দগদগে ঘাগুলো সারিয়ে তুলল। সে থাকত একটা গাড়িতে, সেই গাড়ির ভিতরেই আমি শুয়ে শুয়ে ছটফট করলাম ছয় মাস।"

"থাকত গাড়িতে?" অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করলেন রাসেল।

"মানে, বাড়িঘর ছিল না কিনা! জানোয়ারে টানা একখানা কাঠের গাড়িতে করে সে দেশের এ মাথা থেকে ও মাথা ভ্রমণ করে বেড়াত। একটু বোধ হয়

www.BanglaBook.org

পাগলাটে ছিল আমার সেই জীবনদাতাটি। তা শুনুন, যেদিন আমায় চাবুক মারা হল, ঘটনাচক্রে সেদিন ঐ হাতুড়ে শিকারমহলের পাশ দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। আমার সহকর্মীরা—যাদের চাকরি খেয়ে দিয়েছিল মনিব—আমার ক্ষতবিক্ষত দেহটা ধরাধরি করে যখন কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে এনে ফেলল, ঐ হাতুড়েই আমায় তুলে নিল তার গাড়িতে। বারবার হাতুড়ে হাতুড়ে করছি বলে মনে করবেন না যেন যে তার উপর আমার অশ্রদ্ধা আছে কিছু। নামটা জানি না তার। কোনদিন জানতে পারিনি। ছয় মাসের উপর ছিলাম তার আশ্রয়ে, ডাক্তার বলেই তাকে ডাকতাম। আর সে আমায় ডাকত ছেলে বলে—"সনি।"

রাসেল মাথা নাড়লেন। কফি ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কেক আর্ধেকটার বেশি উদরে যায়নি।

"সংক্ষেপ করি"—বলে অ্যালারিক—"কারণ এটা হল ভূমিকামাত্র। আসল গল্পটাই বলতে বাকি এখনও। দেশে বুঝি একটা গুঞ্জন উঠেছিল আর্লের কসাইবৃত্তির প্রতিবাদে। আর্ল রেগে গেলেন, নোটিস দিলেন ডাক্তারকে—'তোমার রোগী নিয়ে তুমি দূর হয়ে যাও এদেশ থেকে, নইলে তোমায় দেখে নেব।'

নিজের জন্য বোধ হয় নয়, আমারই ভবিষ্যৎ ভেবে ডাক্তার আমায় নিয়ে স্থানত্যাগ করল। কাজের মধ্যে আমি হরিণের তদারকই জানি তখন। তা, পেমব্রোকের ঘটনার পর কোন্ বড়লোক আর আমায় তার শিকারমহলে চাকরি দেবে? তাই ইংলন্ড ছেড়ে একেবারে ফরাসীদেশে চলে এল ডাক্তার। তারপর আর অল্পদিনই আমি তার সঙ্গে ছিলাম। সেই অল্পদিনেই আমায় কাজ চালানো রকম ফরাসী ভাষা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে।"

"আশ্চর্য লোক"—মন্তব্য করেন রাসেল—"তা তিনি এখন কোথায়?"

"খবর পাই না। গোড়ায় গোড়ায় অতি ক্ষীণ একটু যোগাযোগ ছিল, তারপর দস্যুসর্দার হিসাবে আমার নাম যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তিনিও সে যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন একটু একটু করে। এই দেশেই বনে-জঙ্গলে তাঁর গাড়ি নিয়ে তিনি এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছেন বোধহয়—যদি না মরে গিয়ে থাকেন, বা অন্য কোন অভাগাকে জীবনদান করতে গিয়ে কোন বড়লোকের শাসনে এদেশও ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়ে থাকেন।"

এতে আর রাসেলের বলবার কী থাকতে পারে? কেকের ভুক্তাবশেষ

www.BanglaBook.org

নিয়ে পিঁপড়েমহলে মহা শোরগোল লেগে গিয়েছে, তাই তিনি একমনে নিরীক্ষণ করছেন।

অ্যালারিক বলছে—"এইবার শুনুন আসল গল্প। এটা আপনাকে শোনানো দরকার বলে কেন আমার মনে হল, জানেন? আপনার ঐ লর্ড ডেভিডটি সেদিন আমার লোকদের হাতে ধরা পড়ার দরুন।"

"লর্ড ডেভিড?" শঙ্কিতভাবে রাসেল অ্যালারিকের দিকে চাইলেন।

"ছেলেটি একটি ক্লাউন। সার্কাসের ভাঁড় যেন একটি।" গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করে অ্যালারিক।

এ বিষয়ে কোন বাদানুবাদ করার ইচ্ছা নেই রাসেলের, কারণ ডেভিড সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও মত অনেকটা ঐরকম।

"কী যে সব হাস্যকর কথাবার্তা বলেছে এখানে এসে!" হেসেই ফেলে অ্যালারিক, "কথার ঢং শুনে মনে হয় ও সেই পেমব্রোকের জমিদারিতেই বসে আছে এখন।"

"বোকা"—বিড়বিড় করে সায় দেন রাসেল।

"অবশ্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। পরিচয় পেয়ে বরং লাভই হল আমার। সাধারণ ইংরেজ যুবকের মুক্তিপণ হিসাবে যেখানে পাঁচশো পাউন্ডের বেশি চাইতে পারতাম না, পেমব্রোকের কাউন্টেসের ভাবী স্বামীর জন্য সেখানে অনায়াসে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড দাবি করতে পারলাম। আমার লাভ হয়েছে অনেক। কিন্তু একটু চিন্তাতেও পড়েছি।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাসেল তাকালেন তার দিকে।

"এই কাউন্টেসটি কে? যাকে বিবাহ করতে যাচ্ছে ডেভিড?"

"আর্ল গুস্টেভের উত্তরাধিকারিণী। আর্ল তো অপুত্রক মারা যান। তাঁর নিকটতম জ্ঞাতিকন্যা ঐ আমেলিয়া।"

"আর্ল গুস্টেভ অপুত্রক মারা যান এ আপনি কেমন করে জানলেন?" অ্যালারিকের স্বর অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর।

রাসেল কী বলবেন, হঠাৎ বুঝতে পারেন না। কী যেন একটা ভয়ানক গোপন কথা এক্ষুণি তাঁর কানে এসে ঢুকবে, এমনি ধারণা হয় তাঁর। ভয় হয় সে কথা শুনতে, আবার কৌতূহলও হয়ে ওঠে অদম্য। তিনি শুধু উত্তর দেন, "একটিই ছেলে তো আর্লের ছিল, সে হারিয়ে যায়। অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি। কাজেই—"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কর্কশ হয়ে ওঠে অ্যালারিকের কণ্ঠস্বর—"কাজেই আপনারা সবাই ধরে নেন সেই হারানো ছেলে মারাই গিয়েছে। অমনি দূরসম্পর্কের জ্ঞাতিকন্যাকে ধরে এনে খাঁচার ময়নার মত যত্নে আদরে মানুষ করতে লাগলেন, তার বিয়ের জন্য একটা সার্কাসের ভাঁড়ের ব্যবস্থাও করে ফেললেন চটপট। ছিঃ ছিঃ—মিস্টার রাসেল, আপনি একজন বিচক্ষণ আইনবিদ্, এ-বন্দোবস্তের ভিতর কত বড় একটা গলদ রয়েছে, একবার ভেবে দেখলেন না? নিখোঁজ মানুষ মাত্রকেই কি মৃত বলে নেওয়ার বিধান আছে আইনে?"

"আপাত-ব্যবস্থা হিসাবে। তারপর নিখোঁজ মানুষটা যদি ফিরে আসে, আর সেই যে আসল মানুষ, তার প্রমাণ যদি মেলে—"

"নিখোঁজ মানুষ আসবে ফিরে, এবং প্রমাণও মিলবে। প্রমাণ আছে আমারই কাছে। আমিই চুরি করেছিলাম আর্ল গুস্টেভের পুত্রকে—কী নাম ছিল তার? গুইনপেলন বা গিয়েলুম। তার গায়ে তিন জায়গায় তিনটি জড়ুল আছে, ঠিক তিনটি জড়ুলের কথাই আর্ল তাঁর বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছিলেন ছেলে হারানোর পরে। তা ছাড়া, হারাবার সময়ে ওর গায়ে যে জামাকাপড় ছিল, তাতে পেমব্রোকদের বংশপরিচয় জোড়া সিংহ আঁকা রয়েছে, সে সব কাপড়ও আছে আমার কাছে, অর্থাৎ আমার জীবনদাতা ডাক্তারের কাছে—।"

রাসেল যেন পাথর বনে গিয়েছেন। একটি প্রশ্ন করবারও শক্তি তাঁর হচ্ছে না। নিষ্পলক চোখে তিনি অ্যালারিকের দিকে তাকিয়ে আছেন শুধু।

"ছেলেটা দুর্ভাগা, রাগের মাথায় আমি তার এমন ক্ষতি করে দিয়েছি যে সমাজে ফিরে গিয়ে সে আর নিজের যোগ্য আসন কোনদিনই অধিকার করতে পারবে না। কিন্তু তবু তাকে ফিরে যেতেই দেব আমি। বিকৃত বানর-বদন নিয়ে সে ইংলন্ডের অভিজাত সমাজে চলে ফিরে বেড়াক গিয়ে। অভিজাতেরা যে অনেকেই বানর স্বভাবের অধিকারী, একথাটা তাতে হয়তো পৃথিবীর লোকে ধারণা করতে শিখবে।"

রাসেল থেকে থেকে শিউরে উঠছেন—বানর-বদন? এর মানে কী?—প্রশ্ন করবার সাহসই হচ্ছে না তাঁর। কিন্তু অ্যালারিক নিজেই ব্যাখ্যা করে শুনিয়ে দিল সব কিছু। গিয়েলুমের মুখে সেই শৈশবেই সে অস্ত্রোপচার করিয়েছিল, তার পিতার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। সেই অস্ত্রোপচারের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে অভাগা বালকের মুখখানা যেন সদাই

www.BanglaBook.org

বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসছে। নিজে যত চেষ্টাই করুক—হাসির ছাপ মুখ থেকে মুছে ফেলতে সে পারে না। না, ভুল বলেছি। অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির জোরে এ-ধরনের বদনেরা কখনো কখনো মুখের হাসিকে সাময়িকভাবে অবলুপ্ত করে দিতে পারেও নাকি। তখন আবার সে মুখের চেহারা হয় ভয়াবহ।

রাসেল অনেক কষ্টে শুকনো গলা দিয়ে একটি মাত্র প্রশ্ন বার করলেন····· "সে অভাগা বালক কোথায় এখন?"

বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে অ্যালারিক বলল—"পরশু এই প্রশ্ন করলে আমি আপনাকে সঠিক উত্তর দিতে পারতাম। কারণ এক বাজিকর তাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য অন্য পাঁচটা খেলার সঙ্গে ঐ বিটকেল চেহারার ছেলেটাকে দেখিয়ে সে দু'পয়সা উপার্জন করবে। সবে গতকাল সেই বাজিকর এসে কেঁদে পড়েছে আমার কাছে। ছেলেটা নাকি তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেই গোলযোগের সুযোগে পালিয়ে গিয়েছে।"

"পালিয়ে গিয়েছে? ঠিক কোন্ জায়গায় বাজিকরের তাঁবু পড়েছিল সেই সময়?"—উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলেন রাসেল।

"আর্ডেনের অরণ্যে"—অ্যালারিক পালটা প্রশ্ন করে—"কেন? আপনি কি তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন?"

"করব না?"—বিস্মিত হয়ে অ্যালারিকের দিকে তাকান রাসেল।

"করা স্বাভাবিক। কারণ আপনার বিবেক আপনাকে বলছে যে দেখতে যত কদাকার এবং স্বভাবে যতই পশুর মত হোক, সে ছেলেটাই আর্ল গুস্টেভের পুত্র এবং আইনত উত্তরাধিকারী।"

"ঠিক। আমার বিবেকই বলছে আমাকে সে-কথা। কিন্তু আপনার বেলায়ও কি সেই কথাই খাটে? আপনিও কি বিবেকের বশবর্তী হয়েই আমাকে খবর দিয়েছেন ছেলেটির?"

অ্যালারিক একটুখানি ভাবল—"না, তা নয় বোধ হয়। আমার প্রতিহিংসার আগুন একেবারে নেভেনি এখনো। আমি যখন শুনলাম ঐ সার্কাসের ভাঁড়টার কাছে যে সেই হতে যাচ্ছে পেমব্রোকের আর্ল, আমার মনে হল রাগ। এ-ভাঁড়টা বিদ্যাবুদ্ধিতে যত নিকৃষ্ট হোক, চেহারায় একান্তই ভদ্রোচিত। আর্ল সেজে বসলে অন্য পাঁচটা আর্লের চাইতে একে মন্দ মানাবে না। পেমব্রোকের নাম

www.BanglaBook.org

শুনে অতঃপর সমাজের লোক হাসবে না তাহলে। তাহলে তো আমার প্রতিহিংসা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়! অথচ ঐ বিকৃতবদন মর্কটটাকে যদি আপনার হাতে তুলে দিতে পারি এবং সেই যে সত্যিকার উত্তরাধিকারী আর্ল গুস্টেভের পুত্র তা প্রমাণ করে দিতে পারি, তাহলে বুঝতে পেরেছেন কী হবে?"

কাতরকণ্ঠে রাসেল বললেন—"আর্ল গুস্টেভ পরলোক থেকেও লজ্জায় মাথা নিচু করবেন। মর্মদাহে জ্বলে পুড়ে মরবেন, বুঝতে পারছি। কিন্তু বুঝতে পেরেও সেই হতভাগ্য মর্কটের সন্ধান করতে আমি বাধ্য। কোথায় গেলে তাকে পাব? আর্ডেন অরণ্য কোন্ দিকে এই ফরাসীদেশের?"

"আর্ডেন অরণ্যে আপনাকে যেতে হবে না, সেই অভাগার সন্ধান এইখানে বসেই আমি জানতে পারব, এবং জানতে পারলেই আপনাকে আমি জানিয়ে দেব কথা দিচ্ছি। আপনার লন্ডনের ঠিকানা আমাকে দিয়ে যান।"

ওয়াই এসে সসংকোচে দেখা দিল এই সময়—"সর্দার। এক বুড়ো—নাম বলে উর্সাস—"

রাসেলকে এবং ওয়াইকে অবাক্ করে দিয়ে অ্যালারিক লাফিয়ে উঠল একেবারে। "উর্সাস? এতদিন পরে উর্সাস? কোথায় পেলি তাঁকে? কোথায় তিনি?"

"এই যে আমি, দস্যুসর্দার অ্যালারিক! সেই বহুদিন আগের পরিচিত হাতুড়ে ডাক্তারকে তুমি মনে রেখেছ দেখছি।"

"মনে রাখব না? জীবনদাতা! আমার জীবনদাতা!" বলতে বলতে দৌড়ে গিয়ে অ্যালারিক উর্সাসকে জড়িয়ে ধরল একেবারে।

চার

"অ্যালারিক! আমি তোমার কাছে বিচার চাইতে এসেছি।

উর্সাস এইভাবে কথা শুরু করতেই রাসেল চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রহস্যময় এই ডাক্তারের সম্বন্ধে তাঁর যতই কৌতূহল থাকুক, অ্যালারিকের সঙ্গে তার কথোপকথনের ক্ষেত্রে নিঃসম্পর্কীয় তিনি উপস্থিত থাকেন কি করে?

কিন্তু ইচ্ছা করলেই তিনি চলে যেতে পারেন না। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁর গতিবিধির স্বাধীনতা নেই, প্রকৃতপক্ষে অ্যালারিকের আড্ডায় বন্দী তিনি না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলেও নজরবন্দী নিশ্চয়ই। তবু উঠে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতি দস্যুপতির দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করলেন, যাতে তাঁর যাওয়ার আদেশ দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার প্রতি সে সজাগ হয়ে ওঠে।

অ্যালারিক কিন্তু আদেশ দিল না, ব্যবস্থাও করল না। শান্তভাবে বলল—"আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়নি। আমার এই উপকারী বন্ধুর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি। আপনি এখানেই বসুন।"

উর্সাসের হাত ধরে অ্যালারিক সেই পর্দা সরিয়েই ভিতরে ঢুকল। যে পর্দার আড়াল থেকে ইতিপূর্বে আইরিনের আবির্ভাব হয়েছিল দুই দুইবার। একা বসে রাসেল নানা চিন্তা করতে থাকলেন। ডেভিড আর আঁদ্রেকে তিনি এখনও চোখে দেখেননি, তারা কি হোটেল বোবোঁতে ফিরে গিয়েছে? না, এখনও আবদ্ধ আছে এই দস্যুপুরীতে? রাত্রি আর বেশি নেই, এই রাত্রির ভিতরেই হোটেলে ফিরে যেতে পারলে ভাল হত সকলের পক্ষে। সকালে রাস্তায় বেরুলে লোক জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা, এমনকি পুলিশের দৃষ্টিও তাঁর উপরে পড়তে পারে। তারা উপকার কিছু করতে পারবে না তো শুধু হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং তাঁদের ফরাসীদেশ ছেড়ে যাওয়ার পক্ষে বাধার আমদানি করবে একটার পর আর একটা।

চিন্তার জাল বুনেই চলেছিলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ সে জাল ছিঁড়ে গেল। আইরিন এসে ঢুকল ঘরে, একটি ছোট্ট বালিকার হাত ধরে।

এসেই রাসেলকে দেখে সে যেন ভারী অপ্রতিভ হয়ে গেল—"ওঃ, আপনি এখনও রয়েছেন এখানে! আমি বলি লর্ড ডেভিডদের সঙ্গে আপনিও বুঝি নিজের জায়গায় রওনা হয়ে গেছেন।"

"রওনা হয়ে গেলেই তো হত ভাল"—আক্ষেপের সুরে কথা কইলেন রাসেল—"যাহোক ডেভিড অন্তত রওনা হয়ে গিয়েছে, আপনার কথা থেকে এটা বুঝতে পারছি।"

"হ্যাঁ, তাঁরা রওনা হয়ে গিয়েছেন দু'জনেই। সঙ্গে হুঁশিয়ার লোক গিয়েছে, তাঁরা যে নিরাপদে হোটেলে পৌঁছোবেন—এটা ধরে নিতে পারেন অনায়াসে। কী সুন্দর মেয়েটি, দেখেছেন?"

রাসেল তাকিয়ে দেখলেন। সত্যিই মেয়েটি অসাধারণ রূপসী। এমন রূপসী মেয়ে রূপসীদের রাজধানী প্যারি শহরেও বেশি দেখা যায় না। বয়স দুই

www.BanglaBook.org

বছর হবে। কিছু আগে শিশু এবং বাচ্চা বলে একেই কি অভিহিত করেছিল আইরিন?

দামী পোশাক-পরা সুন্দরী বালিকাটি যে কোন বড় ঘরের মেয়ে, তাতে এক মুহূর্তের জন্য সন্দেহ করা যায় না। কেঁদে কেঁদে তার দুই চোখ লাল হয়ে গিয়েছে। আইরিনের হাত ধরে টলতে টলতে সে এসে ঘরে ঢুকল, ভয়ে ভয়ে এদিকে-ওদিকে চাইতে চাইতে। স্ফুরিত অধরে মাঝে মাঝেই শুধু অস্পষ্ট "মা, মা" ধ্বনি।

"আমাদের এক্স লোকটির মাথায় কিছু থাকে না। ছোট ছেলেমেয়েদের তুলে আনার কারবার যে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমাদের দলে, এমন দরকারী কথাটাও সে ভুলে মেরে দিয়েছে। এখন একে নিয়ে একশো ঝামেলা হবে। এক্সকে জিজ্ঞাসা করেছি, মেয়েটিকে সে নাকি রাস্তায় একা দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছিল। কে ওর বাপ-মা, কোথা থেকে ও এলো কিছুই জানে না এক্স। কী গেরো বলুন তো!"

রাসেলের একটু রসিকতা করার ইচ্ছে হল। বললেন—"তায় আর গেরো কী! এমন পরীর মত মেয়ে আপনার কাছেই মানুষ হোক না।"

আইরিন আঁতকে উঠল—"বলেন কী! আমরা ডাকাত মানুষ, কখন কোথায় থাকি, ঠিক নেই। মেয়ে পোষা কি আমাদের কাজ? আগের দিন হলে তো পত্রপাঠ বিক্রি হয়ে যেত। এখন আর কী হবে, রাস্তার মেয়ে আবার রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে।"

"বিক্রি করার রীতি বন্ধ হয়েছে বুঝি?" প্রশ্নটা করেই রাসেল বুঝতে পারলেন—খুব অন্যায় করে ফেলেছেন তিনি। আইরিনের মুখখানা কালো হয়ে গেল, চোখ ফেটে জল আসে বুঝি।

রাসেল কীভাবে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আইরিনই কথা কইল, "বন্ধ হয়ে গেল, আমার সন্তানটি মারা যাওয়ার পরে।"

খুবই করুণ উক্তি বটে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক নয়! আইরিনের সন্তান মারা যাওয়াতে দস্যুদলের লাভজনক একটা পুরাতন রীতি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে কেন? আইরিন তো দস্যুপতির সেক্রেটারি মাত্র! তবে কি—

হ্যাঁ, সন্দেহ হল রাসেলের—আইরিন শুধু সেক্রেটারি নয়, দস্যুপতির

www.BanglaBook.org

পত্নীও সম্ভবত। আইরিনের সন্তান, অ্যালারিকেরও সন্তান। এইভাবে জিনিসটাকে নিতে পারলে তবেই একটা যুক্তিসংগত অর্থ এর পাওয়া যায়।

কিন্তু এমনি ঘোরালো ব্যাপার, এ নিয়ে প্রশ্ন করা তো চলেই না, সোজাসুজি আলাপ-আলোচনা বা সমবেদনা জ্ঞাপনের বিদ্যেও রাসেলের মত চিরকুমার ব্যক্তির থাকার কথা নয়। তিনি শুধু বিড়বিড় করে বললেন—"তাই না কি? বড়ই দুঃখের কথা! বড়ই দুঃখের!"

এরপর আইরিন শুধু ঐ শিশুটিকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এতক্ষণ শুধু তার হাতখানিই ধরা ছিল আইরিনের হাতে। এইবার সে স্থান পেল আইরিনের কোলে। সেই সুখস্পর্শে কী মাদকতা ছিল, বাচ্চাটা ক্ষীণস্বরে আরও দুই-একবার "মা, মা" বলে ডেকে ঝটিতি ঘুমিয়ে পড়ল সেই কোলেরই উপরে।

আইরিন বোকার মত হাসল রাসেলের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হতেই। একটু আগেই অ্যালারিক বসেছিল যে হাতির দাঁতের সোফায়, তারই গদির উপরে আলগোছে মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে অপলকনেত্রে দেখতে লাগল তার ঘুমন্ত সুষমা। মরি মরি! মস্ত একটা শ্বেতপদ্মের মতই দেখাচ্ছে শিশুটিকে।

আইরিনের ধ্যানানন্দে ব্যাঘাত করতে প্রবৃত্তি হল না রাসেলের। তিনি চুপ করে রইলেন। ঘরে অখণ্ড নীরবতা। একটু অস্বস্তির ব্যাপার রাসেলের পক্ষে।

সে অস্বস্তির অবসান হল। অ্যালারিক প্রবেশ করল ঘরে, সেই উর্সাসেরই হাত ধরে। উর্সাসকে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিয়ে অ্যালারিক কলকণ্ঠে বলে উঠল—"মজা দেখ আইরিন, ইনি আমার কাছে বিচার চাইতে এসেছেন আমারই বিরুদ্ধে।" রসিকতা করতে গিয়ে তার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল আবেগে।

আইরিন চোখ তুলে তাকাল শুধু, প্রশ্ন করল না। অন্তর তার ভাবাবেগে ভরপুর, হঠাৎ কথা বেরুলো না বুঝি।

অ্যালারিকই ব্যাখ্যা করল নিজের উক্তির—"একটি ছেলেকে উনি কুড়িয়ে পেয়েছেন, তার মুখের উপর নিষ্ঠুরভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। উনি তো বুঝতে পারেননি যে কুকর্মটা আমারই! অন্য কোন দানব এ কর্ম করেছে মনে করে উনি এসেছেন আমার কাছে, অত্যাচারীর উপর হামলা করে যাতে অন্তত হতভাগ্য বালকের পরিচয়টা জেনে নিতে পারা যায়।"

এইবার রাসেলের দিকে তাকাল অ্যালারিক—"পরিচয়টা ওঁকেও বলব, আপনাকেও বলব। যার সম্বন্ধে খানিকটা আগে আলোচনা হচ্ছিল আপনাতে

www.BanglaBook.org

আমাতে—বাজিকরের তাঁবু পুড়িয়ে দিয়ে যে বালক আর্ডেন অরণ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে—"

প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন রাসেল—"সেই? সেই?"

অ্যালারিক গম্ভীর হয়ে গেল—"হ্যাঁ, সেই।"

নিজের সোফা শিশুর অধিকারে, কাজেই অ্যালারিককে বসতে হল অন্য আসনে। বসে কিছুক্ষণ নীরব রইল সে, তারপর হঠাৎ প্রতি কথার উপর জোর দিয়ে বলে উঠল—"ভুলেই গিয়েছিলাম পেমব্রোকের ঐ হতচ্ছাড়া বংশের কথা। মনে পড়ে গেল—হঠাৎ ঐ ডেভিডটার মুখে তার আত্মপরিচয় শুনে। ভাবলাম ঐ সংটাকে অতবড় উচ্চপদ লাভ করবার সুযোগ দেওয়ার চেয়ে গুস্টেভের হারানো ছেলেটাকে বাপের আসনে বসানো ভাল। তাই মিস্টার রাসেল, আপনাকে ডেকে আনা। একটু আগে বলছিলাম যে হারানো ছেলেটার সন্ধান কয়েকদিন আগেও আপনাকে দিতে পারতাম, আজ আর পারি না। কিন্তু এখন বলছি—"

রাসেলই তার অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করলেন—"বলছেন যে সে-বালক এই উর্সাস মশাইয়ের আশ্রয়ে আছে, এক নাক-মুখ-কাটা মর্কটের আকৃতি ধারণ করে। বলছেন যে পেমব্রোকের আর্লপদে সেই মর্কটকে অভিষিক্ত করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করে আপনি আমায় বাধিত করতে চান। ধন্যবাদ আপনাকে।"

রাসেলের কথার ভিতর তিক্ততার আমেজ পেয়ে অ্যালারিক একটি ক্রূর হাসি হাসল—"পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মুক্তিপণ আদায় করার আগে এই শুভ কথাটা আপনাকে জানালে, আপনি কি সে মুক্তিপণ দিতেন?"

রাসেল চমকে উঠলেন। এদিক দিয়ে এতক্ষণ তিনি বিষয়টা বিচার করেননি। সত্যই তো! ডেভিড আজ তো আর পেমব্রোকের কেউ নয়! নয় আমেলিয়াও। পেমব্রোকের এতটা অর্থ অকারণেই অপব্যয় হয়ে গেল তো!

তাঁকে সান্ত্বনা দিল অ্যালারিকই—"ঐ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড আপনি ডেভিডের মুক্তিপণ বলে বিবেচনা না করে গিয়েলুমের মুক্তিপণ ধরে নিন না! তাহলেই আর আপনার আক্ষেপ থাকবে না।"

"গিয়েলুমের আবার মুক্তিপণ! তার অতখানি অপূরণীয় ক্ষতি করবার পরেও আবার মুক্তিপণ চাইছেন?"—তিক্ত প্রশ্ন করলেন রাসেল।

"আর আমার যে ক্ষতি আর্ল গুস্টেভ করেছিলেন, তা বুঝি পূরণীয়!" অ্যালারিক হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

www.BanglaBook.org

রাসেল দস্যুপতিকে রাগিয়ে দিতে চাননি, কারণ তার খপ্পরের মধ্যে বসে তাকে রাগানো চূড়ান্ত বোকামির কাজ। হঠাৎ তাকে এভাবে তর্জন করে উঠতে দেখে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন, কথার জবাব দিতেই পারলেন না চটপট।

তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন অপরিচিত উর্সাস। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে নয়, কিন্তু কর্কশ, নীরস ভাষায় উর্সাস অ্যালারিককে বললেন, "অত্যাচার দিয়ে অত্যাচারের প্রতিকার হয় না। বিশেষ করে অসহায় শিশুর উপর অত্যাচার করার তো কোন সমর্থনই পাবে না কারও কাছ থেকে। তাছাড়া তোমার উপর যে নির্যাতন হয়েছিল, তা যতই সাংঘাতিক হোক, অপূরণীয় ছিল না। জামা খুলে দেখ, গোটাকতক অস্পষ্ট দাগ ছাড়া তোমার দেহে সে নির্যাতনের আর কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু এই অভাগা গিয়েলুম—মানুষের সমাজে গিয়ে দাঁড়াবারই যে উপায় তুমি রাখোনি তার! অথচ তোমার কাছে অপরাধ সে কিছু করেনি, করেছিল তার পিতা। এ-অপরাধের কি ক্ষমা আছে ভগবানের কাছে?"

অত বড় দুর্ধর্ষ দস্যু অ্যালারিক আর একটি কথা উচ্চারণ করতে পারল না। তার মাথাটা ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ল লজ্জায়? না, অনুশোচনায়?

উর্সাস কিন্তু নিবৃত্ত হল না। এবার তার দৃষ্টি পড়েছে সোফার উপর ঘুমন্ত ছোট্ট মেয়েটির উপরে। "ঐ যে আর একটি। তুমি না বলেছিলে যে ছেলেমেয়ে চুরি করার ব্যবসা তুমি ছেড়ে দিয়েছ, এটি তবে এল কোথা থেকে? অ্যালারিক! অ্যালারিক। আমার এখন অনুতাপ হচ্ছে যে তোমার জীবন-সংকটের কালে আমি শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম তোমাকে!"

অ্যালারিক যেন পাথর বনে গিয়েছে এই অবিরাম তর্জনের মুখে। তার সাহায্যে এগিয়ে এল আইরিন। উর্সাসের কাছে এগিয়ে এসে তার চেয়ারের পিঠে হাত রেখে সে দাঁড়াল—মিষ্টস্বরে, প্রায় কাকুতি করে বলল—"সর্দার, সত্য কথাই বলেছেন। ও-পাপ আমাদের দল থেকে অনেকদিন আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদেরই একটি নির্বোধ লোক—কী জানি কেমন করে সে নিষেধের কথা ভুলে গিয়ে এই মেয়েটিকে এনেছে আজ। তাও চুরি করে আনেনি, একা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল অনেকক্ষণ ধরে, একা ফেলে না এসে সাথে নিয়ে এসেছে। এখন একে কী করা যায়, সেই এক ঘোর সমস্যায় পড়েছি আমরা।"

www.BanglaBook.org

অ্যালারিক কি অন্তরের কথাই বলছে না? শুনতে কিন্তু বিদ্রূপের মত শোনাচ্ছে। সে বলছে—"আর কোন সমস্যা নেই গো! সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, তিনি এসেছেন। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত মুমূর্ষু যাঁর কোলে আশ্রয় পায়, বিকৃতমূর্তি হাস্যবদন ছোকরা পালাতে পালাতে যাঁর গাড়িতে গিয়ে ওঠে, এই ছোট্ট মেয়েটিও তাঁরই কাছে গিয়ে থাকবে। আমি? ডাকাতের জীবন কতক্ষণ? আজই রাজ-সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারি। তাছাড়া ডাকাতের প্রাণে সে স্নেহের অস্তিত্ব কোথায়, যা না থাকলে শিশুর সান্নিধ্য সহ্য করা যায় না? পিতা উর্সাস! আপনিই নিয়ে যান মেয়েটাকে। আপনার গাড়িতে বেশি ভিড় হবে না তাতে, কারণ আর্ল গিয়েলুম অচিরেই ইংলন্ড চলে যাবেন জমিদারির দখল নেবার জন্য।"

* * * *

কোথায় সে ভাগ্যহীন গুইনপেলন? আর কোথায় বা উর্সাসের বিখ্যাত নেকড়ের গাড়ি? যে-গাড়ি ছেড়ে প্রাণান্তেও উর্সাস এক ঘণ্টার জন্য দূরে যায়নি কোনদিন, আজ কি তা গিয়েলুমের মত বালকের জিম্মায় রেখে সে আর্ডেনের অরণ্য থেকে একেবারে প্যারির রাজধানীতে এসে হাজির হল?

না, তা নয়। গাড়িসমেত গিয়েলুম রয়েছে আর্মেন্তিয়ার জ্যাকস-এর বিচালি গুদামে। ঐ বিচালিওয়ালিটিও উর্সাসের কাছে নানাভাবে কৃতজ্ঞ। উর্সাসের এতটুকু কাজে লাগতে পারলে সে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

গিয়েলুমের চেহারা দেখে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে ভয়ে বিস্ময়ে। তার বিশ্বাস জন্মেছে যে এ-জীব কখনও স্বাভাবিক মানুষ হতে পারে না। মানব ও দানব উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন কোন একরকম প্রাণী। নিশ্চয় এঁর অলৌকিক শক্তি আছে নানাবিধ। একে তো আগে থেকেই উর্সাসের সম্বন্ধে এ-অঞ্চলের লোকদের একধরনের সংশয় ছিল চিরদিন, কে ও? কী কারণে ও বনে বনে মাঠে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়? কী জন্যই বা লোকালয়ে স্থায়িভাবে বাস করে না? ইত্যাকার সব অমীমাংসিত প্রশ্নের দরুন উর্সাসকে ভয়মিশ্রিত ভক্তির চোখে দেখত সবাই। সেই মনোভাবটাই আবার প্রবল হয়ে উঠল উর্সাসের সঙ্গে গিয়েলুমকে দেখে, যার মুখের চিরন্তন হাসি দেখলে নরকের রাজা লুসিফারের হাসির কথাই সাধারণ মানুষের মনে পড়বার কথা।

www.BanglaBook.org

জ্যাকস্-এর বিচালির গুদামটা বড়। তার ভিতরেই একাংশে স্থান পেয়েছে গাড়ি। গিয়েলুম তো গাড়ির ভিতরেই শয়ন করে। তার খাবার বলে দুখানা রুটি এবং এক কলসী জল কাছেই রেখে এসেছে উর্সাস, আর কিছু ফলমূল। আর হোমো? সে তো মাংস খাবে, তার আশেপাশে রাশি রাশি নানাজাতীয় মাংস।

কিন্তু, সবই ফেলে এসেছে উর্সাস, একটি জিনিস ফেলে আসেনি। যে-জিনিসটা চুরি যাওয়ার ভয়ে সে সাহস করে গাড়ি থেকে এক দণ্ডের জন্য দূরে যেতে পারেনি কোনদিন। সে একটি পুলিন্দা। তার মধ্যে আছে কতকগুলি কাগজ আর কাপড়। কাপড়গুলি আবার শিশুর পরিধেয়। এই পুলিন্দাটি গাড়ি থেকে বার করে সে নিজের বুকের ভিতর পুরে নিয়েছিল আর্মেন্তিয়া থেকে যাত্রা করার সময়।

অ্যালারিকের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যখন হল, তখন এই পুলিন্দাটি আস্তে আস্তে বার করল উর্সাস—"মনে পড়ে এই কাগজ আর কাপড়গুলির কথা? এগুলি আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে তুমি। সেই দীর্ঘ দিন আগে।"

প্রথমে একটা চমক খেল অ্যালারিক পুলিন্দা দেখে। তার পরে হাসল একটু—"মনে পড়ে বইকি। আমি কবে কোথায় যাই, আমার কাছে ও জিনিস থাকা নিরাপদ নয় বলে আপনাকে রাখতে দিয়েছিলাম। গিয়েলুম যে আর্ল গুস্টেভেরই পুত্র তারই প্রমাণ ওগুলি। আমি অবশ্য তখন গিয়েলুমের উপকারের জন্য ওদের ব্যবহার করব, তা ভাবিনি। ভবিষ্যতে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা করবার মতলবেই প্রমাণগুলি রক্ষা করেছিলাম। ইতিমধ্যে গুস্টেভও মারা গেলেন, আমিও মুক্তিপণের বিষয়ে হতাশ হয়ে প্রতিহিংসা নিলাম ছেলেটাকে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে।" অ্যালারিকের দীর্ঘশ্বাস তার আন্তরিক মনোবেদনারই পরিচয় দিল।

উর্সাস বলল—"তাহলে এখনও কি এগুলি আমার কাছে থাকবে?"

"না, ওগুলির দাম যার কাছে সবচেয়ে বেশি, যার কাছে থাকলে সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে প্রমাণগুলো, সে ব্যক্তি ভাগ্যবশে নিজে থেকেই আমাদের কাছে আজ উপস্থিত। এই মিস্টার রাসেলের কথা বলছি আমি। পুলিন্দাটা ওঁর হাতে দিয়ে দিন। গিয়েলুমকে আর্লরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ওগুলি একান্তই আবশ্যক।"

উর্সাস হাত বাড়িয়ে পুলিন্দাটা রাসেলের হাতে দিল।

রাসেল নিলেন বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে উলটেপালটে দেখতে লাগলেন

www.BanglaBook.org

জিনিসটা। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"সমস্ত ব্যাপারটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটছে এবং এমন নাড়া দিয়েছে আমার বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে যে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী হওয়া উচিত। সেটা যখন বুঝতে পারব তখনও প্রকৃত করণীয়টি আমি সত্যিই করে উঠতে পারব কি না, তাও সন্দেহের বিষয়।"

তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা দিল অ্যালারিক—"অবশ্য, অবশ্য। সংসারী লোক মাত্রেই এমন অবস্থায় সন্দেহে পড়বে। ডেভিডটা অপদার্থ হতে পারে, কিন্তু তার চেহারা ভাল। সে নাচতে জানে, তরোয়াল ধরতে শিখেছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমেলিয়া তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছে। তাকে আর্লপদে পাকাপাকি ভাবে বসিয়ে দিতে পারলে কেউ অভিযোগ করতে পারবে না যে একটা বেমানান ব্যাপার কিছু হল। কিন্তু গিয়েলুম—ওর কথা আলাদা। চেহারা তার একাধারে হাস্যকর ও ভয়াবহ, এক কথায় মানুষ বলে তাকে ধারণা করা খুব সহজ নয়। লেখাপড়াও সে নিশ্চয় কিছু জানে না, ডেভিডের চাইতেও হয়তো আকাট মূর্খ। নাচ? হ্যাঁ, বাজিকরের কাছে ছিল যখন, তারের উপর নাচ বোধ হয় সে শিখেছে। কিন্তু ক্লাবে-মজলিসে লর্ড-লেডীরা যে-নাচ নাচেন, সে তো তারের নাচ নয়! আমেলিয়া নিশ্চয়ই ডেভিডকে ত্যাগ করে আমাদের এই গিয়েলুমকে বিবাহ করতে রাজী হবে না। সুতরাং যা হলে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাকে ভেস্তে দিয়ে একটা অঘটন, ওলটপালট বিসদৃশ ব্যাপার ঘটাবার কল্পনায় মিস্টার রাসেল কেন, সব লোকই সন্দেহে পড়বে।"

রাসেল এই দীর্ঘ বক্তৃতার অন্তর্নিহিত টিটকারিটা অবশ্যই বুঝলেন। এ তাঁর সততায় সন্দেহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে তিনি উষ্ণ হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে রক্ষা করল উসাস। তীক্ষ্ণ ভাষায় সে ভর্ৎসনা করে উঠল অ্যালারিককে—"তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। অঘটন যা ঘটিয়েছ, তার তুলনা হয় না। একটা শিশুর জীবন তুমি নষ্ট করে দিয়েছ। এখন সেই বিনষ্ট জীবনকে জোড়াতাড়া দিয়ে আবার সোজা পথে চালিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিতে যে কোন স্থিরবুদ্ধির লোক ইতস্তত করবে। মিস্টার রাসেলের দ্বিধার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবে দ্বিধা কাটিয়ে সততার পরিচয় দেবার মত চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁর ভিতর আছে, এই বিশ্বাসে পুলিন্দাটি

www.BanglaBook.org

আমরা তাঁর হাতেই দিলাম। এখন অভাগা গিয়েলুমের ভাগ্যে যা আছে, তা হোক।"

অতঃপর আর করবার কিছু রইল না। রাসেল বিদায় হলেন। কথা দিয়ে গেলেন যে কী তিনি করা স্থির করলেন, তা দুই-এক দিনের ভিতরেই অ্যালারিককে জানাবেন। অ্যালারিক একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর নাম-ঠিকানা তাঁকে লিখে দিল। রাসেলের বক্তব্য সেই কর্মচারীর কাছে পৌঁছে দিলেই অ্যালারিক যথাসময়ে তা জানতে পারবে। অবশ্য পুলিশ মহোদয়ের কাছে চিঠি লিখতে পরামর্শ দিল না অ্যালারিক। তাঁর বাড়িতে একটা ভেট পাঠিয়ে ঝুড়ির গায়ে এক টুকরো কাগজে "সেন্ট গিয়েলুমের আশীর্বাদ নিন"—এইটুকু লিখে দিলেই উক্ত মহোদয় ভেটটা নিজে রেখে দেবেন এবং কাগজটুকু দিয়ে দেবেন অ্যালারিকের চরের হাতে, যে-চর নিয়মিতভাবে দৈনিক একবার দেখা করে তাঁর সঙ্গে খবরাখবরের জন্য।

ঐ কাগজ অ্যালারিকের হস্তগত হলে সে বুঝবে, রাসেল গিয়েলুমকে পৈতৃক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার ভার নিচ্ছেন।

রাসেল কিন্তু বললেন—"ভার নিলেই যে তৎক্ষণাৎ কার্যসিদ্ধি করতে পারব, তা কেউ যেন না ভাবেন। এ অতি জটিল ব্যাপার। অনেক আঁটঘাট বেঁধে হুঁশিয়ার হয়ে তবে কাজে নামতে হবে। ততদিন গিয়েলুমকে সাবধানে রক্ষা করবার ভার আপনাদের। আমি ইঙ্গিত না পাঠাচ্ছি যতদিন, আপনারা কোনমতে ওর অস্তিত্বের কথা, অর্থাৎ ও যে ইংলন্ডের এক মহাসম্মানিত বংশের বংশধর, একথা জনসমাজে প্রকাশ করবেন না। তাহলে ওর জীবনসংশয় ঘটতে পারে।"

রাসেলকে চোখ বেঁধে আবার সেইন নদীর পুলের মাথায় পৌঁছে দিল অ্যালারিকের অনুচর "জেড"। আর আইরিন নিজে উর্সাসের সঙ্গে এসে সুড়ঙ্গ মুখ পর্যন্ত তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল। উর্সাসের খাতিরে নয়, যে মেয়েটিকে উর্সাস সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে, তারই খাতিরে। বিদায় দেওয়ার সময়ে চোখের জলই পড়ল আইরিনের, তার মৃতা কন্যার কথা মনে করে।

বিচালিওয়ালার গুদামে গিয়েলুম তো উর্সাসের কোলে ফোটা ফুলের মত শিশুটিকে দেখে অবাক্। আনন্দে বিস্ময়ে সে জিজ্ঞাসা করল—"এ আবার কে? নাম কী এর?"

www.BanglaBook.org

"এর নাম ডী। মানে কী জানিস? দেবতা। আমাদের মধ্যে পশু আছি আমি, উর্সাস মানে ভালুক; মানুষ আছে ঐ নেকড়েটা, হোমো মানে মানুষ। এখন দেবতা হল এই মেয়েটা, ডী। আর তুই? তুই যে কোন্ পর্যায়ের, তা বুঝতে পারিনি এখনো। পারলে তখন তোরও একটা লাগসই নাম দেব।"

পাঁচ

রাসেলের ভাবভঙ্গি ভাল লাগছে না কারোই।

অ্যালারিকের আড্ডা থেকে ফিরে এলেন যেন নতুন মানুষ। ভদ্রতার অভাব নেই, কিন্তু আন্তরিকতার ষোল আনা অভাব। কয়েক ঘণ্টার ভিতর মানুষটা যেন কতদূর তফাতে সরে গিয়েছেন।

লেডী রাচেল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ডেভিডের মুখে যা বিবরণ পেয়েছেন দস্যুপুরীর, তার সঙ্গে রাসেলের বিবরণটি মিলিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা। কৌতূহল ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু সে কৌতূহলের নিবৃত্তি হল না এতটুকুও। রাসেল দুই-একটা হাঁ, না ছাড়া কোন কথাই বলতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত জবাব দিলেন—"ডেভিডের কাছে, আঁদ্রের কাছে শুনেছো তো সব।"

লেডী রাচেল খিঁচিয়ে ওঠেন—"কী শুনেছি ওদের কাছে? এক আইরিনের কথাই ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একশোখানা করে বলছে। ভারী নাকি সুন্দরী, ভারী নাকি মিষ্টভাষিণী—আমেলিয়া তো কানে তুলো দিয়েছে আইরিনের কথা আর শুনবে না বলে। সত্যিই মেয়েটা ঐরকমই না কি? ডাকাতনী নাকি আবার মিষ্টভাষিণী হয়?"

রাসেলের জবাবটা হেঁয়ালির মত লাগল মহিলার কানে—"মানুষের নাম যদি ভালুক হয়, নাকমুখকাটা লোক যদি লর্ডসভায় আসন পায়, তাহলে ডাকাতনী মিষ্টভাষিণী হতে পারবে না কেন?"

লেডী রাচেল হাঁ করে থাকলেন এই মন্তব্য শুনে। কথার মানেটা বুঝবার চেষ্টা করলেন নানান ভাবে। না পেরে অবশেষে যখন আবার প্রশ্ন করতে উদ্যত হলেন মিস্টার রাসেলকে, তখন সে-ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা ছোটখাট সভার অধিবেশন হল এঁদের মহলে। মিস্টার রাসেল তখন নিজের ঘরে। আমেলিয়া বলছে—"পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড যেটা সঙ্গে আনা গিয়েছিল সফরের জন্য, তা তো আক্কেল-সেলামি গেল। এখন তো আবার কিছু অর্থ আনানো দরকার দেশ থেকে।"

বিয়াঁকা শিক্ষয়িত্রীর আসন থেকে সখীর পর্যায়ে নেমে এসেছে এই দু'দিনেই। ডেভিড দস্যুহস্তে পতিত হওয়ার পর আমেলিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভার তো তারই উপর পড়েছিল কি না! সেই অবসরে এবং সেই কারণে আকস্মিকভাবেই একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গজিয়ে উঠেছে এই দুই রমণীর ভিতর। এখন আমেলিয়ার এ-প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করা তারই প্রথম কর্তব্য বলে সে ধরে নিল—

"বাই জোভ! অন্তত আর পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড তো বটেই। এখানে অবশ্য একদিনও নয়, আবার রেস্ত এলে আবারও অ্যালারিকের টনক নড়তে পারে। এবার যেতে হবে জার্মানি, যেখানে ডাকাত নেই। ইতালি? ইতালি না বেড়ালে অবশ্য ইওরোপ বেড়ানোই হল না। কিন্তু ভয় হয়, ওদেশেও ডাকাতের বড় উৎপাত। যাক, সেকথা পরে ভাবা যাবে। আপাতত জার্মানিটা তো ঘুরে নেওয়া যাক। দেখবার মত বিস্তর জায়গা রয়েছে ওদেশে। যত গ্রাম, তত কেল্লা। ইয়া বড় রাক্ষুসে কেল্লা সব। সেসব না দেখলে সবই বৃথা।"

ডেভিডের জন্য সাড়ে উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড লোকসান গিয়েছে, তার জন্য একটুও লজ্জা নেই তার। সে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—"আমেলিয়া যে কিছুতেই মত করছে না, তা নইলে আমি তো ফরাসী সরকারের কাছে প্রস্তাব করতে চাই যে আমায় একদল সৈন্য দেওয়া হোক, আমি এই দস্যুটাকে হাতে-পায়ে বেঁধে নিয়ে আসি তার মাটির নিচের গর্ত থেকে। তাহলে দেশটাও শান্তি পায়, আমাদেরও সাড়ে উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড উদ্ধার হয়। যে সিন্দুকটার ভিতর নোটের তাড়াটা ফেলে রাখল আইরিন, আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি! কেমন হে আঁদ্রে, দেখনি তুমি?"

আঁদ্রে সজোরে সায় দেয়, "দেখিনি আবার? ডাকাত বলে ওদের এতটুকু ভয়ডর আছে নাকি? একটা অত্যন্ত বেপরোয়া ভাব। যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় যে পুলিশকে বা সৈন্যবাহিনীকে তিলমাত্র গ্রাহ্য করে না তারা।"

www.BanglaBook.org

বিয়াঁকা বলে—"এর অর্থ মাত্র একটাই হতে পারে। সে অর্থ এই যে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে ওরা কিনে রেখেছে। নইলে ধর ডাকাতমাত্র, তার বেশি তো আর কিছু নয়। সরকারী লোক উঠে পড়ে লাগলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে না!"

আমেলিয়া নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ। বয়সে বালিকা হলেও সেই যে এতগুলি লোকের প্রতিপালিকা ও মুরুব্বী, সে জ্ঞান তার টনটনে! তাই তারই অমতের জন্য সৈন্য নিয়ে ডেভিডের দস্যুপুরীতে অভিযান আটকে আছে, স্বয়ং ডেভিডের মুখের এই স্বীকৃতিকে সে তার আন্তরিক আনুগত্যেরই সূচক বলে গ্রহণ করল এবং প্রচুর পরিমাণে খুশিও হল সেই স্বীকৃতিতে।

আমেলিয়া তাই হাসিমুখে লেডী রাচেলকে সম্বোধন করে বলল, "আপনার গোঁয়ার ছেলেকে সামলে সামলে আমি আর পারিনে। ডাকাত-টাকাতের মোকাবিলা করা ফরাসী সরকারের দায়িত্বে, আমরা কেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গেলাম? পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড আমাদের গুনে দিতে হয়েছে বটে, কিন্তু লন্ডনে ফিরে বৈদেশিক দপ্তরকে দিয়ে যদি আমরা সরকারী পর্যায়ে লেখাপড়া করাই এ বিষয়টা নিয়ে, অর্থটা ফেরত দিতে বাধ্য হবে ফরাসী গভর্নমেন্ট ক্ষতিপূরণ সমেত। সুতরাং ভাববার কিছু নেই। আপনি মিস্টার রাসেলকে বলে আসুন—আরও কিছু অর্থ লন্ডন থেকে জার্মানির কোন ব্যাঙ্কে যাতে হস্তান্তর হয়ে আসে—তার ব্যবস্থা করতে—হামবুর্গ হোক, বের্লিন হোক, ফ্রাংকফুট হোক—"

"পঞ্চাশ হাজারই বলব নাকি?"—লেডী রাচেলের মুখে সংকোচ একটু। মিস্টার রাসেলের বিরস বদন এখনও তাঁর চোখের উপর ভাসছিল যেন। এ-সময়ে তাঁকে ঘাঁটাতে যেতে ভাল লাগছিল না বিশেষ।

"সম্ভব হলে"—ভারিক্কি গলায় হুকুম চালায় আমেলিয়া, "সম্ভব হলে পঞ্চাশ হাজারই। কারণ ঐ পরিমাণ অর্থই দরকার আমাদের সারা ইওরোপটা ঘুরে আসতে। তবে"—হাসিমুখে একবার সকলের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে আনল আমেলিয়া—"সম্ভব না হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ব্যাঙ্কে নেই পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড এমনটা হতে পারে না অবশ্য। কিন্তু থাকলেই যে ওড়াতে হবে, এমন কোন কথা নেই। দুই লক্ষ পাউন্ড সব সময়ে মজুদ তহবিল না রাখলে আমাদের মতন জমিদারের চলে না। যতটা অর্থ বার করা

www.BanglaBook.org

নিরাপদ, ততটাই মিস্টার রাসেলকে বার করতে বলুন! উনি মুরুব্বী রয়েছেন মাথার উপরে, এসব ব্যাপারে ওঁর উপর নির্ভর করাই ভাল।”

একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সরব গুঞ্জন সকলের মুখে। এতখানি বিবেচনা, সহৃদয়তার সঙ্গে এতখানি দূরদর্শিতা আধুনিকা মহিলাদের ভিতর বড় নাকি দেখা যায় না। উচ্ছ্বাস সবচেয়ে বিয়াঁকার বেশি। ফ্রান্সের অতীত ইতিহাসে এমন বিচক্ষণতা দেখা গিয়েছিল শুধুমাত্র একটি মহীয়সী রাজ্ঞীর, তিনি ক্যাথারাইন দ্য মেডিচি। আমেলিয়ার ভবিষ্যৎ যে খুবই গৌরবের হবে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই বিয়াঁকার।

অর্থাৎ বিয়াঁকা এই নির্জলা খোশামুদির জোরে নিজের আসন একেবারে কায়েমী করতে চায় পেমব্রোকের জমিদারবাড়িতে। বেচারী নানা দোরে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েছে এই সাতাশ বছর বয়সে। সাতাশ বছর বয়স অবশ্য সে কারও কাছে স্বীকার করে না। ঊর্ধ্বসীমা তেইশ, জন্মতারিখ উল্লেখ করে সে কথা সপ্রমাণ করতে সে যে কোন মুহূর্তেই রাজী।

লেডী রাচেল ধীর পদে খুঁজতে বেরুলেন মিস্টার রাসেলকে। ধীর পদে, কারণ উৎসাহ নেই মনে। রাসেলকে তিনি অপ্রসন্ন দেখেছেন। কারণও একটা অনুমান করে নিতে দেরি হয়নি তাঁর। পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড লোকসান তাঁরই ছেলে ডেভিডের দোষে। দোষ? হ্যাঁ, দোষ বইকি। অপরিচিত শহরে রাত দুপুরেরও পরে রাজপথে বেরুবার দরকার কী? রাসেলের প্রভুভক্তি ডেভিডকে ক্ষমা করতে পারছে না। অবশ্য সেই প্রভুভক্তি অটল আছে বলেই রাসেল নিজে হাতে অর্থটা দস্যুশিবিরে পৌঁছে দিয়েছেন, প্রভুকন্যার ভাবী স্বামীকে উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু ক্ষতিটা যে খুবই বেশি হয়েছে, তা তিনি কথাবার্তায় গোপন করবার চেষ্টাও করছেন না।

মিস্টার রাসেল তখন দরজা বন্ধ করে বসে আছেন ঘরে। সমুখে সেই পুলিন্দা, অ্যালারিকের উপহার। এটা খুলে দেখা দরকার। ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করার আগে পরীক্ষা করা প্রয়োজন যে গিয়েসুমের উত্তরাধিকারিত্বের দাবি কতখানি অকাট্য। সত্যি কথা বলতে কি, দাবিটা যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এতে রাসেলের নিজের এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর নিজের সন্দেহ আছে কি নেই, সেইটিই শেষ কথা নয়। দেশের আদালতে দাবি প্রমাণ করতে হবে। আদালত সে দাবি স্বীকার করে নিলে তবেই বিকৃতবদন ভাঁড়টিকে বিশাল

www.BanglaBook.org

জমিদারির মালিকানায় বসানো সম্ভব হবে, লর্ডসভার বহুসম্মানিত আসনেও গিয়ে বসবার অধিকার তার জন্মাবে।

সবে পুলিন্দাটা খুলতে উদ্যত হয়েছেন রাসেল, এমন সময় দোরে হল করাঘাত। বিরক্ত যতই হোক, রূঢ় হওয়া রাসেলের স্বভাববিরুদ্ধ। তিনি শান্তস্বরেই অনুমতি দিলেন—"ভিতরে এস।"

ভিতরে এলেন লেডী রাচেল। মিস্টার রাসেলের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। অবশেষে এই মহিলাটিই এলেন আবার? অন্য কেউ হলে কাজের কথাটি বলে চটপট সরে পড়তো। ইনি সেদিক দিয়েও যাবেন না। প্রথমত কাজের কথা এঁর প্রায়ই থাকে না। যখনই আসেন, গল্পগুজবের বাসনাতেই আসেন। তার উপর যদি কখন কাজের কথা থাকেই কিছু, সংক্ষেপে বক্তব্যটা প্রকাশ করবার বিদ্যে এঁর জানা নেই। এমন একদিন ছিল—সেই সুদূর অতীতে—যখন লেডী রাচেলের অফুরন্ত বাক্যলহর ভালই লাগত আইনজীবী রাসেলেরও। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন রাসেল অল্প কথা বলেন এবং অল্প কথাই প্রত্যাশা করেন সকলের কাছ থেকে।

লেডী রাচেল বললেন—"ব্যস্ত বুঝি?"

"তা একটু ব্যস্ত বইকি! কিন্তু তোমার যদি কাজ থাকে কিছু, সব ব্যস্ততাই চাপা পড়তে বাধ্য।"—স্বাভাবিক ভদ্রতা ঝেড়ে ফেলতে পারেন না রাসেল।

"কাজ,—মানে কি জান, আমেলিয়া পাঠালে আমায়। মানে—এখন ওরা আর ফরাসীদেশে থাকতে চাইছে না এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে। কোথায় ওদের নিয়ে যাওয়া স্থির করেছ তুমি এবং কবে, সেইটি জিজ্ঞাসা করবার জন্যই আমার আসা।"

প্রায় এক মিনিট চুপ করে রইলেন রাসেল ভ্রূকুঞ্চিত করে। ভেবে নিলেন যে আমেলিয়ার প্রতি রূঢ় হওয়ার সময় এখনই এসেছে কিনা। এক মিনিটের ভিতরই মনে মনে অনেক যোগ-বিয়োগ করে ফেললেন ধুরন্ধর লোকটি। গিয়েলুমের দাবি যদি গ্রহণীয়ই হয়, তাহলে তো আমেলিয়ার জন্য আর এক কপর্দকও খরচ করার অধিকার তাঁর নেই। আর সে দাবি গ্রহণীয় বলে মনে না হলেও ঠিক এক্ষুণি—আমেলিয়ার অমিতব্যয়ের আর বেশি প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। কোথায় যাবে ওরা, জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছে। কোথায় মানে জার্মানিতে না ইতালিতে না স্পেনে। যেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা হোক, প্রয়োজন

www.BanglaBook.org

হবে অর্থের। অগাধ অপরিমিত অর্থের। সে অর্থ কোথায়? পেমব্রোকের ভাণ্ডারে এত বেশি অর্থ এখনও জমা নেই যে তা থেকে আরও বিশ বা ত্রিশ হাজার পাউন্ড বাজে কাজে খরচ করা যেতে পারে। করলে শেষ পর্যন্ত তাঁরই উপরে তার জবাবদিহি এসে পড়বে। ব্যয় যদিও আমেলিয়ার জন্যই হচ্ছে, ব্যয়ের দায়িত্বটি ষোল আনাই রাসেলের। এই যে সাড়ে উনপঞ্চাশ হাজার পাউন্ড অ্যালারিকের দাবি মেটাবার জন্য দিয়ে এলেন তিনি, এর জন্যও হয়তো তাঁর উপর কৈফিয়ত তলব করতে পারে আদালত। কার জন্য ব্যয় করলেন তিনি? আমেলিয়ার জন্য হলে কথা ছিল না। কিন্তু ব্যয় হয়েছে ডেভিডের জন্য। বলা তো যায় না শেষ পর্যন্ত যদি ডেভিডের সঙ্গে আমেলিয়ার বিয়েই না হয়, এই মবলগ অর্থটা রাসেলকে নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে।

বিয়ে না হওয়া? কিছু বলা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য সবাই বলবে যে এ-বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু দীর্ঘ জীবনে রাসেল বহু ক্ষেত্রে দেখেছেন যে অসম্ভব বলে আজ যা মনে হয়, কাল ঠিক সেই জিনিসটিই ঘটে যায় অনিবার্যভাবে।

না, এ-জিনিস আর গড়াতে দেওয়া ঠিক নয়। আমেলিয়ার মাথার উপরে খাঁড়া ঝুলছে—ঐ পুলিন্দা। এ খাঁড়া মাথায় পড়ে কি না পড়ে, আগে দেখা যাক। তারপর আমেলিয়ার জার্মানি যাওয়ার কথা বিবেচনা করে দেখা যাবে।

মোটের উপর এক মিনিটও বোধ হয় চুপ করে থাকেননি রাসেল। কিন্তু সম্মুখবর্তিনী মহিলাটির কাছে এই নীরবতাই অস্বাভাবিক দীর্ঘ বলে মনে হয়েছে। এত ভাববার কী আছে রাসেলের, তা তিনি মাথায় আনতেই পারছেন না। মনে মনে বিরক্তও হচ্ছেন বিলক্ষণ। পরের ধনে পোদ্দারি—জ্বলন্ত নিদর্শন। অর্থ আমেলিয়ার, মালিক যেন মিস্টার রাসেল। কেননা, আর্ল গুস্টেভের উইলের বলে রাসেল হয়েছেন আমেলিয়ার অভিভাবক এবং এস্টেটের পরিচালক। সে অভিভাবকত্বের মেয়াদ যত ফুরিয়ে আসছে, রাসেল যেন ততই রাশ টেনে ধরতে চাইছেন। মরবার সময় অনেক বুড়োর সংসারে আসক্তি যেমন বেড়ে যায়, অনেকটা সেইরকমই।

অবশেষে কথা কইলেন মিস্টার রাসেল। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে, কণ্ঠস্বরকে যত মিষ্টি মোলায়েম করা যায়, তাই করে তিনি বললেন—"ভারী

www.BanglaBook.org

মুশকিল হয়েছে, জানো রাচেল? এবারকার মত আমাদের এই আনন্দভ্রমণটার বোধহয় এইখানেই ইতি টানতে হলো।"

লেডী রাচেল বসেছিলেন আরামকেদারায় হাত-পা ছড়িয়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন একেবারে। একটা আর্তনাদের মত শোনা গেল তাঁর কথা—"কী? কী বললেন? ইতি? সে কেমন করে হবে? সারা ইওরোপ পর্যটনের প্রোগ্রাম করে বেরিয়ে তারপর শুধু প্যারি শহরটিতে এক চক্কোর মেরেই বাড়ি ফিরে যাওয়া?"

অতি মিহিসুরে মিস্টার রাসেল বললেন—"সেই একটি চক্কোর দিতেই যে রেস্ত ফুরিয়ে গেল!"

খড়ের আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠলেন লেডী রাচেল। মিস্টার রাসেলকে তিনি সাধারণত সম্বোধন করেন 'আপনি' বলে, কিন্তু রাগ বা অনুরাগের আধিক্য হলে 'আপনি'টা তাঁর অজান্তেই কখন 'তুমি'তে পর্যবসিত হয়, তা নিজেই টের পান না। আজ তাঁর তাই হল—ভাঙা কাঁসার থালার মত খনখন আওয়াজ তুলে তিনি জানতে চাইলেন—"পেমব্রোকের এস্টেট কি এতই গরিব যে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের উপরে তার খরচা করার উপায় নেই?"

"খরচা তো একটা নয়! দেশভ্রমণের খাতে শেষ ফার্দিংটা ব্যয় করে ফেলবেন, এইটাই কি মালিকের ইচ্ছা? তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এসো গিয়ে।"

"জিজ্ঞাসা? জিজ্ঞাসার উত্তরে আমেলিয়া যদি বলে যে শেষ ফার্দিং পর্যন্তই সে খরচ করতে চায় তাহলে তুমি তার কথাই মেনে নেবে?"

"ভেবে দেখতে হবে। ভেবে দেখতে হবে। আগে তুমি কথাটা জেনেই এসো তো!"

লেডী রাচেল এরপর আর কী করবেন, দুম্ দুম্ পায়ের আওয়াজ তুলে ফিরে চললেন আমেলিয়ার দরবারে। সেখানে তখন চার মাথা এক করে বসে আমেলিয়া ও ডেভিড, বিয়াঁকা ও আঁদ্রে—একটা মানচিত্র পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত। মানচিত্রটা জার্মানির। পর্যটকদের অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থানগুলি তাতে ভাল করে দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে এবং সেখানে যাওয়ার স্থলপথ, জলপথ সবই বিশদভাবে চিত্রিত রয়েছে।

সেই চার মাথাকে বিলকুল গুলিয়ে দিয়ে একটা ফাটন্ত বোমার মত লেডী রাচেল গিয়ে পড়লেন ঘরের ভিতর। রাগের বশে কথা তাঁর জড়িয়ে যাচ্ছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেই হারিয়ে যাচ্ছে পদে পদে। মোটের উপর, তাঁর কথা থেকে সারমর্মটি উদ্ধার করতে আমেলিয়াদের বেশ বেগ পেতে হল।

শেষ পর্যন্ত যখন মাথায় এল কথাটা, আমেলিয়ার মাথায় এত রক্ত উঠে গেল যে বেচারী মূর্ছা গেল অভিমানে ও অপমানে, বিয়াঁকা তার শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করল এবং ডেভিড মায়ের কাছে সকাতরে মিনতি জানাতে লাগল—"তুমি আমায় একটিবার অনুমতি দাও মা, আমি এই অনধিকারচর্চাকারী বেইমান উকিলটাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অভিযুক্ত করি ফরাসী আদালতে। আমেলিয়ার এই অপমান আমি কখনোই নীরবে সহ্য করব না।"

আঁদ্রে তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ বিকৃত করে তরোয়াল হাঁকাচ্ছে। একবার আয়নার ডান পাঁজরায়, একবার আয়নার বাম পাঁজরায়। মাঝে মাঝে কণ্ঠ লক্ষ্য করে। অর্থাৎ আয়নাটাই যেন জ্যান্ত মিস্টার রাসেল। অসিযোদ্ধা আঁদ্রে একটাই পথ খুঁজে পেয়েছে রাসেলের ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ দেওয়ার। সে পথ হল—সোজাসুজি খুন করে ফেলা। চার চারজন তরুণ-তরুণীর সাধের দেশভ্রমণে যে নিষ্ঠুর অর্থাভাবের অজুহাতে প্রতিবন্ধক ঘটাতে চায়, এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তার অধিকার কী? সেদিন আর মিস্টার রাসেলকে ঘাঁটানো সংগত মনে করল না ওরা। তিনিও এদের খোঁজখবর নিলেন না একবারও। এমনকি খাওয়ার সময়েও টেবিলে এসে বসলেন না। রসুইখানায় আগেই খবর পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর ডিশটা সরাসরি তাঁর ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল বাবুর্চিরা। খবর পেয়ে দলের এরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি ছাড়া করবে কি আর?

পরের দিন সকালে লেডী রাচেল একখানা পত্র পেলেন ভৃত্য মারফত। পত্র মিস্টার রাসেলের। দুটি লাইন তাতে লেখা।

"প্রিয় লেডী রাচেল, আকস্মিকভাবে জরুরি প্রয়োজনে আমায় ভোরের ট্রেনেই লন্ডন রওনা হয়ে যেতে হচ্ছে। বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আর আপনাদের ঘুম ভাঙানো উচিত মনে করলাম না। ক্ষমা করবেন। লর্ড ডেভিডের সাহায্যে আপনারা সম্ভব হলে কালই, অন্তত পরশু নিশ্চয়ই আমার অনুসরণ করবেন আশা করি। বিলম্বে হোটেলের বিল বেড়ে যাবে। আমার কাছে যে অর্থ ছিল, তা তো কালই আপনার হাতে দিয়ে দিয়েছি।

—রাসেল"

www.BanglaBook.org

সত্যিই ডাকাতের আড্ডার অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে পাঁচশো পাউন্ড রাসেল লেডী রাচেলের হাতে জমা রেখে গিয়েছিলেন।

চিঠি, না মৃত্যুবাণ?

সেদিন একটা শোকের দিন আমেলিয়া ও ডেভিডের পক্ষে। বিয়াঁকা ও আঁদ্রের পক্ষে নৈরাশ্যের। এরা দুটি ফরাসী-ফরাসিনী ভবের দরিয়ায় ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে বহুদিন। কূল মেলেনি কোথাও। এইবার যদি-বা একটু আশা পেয়েছিল নাবালিকা এই কাউন্টেসের কাছে, তার জবরদস্ত অভিভাবকের কড়া মেজাজের পরিচয় পেয়ে তারা আর একবার ঠাণ্ডা হয়ে বসে অগ্রপশ্চাৎ ভাবতে বসল। রাসেলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই বালিকা কাউন্টেসের ভরসায় নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়া কি উচিত হবে তাদের পক্ষে?

দুজনের এক মত হল না। আঁদ্রে বিবেচনা করল—তরোয়াল খেলা শেখবার মত মক্কেল ইংলন্ডে খুব বেশি পাওয়া না যেতে পারে। এই লর্ড ডেভিডই তো প্যারিতে আসবার আগে ওর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এতে কি বোঝা যায়? বোঝা যায় যে ওদেশের অভিজাত সমাজ থেকে শস্ত্রচর্চা লোপ পেয়েছে! সুতরাং আঁদ্রে ওদেশে গিয়ে করবে কী? ডেভিডকে শেখানো? মাইনে দেওয়ার মালিক তো ঐ কঞ্জুস রাসেল? তবেই হয়েছে আর কী।

না, আঁদ্রে যাবে না। অন্তত এখন তো নয়ই। আগে ডেভিড সাবালক হোক, বিয়ে করুক আমেলিয়াকে, তখন একবার গিয়ে চেষ্টা করা যাবে—পুরানো সম্পর্ক ঝালিয়ে তোলা যায় কি না। সুবিধা হয় থেকে যাবে ওদেশে; না হয়, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।

কিন্তু বিয়াঁকার মত অন্যরকম। আজ সাত বছরে চৌদ্দ জায়গায় চাকরি পেয়েছে, একটাও রাখতে পারেনি। রাখতে পারার মতো বিদ্যে তার নেই। কাজেই এর পরও যে এদেশে আর সুবিধে হবে, এমন কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। বরং যদি আমেলিয়ার সঙ্গে যাওয়া যায়, নাচ ও গানের শিক্ষা নেওয়া যদি বন্ধও করে আমেলিয়া, তার সহচরী হিসাবেও তো থাকা যেতে পারে। এবং তেমন তেমন সুবিধা করতে পারলে অর্থাৎ কোন খেয়ালী মানুষের সাহায্য পেলে লন্ডনের কোন গলিতে নাচ-গানের স্কুলও খুলে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। তাহলে আর বিয়াঁকাকে পায় কে! স্কুলের মাস্টারি করতে বিদ্যার দরকার হয় না, যদি স্কুলটা শিক্ষকের বা শিক্ষয়িত্রীর নিজের হয়।

www.BanglaBook.org

অতএব স্থির হল আঁদ্রে যাবে না আপাতত। এবং বিয়াঁকা যাবে। পরের দিনই তিনটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে লর্ড ডেভিড লন্ডনের ট্রেন ধরবেন। বিদায়বেলায় আঁদ্রেকে তিনি ভরসা দিয়ে গেলেন, এক বৎসর পরে তিনি তাকে ডেকে পাঠাবেনই। অস্ত্রশিক্ষক হিসাবে না হোক, কারণ ইংলন্ডের সমাজে হাতিয়ারবাজির সত্যিই আজকাল আর কদর নেই, অন্তত জমিদারির ম্যানেজার করেও ডেভিড আঁদ্রেকে নিজের কাছে রেখে দেবেন। রাসেল? বিয়েটা হয়ে গেলে রাসেলকে আর পেমব্রোকের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেবেন না ডেভিড।

ছয়

রাসেল আমেলিয়াদের আগেই চলে এসেছেন। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন ওদের পিছনে ফেলে। সে উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। ওরা পৌঁছবার পূর্বেই পেমব্রোক হলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা।

লন্ডনে তিনি যাননি। ডোভার থেকে সোজা চলে এসেছেন পেমব্রোক হলে। ভৃত্যেরা তাঁকে একা ফিরতে দেখে অবাক্ হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন করার তারা কে? মালিক বলতে গেলে রাসেলই, কারণ সমস্ত অর্থ তাঁর হেফাজতে। যার হাতে অর্থ, ভৃত্যমাত্রেই তারই বশীভূত, এ আর কে না জানে?

"অন্য সবাই পিছনে আসছেন। লর্ড ডেভিড হঠাৎ একটা দারুণ দুর্ঘটনায় পড়ে গিয়েছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় তিনি রক্ষা পেয়েছেন বটে, কিন্তু মানসিক ধাক্কা যেটা খেয়েছেন, তাতে আর দূরতর বিদেশে যাওয়া সমীচীন মনে হল না এসময়ে।"—এই বলেই রাসেল ভৃত্যদের নীরব জিজ্ঞাসাকে নিরস্ত করে দিয়েছেন।

তারপরই তিনি সেই বিশাল টেবিলের কাছে গিয়ে বসেছেন, যাতে বসে পরলোকগত আর্ল গুস্টেভ বিষয়কর্ম সম্পর্কিত লেখাপড়া করতেন। স্মৃতির পীড়ন প্রথম দশটা মিনিট কোন কাজই করতে দিল না রাসেলকে। গুস্টেভ শুধু তাঁর মক্কেল ছিলেন না, ছিলেন প্রিয়তম বন্ধু। গুস্টেভের জীবদ্দশায় এই টেবিলে মুখোমুখি বসে কত গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক আলোচনা হয়েছে দুজনের মধ্যে। হঠাৎ গুস্টেভ মারা গেলেন, তারপর আর রাসেল বড় একটা এ ঘরে আসেননি,

www.BanglaBook.org

আসার দরকার হয়নি বলে। জমিদারির আদায়পত্রের ভার আছে গোমস্তাদের উপরে, তারা নিয়মিতভাবে লন্ডনে যায় রাসেলের অফিসে, আদায়ী অর্থ জমা দেয় এবং খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয়ে নিয়ে আসে নির্ভুল নির্দেশ।

গুস্টেভের টেবিলের সঙ্গে জমিদারি পরিচালনার কোথাও কোন যোগযোগ নেই। কাজেই রাসেল আসেননি এঘরে।

না আসুন, তাঁর স্পষ্ট মনে আছে—টেবিলের কোন্ দেরাজে কী কাগজ রাখতেন গুস্টেভ। নিশ্চয় তাঁর লোকান্তরের পরে কেউ আর সে সব নাড়াচাড়া করতে পারেনি! টেবিলে তালা বন্ধ, ঘরে দরজা বন্ধ। দরজার চাবি অবশ্য সর্দার খানসামার কাছেই থাকে, কিন্তু দেরাজের কোন চাবি রাসেল ভিন্ন অন্য কারও কাছে নেই।

আজ সেই ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা চেপে দিলেন রাসেল। ভৃত্যদের বলে দিলেন—আগে তাঁর অনুমতি না নিয়ে যেন কেউ সেখানে তাঁকে বিরক্ত করতে না আসে। তারপর জামার ভিতর থেকে বার করলেন একটা চামড়ার থলি, এবং থলি থেকে সেই চাবির তাড়া, যা দিয়ে একটা একটা করে গুস্টেভের এই টেবিলের দেরাজগুলি খোলা যায়।

বিশেষ কিছু যে তিনি দেখতে পাবেন এসব দেরাজে, এমন প্রত্যাশা অবশ্য রাসেলের নেই। গুস্টেভ নিজে যা-কিছু জিনিসকে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, তা বেঁচে থাকতেই রাসেলকে সমর্পণ করেছিলেন। এখন এখানে পাওয়া যেতে পাবে শুধু সেই জাতীয় জিনিসই দু'একটা, যা গুস্টেভের বিবেচনায় বাজে কাগজ বলে গণ্য ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে মূল্যবান বলে মনে হতে পারে রাসেলের কাছে।

যথা, ডায়েরি। নিয়মিত বা ধারাবাহিকভাবে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, বাহ্যিক বা মানসিক, যথাযথ লিপিবদ্ধ করে রাখবার মত নিষ্ঠাও গুস্টেভের ছিল না, আর তার কোন কার্যকারিতা আছে বলেও তাঁর মনে হত না। তিনি মানুষটি ছিলেন আবেগপ্রবণ। স্বভাবত নিষ্ঠুর তো ছিলেনই না, বরং বলা যেতে পারে দয়াধর্মেরই আধিক্য ছিল তাঁর চরিত্রে। অ্যালারিকের উপর নির্যাতনের কাহিনী বরং অ্যালারিকেরই মুখ থেকে না শুনলে তিনি হয়তো বিশ্বাস করতেই পারতেন না যে তাঁর হাসিখুশি মেজাজের অতি ভদ্র বন্ধুটির পক্ষে কারও পিঠে বিশ ঘা চামড়ার চাবুক মারা সম্ভব ছিল। শুনেছেন যখন, এবং অবস্থা বিচারে কাহিনীটা

www.BanglaBook.org

অবিশ্বাস করারও কোন উপায় দেখতে পাননি, তখন কৈফিয়ত হিসাবে এইটাই মনে মনে আঁচ করে রেখেছেন যে হঠাৎ একটি দারুণ বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল তাঁর মনে, সে যে কোন কারণেই হোক, এবং সেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে হতভাগ্য অ্যালারিক অমানুষিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তাঁর হাতে।

দেরাজের পর দেরাজ খুলতে লাগলেন রাসেল।

এক নম্বর দেরাজে ঘোড়দৌড়ের টিকিট একরাশি। দুই নম্বরে কতকগুলো ঘরবাড়ির নকশা; প্রজাদের জন্য সস্তা অথচ ভদ্রোচিত বাড়ি তৈরি করে দেবার একটা কল্পনা তাঁর ছিল শেষ জীবনে। তৃতীয়ে কতকগুলি মামলার নথিপত্র, চতুর্থে গাদা গাদা চিঠি—এইরকম সব জিনিস বা এককালে গুস্টেভের খুবই প্রয়োজনীয় ছিল, অথচ এখন রাসেলের পক্ষে একান্তই বাজে।

অবশেষে দশ নম্বর দেরাজে মিলল একখানা লম্বা খাতা। তার গোড়ার দিকে সাত-আটখানি কাগজে কিছু কিছু লেখা আছে গুস্টেভের নিজের হস্তাক্ষরে, বাদবাকি পাতাগুলি সব সাদা। সাদা ঠিক নয়, দীর্ঘ দিনের পুরনো কাগজ রং পালটে এখন হলদে ছোপ গ্রহণ করেছে।

লেখাগুলি পড়তে শুরু করলেন রাসেল। গুস্টেভের স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস। মুখে যা বলতে পারেননি কাউকে, বলবার মত মানুষ কাউকে পাননি হাতের মাথায় সেইসব মর্মান্তিক মর্মকথা।

কয়েক পৃষ্ঠা এইরকম চলবার পর পুত্র গিয়েলুমের উদ্দেশ্যে স্নেহোচ্ছ্বাস। তাকে ক্ষীরের পুতুল, আকাশের চাঁদ, নাইটিঙ্গেলের গান—কোন কিছু বলে বর্ণনা করেই ঠিক তৃপ্তি পান না গুস্টেভ। পুত্র তাঁর অনির্বচনীয় একটা আনন্দের উৎস, পুত্র তাঁর ব্যোমমণ্ডলের একটা সংগীত ঝংকার, পুত্র তাঁর পতিত আত্মার উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ নতুনতরো যীশু ভগবান।

পাতার পর পাতা উলটে যান রাসেল। লেখা শেষ হয়ে এল—যাঃ এতে তো কিছুই হদিস মিলল না। ক্ষীণতম সূত্রও না, যা তাঁর কোনও কাজে আসতে পারে। হতাশ হয়ে অন্যমনেই সাদা পাতাগুলো উলটে যেতে লাগলেন রাসেল, এসে পড়লেন শেষ পৃষ্ঠায়। এ কী? এসব কালির দাগ কিসের? আর নিচে এ কী লেখা? "আমার পুত্র গিয়েলুমের আঙুলের ছাপ"—

আঙুলের ছাপ? বুকের ভিতর এক ঝলক গরম রক্ত এসে জোরে ধাক্কা দিল রাসেলের হৃৎপিণ্ডে। আঙুলের ছাপ? এই তো বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় পর পর পাঁচটা

www.BanglaBook.org

আঙুল বাঁ হাতের। তারপরে ডান দিকে পর পর পাঁচটা আঙুল—ডান হাতেরও। এই তো! এই তো! আশাতীত সাফল্য! প্রমাণ চাইছিলেন—অকাট্য প্রমাণ মিলে গিয়েছে। উর্সাসের আশ্রয়ে অবস্থিত বিকৃতবদন বালকই আর্ল গুস্টেভের অপহৃত পুত্র গিয়েলুম কিনা, তার সন্দেহাতীত প্রমাণ এই তো রাসেলের মুঠোর ভিতর এসে গিয়েছে। আনন্দে রাসেলের নৃত্য করতে ইচ্ছা হল।

এই ছাপের সঙ্গে যদি আর্ডেন বনের ছেলেটার হাতের ছাপ মেলে, তাহলে তার উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সভ্যজগতের যে কোন দেশের যে কোন আদালত রায় দেবে যে ঐ বিকৃতমুখ মর্কটই আর্ল গুস্টেভের পুত্র গিয়েলুম। আর যদি তা না মেলে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হয়ে যাবে যে অ্যালারিকের সমস্ত কথাই মিথ্যা, এ-বালক সে-গিয়েলুম নয়।

এখন রাসেলের কর্তব্য কী? অতি স্পষ্ট। তিনি মনে মনে একটা কর্মসূচী ছকে নিলেন। আমেলিয়ারা আসুক। ওদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি এখানে বসে থাকবেন না। বরং ওদের মুখোমুখি দাঁড়ানোটা পরিহার করে যেতে পারলেই বর্তমানে তাঁর পক্ষে ভাল। এই দারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আগের মত সমাদরের সুরে তিনি আমেলিয়ার সঙ্গে কথা কইতে পারবেন কিনা, তাঁর নিজেরই সন্দেহ আছে।

না, তিনি আজই চলে যাবেন লন্ডনে। সেখান থেকে একজন হস্তরেখা বিশারদ সংগ্রহ করে তাকে নিয়ে কাল বা পরশু তিনি আবার যাত্রা করবেন ফরাসী দেশে, আর্ডেন বনে।

*　　*　　*　　*

আর্ডেন বনের কথাটা রাসেলের কর্ণগোচরে হয়েছিল অ্যালারিকের আড্ডায়, তাই তিনি ভেবেছিলেন ঐ অরণ্যেই বুঝি স্থায়ী আস্তানা উর্সাসের। কিন্তু প্যারিতে ফিরে আসতেই তাঁর ভুল ভাঙল।

অ্যালারিক তাঁকে দিয়েছিল এক পুলিশ কর্মচারীর ঠিকানা। তাঁরই মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে অ্যালারিকের সঙ্গে। অবশ্য আর্ডেন বনের ঠিকানা রাসেল অন্য সূত্রেও জানতে পারতেন। কিন্তু সে-চেষ্টা করতে গেলেই কৌতূহলী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষের দৃষ্টি এসে পড়বে তাঁর উপরে। কে তিনি? আর্ডেনের মত জনবিরল বনভূমিতে তাঁর কী দরকার? ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই ওপথে না গিয়ে অ্যালারিকের কাছে নির্দেশ নেওয়াই তাঁর যুক্তিযুক্ত মনে হল।

সেই হোটেল বোর্বোঁতে গিয়েই উঠলেন আবার। আমেলিয়ারা নেই। তারা আজ সকালেই রওনা হয়ে গিয়েছে ইংলন্ডে, রয়েছে কেবল আঁদ্রে। আজকার দিনটার ঘরভাড়া ডেভিড মিটিয়ে দিয়েছিল যাওয়ার আগে, সেই সুযোগে আজ রাত বারোটা পর্যন্ত আঁদ্রে আমেলিয়ার সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটটাই দখল করতে পারে। সে চালচুলোহীন ভবঘুরে। যতক্ষণ এই আশ্রয়ে থাকা যায়, ততক্ষণই তার লাভ। তাই সে আছে এখনো।

রাসেল হোটেলে পৌঁছোলেন সন্ধ্যাবেলায়। আগের বারের ফ্ল্যাট এখনও তাঁদেরই অধিকারে আছে, তা তো আর তিনি জানেন না! তিনি নতুন একখানা ঘর নেবার জন্য হোটেলের অফিস কাউন্টারে গিয়ে দেখা দিলেন। কেরানী তো তাঁকে দেখে অবাক্—"আপনি আবার?"

"আসতে হল। একখানা ঘর পাব তো?"

"বিলক্ষণ, পাবেন না কেন? কিন্তু আপনাদের পুরনো ফ্ল্যাট তো আপনাদেরই রয়েছে আজ রাত বারোটা অবধি। ওঁরা সকাল আটটায় বেরিয়ে গেলেন কি না, কাজেই পুরো দিনটার ভাড়াই দিতে হল। আপনাদের দলের একজন তো রয়েইছেন এখনো। আপনিও থাকুন না। কেন আবার নতুন ঘরের খরচার ভিতর যাবেন? কাল পর্যন্ত থাকেন যদি, সে-ব্যবস্থা তখন করে নেবেন।"

রাসেলের আপত্তির কী আছে? বেশ দু-পয়সা বাঁচে যখন। কাল পর্যন্ত? না, কাল পর্যন্ত তাঁর প্যারিতে থাকার সম্ভাবনা নেই। রাত্রির ভিতর অ্যালারিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলে আর্ডেনের ঠিকানা তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়বেন এখান থেকে।

প্রথম কাজ তাঁর, ঐ পুলিশ কর্মচারীটির বাড়িতে যাওয়া এবং চিঠি রেখে আসা। না, চিঠি রেখে এলে জবাব পেতে কয়দিন কাটবে, তার ঠিক নেই। তিনি নিজেই গিয়ে ভদ্রলোকের কাছ থেকে অ্যালারিকের ঠিকানা জেনে আসার চেষ্টা করবেন। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় করা সম্ভব হবে কিনা, ঠিক কী!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যই সম্ভব হল না। কেমন করেই বা হবে? অফিসারটি রোঁদে বেরিয়ে পড়েছেন, ফিরবেন সেই পরের দিন সকালে। সুতরাং রাসেল অ্যালারিকের সাংকেতিক নামে একটি চিঠি লিখে তাঁর ডাক বাক্সে ফেলে দিলেন। তারপরে রাস্তার এক ভোজনাগারে কিছু আহার করে নিয়ে ফিরে গেলেন হোটেল বোবোঁতে রাত দশটা নাগাদ।

রাত বারোটা পর্যন্ত অর্থাৎ দুটি ঘণ্টা মাত্র থাকা যাবে পুরানো ফ্ল্যাটে। সুতরাং ঘর একখানা নিতে হবেই। দু'একদিন শহরে থাকা দরকারই হবে বলে মনে হচ্ছে।

আবার সেই কেরানী। "কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? রাতটা থাকুন তো, কাল দেখেশুনে নেবেন। রাতের ভিতর আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না।"

অর্থাৎ কেরানী কিছু বকশিসপ্রার্থী। রাসেল উকিল মানুষ, বকশিসের লালসা যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের অন্তরেই বলবতী, তা বিলক্ষণ জানা আছে তাঁর। মাথা নেড়ে সায় জানালেন তিনি।

তারপর কাউন্টার থেকে হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে পরিচিত ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন। মনে মনে জানেন—ভাল লাগবে না মোটেই। লেডী রাচেল নেই, আমেলিয়ারা কেউ নেই, যারা সরগরম করে রেখেছিল ঘরগুলি। আজ এখানে নিতান্তই নিঃসঙ্গ মনে হবে। আঁদ্রে। ওটা একটা মানুষই নয়। ওর সঙ্গ বিরক্তিকর হওয়ারই সম্ভাবনা। বাঁচোয়া এই যে সে-সঙ্গ বেশিক্ষণ সহ্য করতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে, নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলে সেটা দৃষ্টিকটু হবে না।

আঁদ্রে তো তাঁকে দেখেই অবাক্। নিজের এখনও এখানে অবস্থিতির কৈফিয়ত আগে দেবে, না মিস্টার রাসেলের প্রত্যাবর্তনে আনন্দ প্রকাশ করবে, বুঝে উঠতে পারল না। রাসেল তার সঙ্গে আলাপ জমানোর কোন চেষ্টা করলেন না। কেবল ভদ্রতার খাতিরে বললেন—"আপনি যদি ইতিমধ্যে অন্য বাসস্থানের বন্দোবস্ত না করে থাকেন, তবে আজকের রাতটা সম্পূর্ণই এখানে থেকে যেতে পারেন, বারোটার আগে চলে যাবার দরকার নেই। আমিও থাকব রাতটা, আপনিও থাকতে পারেন।"

আঁদ্রে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জানাল। কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা সে করেনি। আমেলিয়া তাকে পুরো একমাসের মাইনেই দিয়ে গিয়েছে, যদিও চাকরি সে

www.BanglaBook.org

দু'দিন মাত্র করেছে। চাকরি অর্থ অবশ্য অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া নয়, ডেভিডকে শহর দেখিয়ে নিয়ে বেড়ানো। তবু, বান্ধবতার সম্পর্ক যেটুকু গড়ে উঠেছিল এই দু'দিনের ভিতর, তারই খাতিরে এবং ডেভিডের সুপারিশে অনাবশ্যক উদারতা প্রকাশ করে গিয়েছে আমেলিয়া।

পঞ্চাশ পাউন্ড পকেটে আছে, তা ঠিক। কিন্তু অর্থাভাবের কষ্ট যে কতখানি, তা তো জানে আঁদ্রে। সহজে ওতে হাত দিতে মন চাইছে না। ভাবছিল রাতটা পথে পথে ঘুরেই কাটিয়ে দেবে। এমন সময়ে রাসেলের এই সুসংবাদ তাকে খুবই প্রসন্ন করে দিল। খেয়ে আসবার সময় ফ্লাস্ক ভরে কফি এনেছিল। সেটা আগুনের উপর বসিয়ে সবিনয়ে বলল রাসেলকে—"এটা যদি আমার ধৃষ্টতা বলে বিবেচনা না করেন তাহলে একটু কফি পান করতে অনুরোধ করব আপনাকে। রাত্রে শোবার আগে এক পেয়ালা গরম কফি বেশ উপকার দেয়, তা তো জানেন। কী আর বলব, এই কয়েকদিন আপনাদের আতিথেয়তায় কী আরামে যে ছিলাম। চাকরির জন্য দুঃখ করি না, যে লোক কাজ জানে, তার কিছু আর চাকরির অভাব হয় না; কিন্তু লর্ড ডেভিডের উদার ব্যবহার এবং কাউন্টেস আমেলিয়ার সহৃদয়তা—এ আমি কখনও ভুলব না। দু'দিনের পরিচয়েই আপন হয়ে গিয়েছিলাম তাঁদের কাছে। তাঁদের হারিয়ে এখন আত্মীয়বিয়োগের ব্যথাই অনুভব করছি।"

হয়তো এ তার অন্তরের কথাই। হয়তো এ তার অভিনয়। কিন্তু ছলছল চোখ আর গদ্‌গদ্ ভাষার উত্তরে উপহাস করতে হলে যে পরিমাণ নির্মম বা অভদ্র হতে হয়, মিস্টার রাসেল তার ধারে কাছেও যান না। সুতরাং তার এই করুণ ভাবোচ্ছ্বাসের উত্তরে সমবেদনাসূচক মাথা নাড়াই দেখতে পেল আঁদ্রে।

উৎসাহ পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—"তা, যদি ধৃষ্টতা মনে না করেন, আপনি আবার ফিরে এলেন যে? অবশ্য বিষয়ী লোক আপনি, আপনাদের বিদ্যুৎবেগে লন্ডন থেকে প্যারি, প্যারি থেকে লন্ডন ঘোরাফেরা কিছু আশ্চর্য নয়—"

কথা সংক্ষেপ করবার জন্য রাসেল বললেন—"এই একটা কাজ অসম্পূর্ণ ফেলে গিয়েছিলাম। তা, কফি কি গরম হয়নি?"

আঁদ্রে তাড়াতাড়ি ফ্লাস্ক থেকে কফি পেয়ালায় ঢালল, এবং ফরাসীসুলভ অনবদ্য কায়দায় তা পরিবেশন করল রাসেলের সম্মুখে। রাসেল পেয়ালাটা

www.BanglaBook.org

হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—"যদি কিছু মনে না করেন, আমি নিজের ঘরে গিয়ে এটা পান করি। বড়ই শ্রান্তিবোধ করছি—"

"অবশ্য, অবশ্য। আশা করি সকালে আপনাকে আর একবার ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ পাব"—এই বলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিদায় সম্ভাষণ জানাল আঁদ্রে রাত্রির মত।

রাসেল প্রস্থান করলেন। আঁদ্রে বসে কফি খেতে লাগল একা একা। রাসেলের কথাই সে ভাবছে। ভদ্রলোকের আচরণ যেন রহস্যময়। দলের অন্য সকলকে ফেলে রেখে তিনি আগেভাগে ইংলন্ডে পালিয়েছিলেন। আবার দল বিদায় হয়ে যাওয়ার পরে তিনি নিঃশব্দে ফিরে এসেছেন একা একা। এটা কি সরলতার পরিচয়? তিনি সত্যিই লন্ডনে গিয়েছিলেন তো?

আঁদ্রে এ নিয়ে কেবলই ভাবছে। আর যতই ভাবছে, তার মাথা ততই গুলিয়ে যাচ্ছে। তার মনে সন্দেহ জাগছে। অ্যালারিকের সঙ্গে একটা ষড়যন্ত্র করেননি তো রাসেল? রাসেলেরই কাছে খবর পেয়ে অ্যালারিক ডেভিডকে বন্দী করেনি তো? মুক্তিপণের অর্ধেকটা রাসেলেরই পকেটে এসে ঢোকেনি তো ঘুরপথে? কিংবা সেটাই হয়তো তখন কোন কারণে দেয়নি অ্যালারিক, আদায় করবার জন্যই রাসেল ফিরে এসেছেন, বা সেই থেকেই রয়ে গিয়েছেন। ইংলন্ড যাওয়া? ওটা নিছক ধাপ্পা—দলটাকে তাড়িয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

যতই ভাবে, ততই জটিল মনে হয় ব্যাপারটা। আঁদ্রের মাথা গরম হয়ে উঠল। কল্পনা করতে লাগল—একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে তার সমুখে। রাসেল যদি ষড়যন্ত্র করে থাকেন আর সে ষড়যন্ত্র আঁদ্রেই যদি উদ্‌ঘাটন করতে পারে, আমেলিয়া-ডেভিডের কাছে সে ফিরে যেতে পারবে বিজয়ী বীরের গৌরব নিয়ে। চাকরি তাদের কাছে করুক বা না করুক, আঁদ্রে হবে তাদের চিরন্তন কৃতজ্ঞতার অধিকারী। তার কতই অর্থ, সম্মান, কী না আসতে পারে!

কফির পেয়ালা শেষ করেই আঁদ্রে পায়ের জুতো খুলে ফেলল। খালি মোজা পায়েই নিঃশব্দে বেরুলো ঘর থেকে। দাঁড়াল গিয়ে রাসেলের ঘরের দ্বারে। দ্বার অবশ্য বন্ধ ভিতর থেকে, যদিও সাধারণত ফ্ল্যাটের সদর দরজাটাই বন্ধ করার নিয়ম, অন্য দরজাগুলো শুধু চেপেই রাখা হয় রাত্রিবেলায়।

www.BanglaBook.org

দরজা বন্ধ, চাবির ছিদ্রপথে ভিতরে নজর দেবার চেষ্টা করল আঁদ্রে। কিন্তু ছিদ্রপথ বন্ধ রয়েছে, পর্দা টেনে দেওয়া রয়েছে দরজার উপরে। এ তো মোটেই সুবিধার ব্যাপার নয়। রাসেল কী গোপনীয় কাজ করছেন ভিতরে বসে? গোপনীয় নিশ্চয়, তা না হলে দরজা ভিতর থেকে চাবি বন্ধ করে কেউ আবার পর্দা টেনে দেয় না তার উপরে। কান পেতে শুনলে কী যেন খসখস শব্দ পাওয়া যায়। কাগজ ওলটানোর আওয়াজ না কী? কি পড়ছেন লন্ডনবাসী রাসেল প্যারিতে এসে গভীর রাত্রে?

হ্যাঁ, সব ব্যাপারটাই সন্দেহজনক। রাসেল সোজাপথে চলছেন না, এটা হলফ নিয়ে বলতে রাজী আছে আঁদ্রে। তাহলে আঁদ্রের করণীয় এখন কী? ওঁকে চোখে চোখে রাখা। কিন্তু চোখে চোখে রাখতে হবে গোপনে। তা নইলে রাসেলেরও যদি সন্দেহ হয় আঁদ্রের উপরে, আঁদ্রের চেষ্টা তো ব্যর্থ হবেই, নিজে সে বিপদেও পড়তে পারে। একবার যে ডেভিডসহ আঁদ্রেকে পাকড়াবার জন্য ডাকাত লাগাতে পেরেছিল, এবার সে শুধুমাত্র আঁদ্রেকে ধরে নিয়ে ফাঁদে পুরবার ব্যবস্থা না করতে পারবে কেন?

রাত্রে শুয়ে শুয়েও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনে মনে তোলপাড় করল আঁদ্রে, এই বিষয়টা নিয়ে। তার ফলে ঘুমিয়ে পড়ল শেষ রাত্রে, এবং জাগতে হয়ে গেল দেরি। দরজায় সশব্দ কড়ানাড়া শুনে যখন সে চমকে উঠে বসল, তখন বেলা নয়টা। শশব্যস্তে দরজা খুলে বেরুতেই সমুখে দেখল হোটেলের স্টুয়ার্ডকে; সে লোকটা রুক্ষ ভাষায় যা বলল—তার তাৎপর্য এই যে মিস্টার রাসেল ভোরবেলায় ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছেন, এ ফ্ল্যাট ভোরবেলাতেই অন্য লোককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, এতক্ষণ পর্যন্ত যে মসিয়ঁ আঁদ্রে ঘর দখল করে বসে আছেন, সেটা অধিকার-বহির্ভূত তো বটেই, ভদ্রতা-বিরুদ্ধও বটে। এর জন্য তাঁকে হয়তো গুণাগার দিতে হত একদিনের ভাড়া, যদি না অন্য ভাড়াটিয়া জুটে যেত আগেই। যা হোক, এক্ষুণি জুতোটা পরে নিয়ে মসিয়ঁ আঁদ্রে যদি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন, তাহলে গোলমালটা চাপা দেওয়া যেতে পারে কোনমতে। তা নইলে—

তা নইলে আর যে কী হতে পারে—তা শুনবার জন্য আর দেরি করল না আঁদ্রে। জুতো হাতে করেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, এবং করিডোরে উঁচু হয়ে বসে জুতো পরতে পরতে দেখল ফ্ল্যাটের নতুন ভাড়াটিয়ারা সকৌতুকে

www.BanglaBook.org

তার দিকে তাকিয়ে আছে প্রাতরাশের ঘর থেকে। তাদের একজন আবার ভদ্রতা করে এগিয়ে এসে অনুরোধ করল—"এত বেলায় প্রাতরাশটা না খেয়ে আর বেরুবেন না। খানা তৈরি।"

আঁদ্রে ক্ষুধার্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু এ নিমন্ত্রণ কিছুতেই গ্রহণ করতে পারল না। আত্মমর্যাদায় বাধল। অবশ্য পকেটে মবলগ পঞ্চাশ পাউন্ড না থাকলে আত্মমর্যাদাকে কতখানি উচ্চাসন সে দিত, তা বলা যায় না।

নেমে গিয়ে কাউন্টারে ক্ষমা প্রার্থনা করল আঁদ্রে বিলম্বের জন্য, এবং জিজ্ঞাসা করল—মসিয়ঁ রাসেল হোটেলেই অন্য ঘরে আছেন, না একেবারে ছেড়ে গিয়েছেন। উত্তর পেল—অন্য একটা ঘর আজকের দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছেন রাসেল! আঁদ্রেকে সে ঘরের নম্বর দিতে কেরানী আপত্তি করল না। কারণ ওকে সে রাসেলের পার্টির লোক বলেই জানে।

আঁদ্রে বাইরে গিয়ে প্রাতরাশ খেলো এবং এক চুলদাড়ির দোকানে গিয়ে ঢুকল। যখন ফিরে এল, তখন তার মুখে ঝাঁকড়া গোঁফ এবং লালচে চাপদাড়ি।

সাত

আর্ডেন অরণ্য থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে সেদিন উর্সাসের গাড়ি। হোমো চক্ষু বুজে দাঁড়িয়ে কিসের ধ্যান করছে, তা সেই জানে। একটা বাচ্চা মেয়ে তার সমুখের ঠ্যাং ধরে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

গিয়েলুম নেমে এল একটা বাদাম গাছের গুঁড়ি বেয়ে, জামার দুই পকেট বাদামে ভর্তি করে। এখন নামবার তার গরজ ছিল না, কিন্তু উর্সাকে হোমোর পা ধরে দাঁড়াতে দেখে সে তাড়াতাড়ি নেমে এসেছে এই ভয়ে যে পাছে অসাবধানে হোমো একখানা পা তুলে দেয় উর্সার পিঠে। বিকলাঙ্গ হওয়ার কী জ্বালা, গিয়েলুম তা জানে। আদরের এই সোনা পুতুলটার ভাগ্যে সে দুর্দৈব না ঘটে, এ বিষয়ে তার প্রখর দৃষ্টি।

এখানে এসে বাজিকরের তাঁবুর শ্বাতক জ্বালা সে ভুলেছিল। তারা তার দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়ে নিত বটে, কিন্তু বিনিময়ে সদয় ব্যবহার করতে হবে ওর সঙ্গে, এমন কোন ধারণা তাদের ছিল না। বিকৃত মুখের দরুন সদাই

www.BanglaBook.org

নিষ্ঠুর বিদ্রূপ ছিল গিয়েলুমের পাওনা। কাঁদলেও তার মুখখানা থেকে চিরন্তন হাসি এক সেকেন্ডের দরুন অপসৃত হয় না, এটা তাদের কাছে ছিল এক মহা কৌতুকের ব্যাপার, যার পরীক্ষা দিনে দশবার নিয়ে নিয়েও তাদের আর পরিতৃপ্তি হত না কোন সময়। কাঁদাবার জন্য অশেষ রকম ফন্দি আবিষ্কার করত তারা। পিন ফুটিয়ে দিত, সমুখ থেকে খাবারের প্লেট আচমকা কেড়ে নিত, হয়তো বা গরম সাঁড়াশির ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিত একান্ত অতর্কিতে। স্বভাবতই উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠত অভাগ্য বালক, তখনই তো আসল মজা ওদের! গলা দিয়ে বেরুচ্ছে আর্তনাদ, মুখ তখন বত্রিশটা দাঁত বার করে হাসছে। হাসির হাঃ হাঃ আওয়াজটাই নেই গিয়েলুমের গলা থেকে, তার দরুন ক্ষতিপূরণ আসছে বাজিকর পরিবারের তিনটি প্রাণীর সমবেত অট্টহাসি।

হ্যাঁ, এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই পালিয়ে এসেছিল গিয়েলুম। এসে আশ্রয় পেয়েছিল এই নেকড়ের গাড়িতে। তক্ষুণি আশ্রয় পাবে, এ-ভরসা নিয়ে গাড়ির কাছে অবশ্য সে আসেনি। গাড়ির ভিতরে কী ধরনের মানুষ আছে, কৌতূহলের বশে সেইটাই দেখে নিচ্ছিল উঁকি দিয়ে। দেখার পরেই তাড়া খেয়ে আবার জঙ্গলের ভিতর লুকোতে হবে। অনির্দিষ্ট কাল ঝোপ থেকে ঝাড়ে, ঝাড় থেকে গর্তে পালিয়ে পালিয়ে পথ অতিক্রম করতে হবে—এইরকমই ছিল তার কল্পনা। কিন্তু কল্পনা অনুযায়ী কাজ হল না।

উর্সাস তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল পুরো এক মিনিট। গিয়েলুমও উর্সাসকে দেখে তাক মেরে গিয়েছিল, কারণ বাজির খেলা দেখতে যত লোক এ-যাবৎ এসেছে তাদের তাঁবুতে—তা শহরে হোক আর গ্রামে হোক—তাদের ভিতর ঠিক এরকম চেহারার একটি প্রাণীও সে দেখেনি কোন দিন। এ কি সত্যিই মানুষ? অথবা না-মানুষ না-ভালুক জাতীয় কোন আজগুবী জীব? মানুষ মাত্রেই নিজের চেহারাখানি মেজে-ঘষে পরিষ্কার করতে চায়, যথাসম্ভব মনোরম করে অন্য মানুষের সমুখে হাজির করতে চায়—এই ছিল গিয়েলুমের ধারণা। কিন্তু সে ধারণা তো এ-লোকটির বেলায় ভুল প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।

উর্সাস নিজেকে সুন্দর করে তোলার দিকে তো সচেষ্ট নয়ই, বরং বলা যেতে পারে উলটো দিকেই তার যত্ন। লম্বা দাড়ি আর জটাবদ্ধ চুল—এ কি মানুষে রাখে? গায়ের জামাটা দেখ! কোন্ দরজির হাতে তৈরি, জানলে গিয়েলুম

www.BanglaBook.org

গিয়ে তাকে বাহবা দিয়ে আসত। একখানা ভেড়ার লোমের কম্বল লম্বা সেলাই দিয়ে জামায় পরিবর্তিত করা হয়েছে। সেই জামা গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে উর্সাসের। কোমরে সাপের চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা; এমনি কায়দায় আঁটা যে দেখলেই মনে হয় একটা জ্যান্ত সাপ মানুষটার কোমর বেষ্টন করে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে।

এই অদ্ভুত চেহারাখানি হঠাৎ সমুখে দেখে গিয়েলুমও ঠিক ততখানিই তাজ্জব বনে গিয়েছিল, যতখানি গিয়েছিল উর্সাস তার আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি দেখে। এ-জিনিসের কথা উর্সাস আগেও শুনেছে, ফরাসী দেশে এবং ইতালিতে মুখের উপর অস্ত্রোপচারের একটা পদ্ধতির কথা চোর-ডাকাতের মহল থেকেই ইতিপূর্বে কানে এসেছে তার। বদ্ধমূল বংশানুক্রমিক শত্রুতা যার সঙ্গে আছে, তাকে ধরতে পারলে এইভাবে শত্রুতাসাধন করে আনন্দ পায় বর্বর অত্যাচারীরা। হ্যাঁ, শুনেছে উর্সাস, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা এই প্রথম। দেখে মনে হল, না-দেখাই ভাল ছিল।

গা সিরসির করে ও-হাসি দেখলে। ও ঠিক মানুষের হাসি নয়। খানিকটা জান্তব, খানিকটা পৈশাচিক—এই দুই হাসি মেশালে বোধ হয় তৈরি করা যায় এই অমানুষিক হাসি। ষড়রিপুর প্রকোপ বাড়িয়ে তুলবার জন্যই যেন এর কল্পনা। যার মুখে অস্ত্র চালানো হয়নি বিশেষ একটি কায়দায়, সে এমন হাসি হাসতে পারে শুধু ঐ ষড়রিপু একসাথে উত্তেজিত হয়ে উঠলে।

হ্যাঁ, উর্সাস শুনেছে এ-হাসির কথা। কাজেই চমকটা কাটিয়ে উঠতে তার বেশি সময় লাগল না। গিয়েলুম কিন্তু তখনও বুঝে উঠতে পারেনি যে কী ধরনের জীব উর্সাস। এর কাছ থেকে ছুটে পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা।

ছুটেই হয়তো পালাত বালক, কিন্তু তার মনের কথা অনুমান করেই উর্সাস তার হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলল। বালকের ভয় তাতে বাড়ল বই কমল না। হাত ছাড়াবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু উর্সাসের সঙ্গে সে জোরে পারবে কেমন করে?

উর্সাস তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললে—"আমার কাছে তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। যতক্ষণ আমার সাহায্য দরকার, তা পাবে তুমি। এই মুহূর্তে সে সাহায্য খুবই বেশি প্রয়োজন তোমার। বাজিকরেরা চারদিকে ছুটোছুটি

www.BanglaBook.org

করছে তোমাকে ধরবার জন্য। ধরলে কী করবে তোমায় নিয়ে, তা বুঝতে পারছ তো? যে রকম আগুনে তুমি তাদের তাঁবু জ্বালিয়ে দিয়েছিলে, তেমনি আর একটা আগুন জ্বেলে তোমায় পোড়াবে। যদি বাঁচতে চাও, আমার গাড়িতে ওঠো। আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি, কেউ স্বপ্নেও ভাববে না যে গাড়ির ভিতর তুমি লুকিয়ে আছো।"

উর্সাসের কথা মনে ধরেছিল গিয়েলুমের, সে গাড়ির ভিতরে ঢুকে নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছিল।

*　　*　　*　　*　　*

প্রথম কয়েকদিন গিয়েলুমের মনে মনে ইচ্ছে ছিল, সুযোগ পেলেই সে পালাবে। কিন্তু সুযোগ সে পায়নি, উর্সাস চোখে চোখে রেখেছিল তাকে। তা ছাড়া, পালাবার ইচ্ছেটাও দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। উর্সাসের চেহারা যেমন অদ্ভুত, আচরণ যেমন বিটকেল, স্নেহটাও তেমনি বেয়াড়া। ভালবাসার কথা সে মুখে কিছু বলে না, বললেও সে-সব কথা তার মত জীবের মুখে বেমানান শোনাবে। কিন্তু তার ভাবে-ভঙ্গিতে এ কথা পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় যে চিরদিন স্নেহ-যত্নে বঞ্চিত দুর্ভাগ্য এই বালকের উপরে একটা অকৃত্রিম দরদ আছে তার। সেই উপলব্ধি গিয়েলুমের মনে এসেছিল বলেই—বিচালিওয়ালার গুদামে পালাবার অজস্র সুযোগ পেয়েও সে পালায়নি। বরং কখন বুড়ো ফিরে আসবে, কখন বুড়ো ফিরে আসবে—এই রকমের একটা অস্থিরতা সে মনে মনে অনুভব করেছিল।

উর্সাস ফিরে এল একটি ফোটা ফুলের মত মেয়ে কোলে নিয়ে। গিয়েলুম প্রথমে চমকে গেল। তারপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। এমন বয়সের শিশু সে আগে একটিমাত্র দেখেছে, সে ঐ বাড়িওয়ালারই মেয়ে ভয়লা। কিন্তু সে আর এ? দুটিকে এক শ্রেণীর জীব বলে মনে করাই শক্ত।

ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে হাত দুখানি বাড়াল গিয়েলুম। আর সেই অচেনা শিশু হাসির লহর তুলে তার কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অপহৃত হওয়ার পরে যে-কান্না তার সাথের সাথী হয়েছিল, আইরিনের বুকের কোমল স্পর্শেও যে-কান্না সে ভুলতে পারেনি, তা উর্সাসের কোলে আসার পর থেকে সে ভুলেছে।

www.BanglaBook.org

সেই থেকে গিয়েলুমের প্রধান কাজ দাঁড়াল উী'কে কোলে কোলে রাখা। দুটি পোষ্য—হোমো আর উী—এদের নিয়ে সে সারাদিন মশগুল হয়ে থাকে। দুশ্চিন্তা আর ভয়—সে সব যেন অতীতের বস্তু। মাঠে মাঠে বনে বনে গাড়ি নিয়ে ঘোরে উর্সাস। গ্রামের ধারে যতক্ষণ গাড়ি দাঁড়ায়, উর্সাস যখন ওষুধ বিতরণ করে তার রোগীদের, গিয়েলুম ততক্ষণ উী'কে কোলে নিয়ে গাড়ির ভিতরে বসে থাকে, মনগড়া খেলা উদ্ভাবন করে উী'কে ভুলিয়ে রাখবার জন্য। ওদের দুজনের অস্তিত্বের কথাই জানতে পারে না গ্রামের লোক। কাজ শেষ হতেই উর্সাস তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায় বনের ধারে বা মাঠের ভিতর, যেখানে তার পালিত জীবগুলি স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে কাল কাটাতে পারবে।

অ্যালারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যখন ফিরে এল উর্সাস, অভাগা গিয়েলুমকে সে নতুন চোখে দেখল। যাকে কোলে তুলে নিয়েছিল পরিচয়হীন কৃপার পাত্র বলে, সে তাহলে দেববিশ্রুত এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। ভাগ্য তাকে বিড়ম্বিত করেছে, মানবসমাজের কাছ থেকে নির্যাতন ছাড়া সে আর কিছু পায়নি। অথচ তার নিজের কোন অপরাধে এ-সাজা তাকে পেতে হয়নি, এর জন্য দায়ী তার পিতার নিষ্ঠুরতা। এমন নিষ্ঠুরতা প্রায় সব জমিদারই করে থাকে, করে আসছে বিজয়ী উইলিয়মের যুগ থেকে। কিন্তু তার প্রতিফল এমন মর্মান্তিকভাবে কাউকে এ-যাবৎ পেতে হয়েছে বলে উর্সাসের জানা নেই।

এই অভাগা অভিজাত সন্তানের উপর করুণায় ভরে গেল উর্সাসের অন্তর। মানবসমাজ যে অত্যাচার করেছে এর উপর, তার অন্তত খানিকটা ক্ষতিপূরণ কী করে হতে পারে, সেই চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। অ্যালারিকের গুহা থেকে সে শুনে এসেছে ওকে নিজের জন্মগত অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা হবে একটা। ওদের বংশের প্রতিনিধিরূপে যে জমিদারির পরিচালনা করছে, সেই ব্যক্তিই ভার নিয়েছে ওর পুনর্বাসনের।

সাফল্যের আশা উর্সাস অন্তত খুব বেশি করে না। কারণ ভাল কাজে যে কোন দেশেই বিঘ্ন ঘটে বিপুল এবং ব্যাপকভাবে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে গিয়েলুম অপহৃত হওয়ার পরে। শিশু হয়েছে যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত। দেহ হয়েছে বিকলাঙ্গ, মুখ হয়েছে বিকৃত। তার পিতা বেঁচে থাকলে আজ তিনিও একে নিজের পুত্র বলে চিনতে পারতেন না কোনমতেই। তা সে পিতা তো আজ বহুদিন আগেই লোকান্তরে প্রয়াণ করেছেন। জমিদাররূপে যে প্রতিষ্ঠিত

www.BanglaBook.org

এখন, সে একটা বালিকা। স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুকে সে কিছুমাত্র মূল্য দেবে, এমন আশাই করা যায় না। আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ যারা জুটেছে, তারা তো মানুষ নামের যোগ্যই নয়, ডেভিড সম্বন্ধে অ্যালারিকের দুই-একটা মন্তব্য থেকে উর্সাস সেইরকমই বুঝেছে।

এখন এই বিড়ম্বিত বালকের কী উপকার করতে পারে উর্সাস? কোন উপকারই কি করতে পারে না?

ভেবে ভেবে উর্সাস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে তা সে পারে। খুব বেশিরকম উপকারই সে করতে পারে ওর। শিক্ষা বলতে সে শুধুমাত্র পেয়েছে, তারের উপর উঠে অঙ্গভঙ্গি করে নাচার শিক্ষা। জমিদারি ফিরে পাক বা না পাক, মানুষ হিসাবে একে যদি বাঁচতে হয় পৃথিবীতে, তবে ওর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল যে জিনিসের, সেটি হল ভদ্রোচিত শিক্ষা। মুখ তার মর্কটের মত হলেও, চরিত্র তার মানুষের মত যাতে হয়, এই চেষ্টাই করবে উর্সাস।

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মনে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সে। সে দেবে শিক্ষা? সে চেষ্টা করবে গিয়েলুমকে মানুষের মত মানুষ করে গড়বার? কে সে? নিজেই সে মানুষ কিনা, এইটিই মাঝে মাঝে ঘোরতর সন্দেহ জাগে তার মনে। অন্তত ভদ্রসমাজে সে যে অর্ধশতাব্দী কাল মেশেনি, এটা তো একান্ত নিশ্চিত! কী স্পর্ধা তার যে সে শিক্ষার ভার নিতে চাইছে! এই বালকের ভাগ্য মুখ তুলে চাইলে অদূর ভবিষ্যতে যে সভ্যতম দেশের উচ্চতম সামাজিক পর্যায়ে সর্বোত্তম সম্মানের অধিকারী হয়ে বসতে পারে?

হাসতে হাসতেই সে গিয়ে ঢুকল গাড়ির ভিতর। গাড়ির রূপান্তর হয়েছে ইদানীং। ডী'কে নিয়ে প্যারি থেকে ফিরেই, সেই বিচালিওয়ালার গুদামে বসেই গাড়ির উপরে একটা হালকা দোতলা তুলে নিয়েছিল উর্সাস। আগের চাইতে তিন ফুট উঁচু করতে হয়েছে গাড়িটা, ফলে ভারীও হয়েছে আগের চেয়ে। রোজই উর্সাস লক্ষ্য করে দেখে—হোমোর পক্ষে এ দোতলা গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হচ্ছে কিনা। না, তা হচ্ছে না। রম-ভেজানো মাংস খেয়ে খেয়ে হোমো পশুসমাজে পালোয়ান বনে গিয়েছে। যদি কোনদিন তাকে হাঁপাতে দেখা যায়, তক্ষুণি হোমোর একজন সহকারী নিয়োগ করা হবে, এটাও স্থির করে রেখেছে উর্সাস। নেকড়ের এক্কাগাড়ি জুড়িগাড়িতে পরিণত হবে। এবং

www.BanglaBook.org

সেই সহকরীর নাম কী হবে, তাও আগেভাগেই ঠিক করে ফেলেছে সে। নাম হবে "লোম"—যার অর্থ ভূত।

গাড়ির দোতলায় এখন গিয়েলুম শয়ন করে, ডী থাকে হোমোর সঙ্গে একতলার বিছানায়। একতলার অনেক বাক্স-পেঁটরা স্থানান্তরিত হয়েছে দোতলায়, তার সঙ্গে একটা লোহার তোরঙ্গও। হাসতে হাসতে উপরে উঠে সেই তোরঙ্গটা খুলে বসল উর্সাস।

বই, শুধু বই, আর বই। পাতলা বই, মোটা বই, লম্বা বই, বেঁটে বই, সব পুরানো ঝরঝরে, পাতা সব হলদে, পোকায় খাওয়া। এক একখানা করে খোলে আর দুই-চার পাতা ওলটায় উর্সাস। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, চোখের সামনে বিগত দিনের স্মৃতি, জীবনপ্রভাতের রংবেরঙের বিচিত্র সব ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে আবার। সব বইয়েরই প্রথম পাতায় একই নাম লেখা, মালিকের নাম। সে নামের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উর্সাস—গতযুগের এই বিখ্যাত অধ্যাপকের নাম আজ তার অপরিচিত মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত এই মহাপণ্ডিতের সঙ্গে নেকড়ের গাড়িতে বনে প্রান্তরে ভ্রাম্যমাণ এই যাযাবরের ক্ষীণতম সাদৃশ্যও সে খুঁজে পায় না।

হঠাৎ ডী ডাকাডাকি শুরু করে নিচে থেকে—"গিলি! গিলি!" গিয়েলুমের নামকে সে সংক্ষেপ করে নিয়েছে নিজের সুবিধার জন্য। সেই শিশু-কণ্ঠস্বরে স্মৃতিচারণা বন্ধ হয়ে যায় বৃদ্ধের, তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করে সে নিচে নেমে আসে। না, এসব বই তো গিয়েলুমের কোন কাজে লাগবে না! ওকে তো বর্ণমালা থেকে শুরু করতে হবে। একটা কথা মনে হতেই আবার হাসি পায় উর্সাসের। ডী আর দুই-তিন বছর বড় হলে ওদের দুজনকে এক সাথে পড়ানো যেত!

পরের দিন যে গ্রামের পাশে গাড়ি থামল, তাতে দোকান আছে দুই-চারটা। খোঁজ নিয়ে জানল শিশুপাঠ্য বইও সেখানে মেলে। যা কোনদিন করে না, তাই আজ করল উর্সাস। ওষুধ বিতরণ শেষ হওয়ার পরে গাড়ি ছেড়ে গ্রামের ভিতর ঢুকল, দোকান থেকে বই কিনল অনেকগুলি।

গিয়েলুম প্রথমটা অবাক হয়ে গেল বই দেখে। এ আবার কী জিনিস? প্রথম মনে করেছিল ডী'র জন্য খেলনা এনেছে জেঠা। উর্সাসকে ও জানে জেঠা বলে, ডী'ও তাই জানে। উর্সাসই শিখিয়েছে জেঠা বলে ডাকতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু না, ডী'র খেলনা তো নয়, তার নিজেরই। তাকেই এগুলি নাড়াচাড়া করতে হবে। জেঠার শিক্ষামত উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করতে হবে। প্রথম প্রথম মোটেই মন বসে না তার, কিন্তু যতই দিন যায়, বইগুলির আকর্ষণ ততই বেড়ে যায়।

হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা—

উর্সাস এক ছোট্ট নদীর ধারে গাড়ি থামিয়ে রান্না চড়িয়েছে। গিয়েলুম শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আনছে সেডার বন থেকে। তারই পিছনে পিছনে ঘুরছে ডী—একজোড়া ক্ষুদে লাল জুতো পায় দিয়ে। বনে কাঁটা থাকে, কাঁকর থাকে। নরম নরম ছোট্ট পা দু'খানিতে ফুটে না যায়, সেদিকে উর্সাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

সবাই নিজমনে নিজ নিজ কাজ করছে, হঠাৎ হোমো চেঁচিয়ে উঠল—

মুখ তুলে উর্সাস দেখল—গাড়ি আসছে একখানা। এতে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। নদীর জল এখানে এক হাঁটু মাত্র। গাড়ি পারাপারেরই ঘাট এটা। গাড়িখানা অবশ্যই জলে নেমে ওপারে চলে যাবে। উর্সাস নিজের মনে রান্নাই করছে।

কিন্তু গাড়ি নদীর ভিতর নামবার কোন লক্ষণ দেখাল না। উর্সাসের গাড়ি যেখানে রয়েছে, তার অতি নিকটে এসে থেমে পড়ল একেবারে।

এবার একটু মনোযোগ না দিয়ে পারল না উর্সাস এই গাড়ির দিকে। কারা এল? এখানে এসে থামল কিসের জন্য?

গাড়ি থেকে নামল একটি মধ্যবয়সী লোক। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক যে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। বেশভূষা মূল্যবান।

নিকটে আসতেই উর্সাসকে উঠে দাঁড়াতে হল। এ লোক তো তার পরিচিত! এ তো সেই মিস্টার রাসেল। অ্যালারিকের দস্যুপুরীতে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল তার! গিয়েলুমের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ইনি কোন খবর এনেছেন না কি?

দুই পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল উর্সাস ডান হাত সম্মুখে বাড়িয়ে দিয়ে। ভঙ্গি দেখে রাসেল চমৎকৃত হলেন। বিদেশী দূতকে সাক্ষাতের অনুমতি দিয়ে সম্রাটরা এইরকম ভঙ্গিতেই তার প্রতীক্ষায় দাঁড়ান।

রাসেলের সেই মুহূর্তেই প্রতীতি জন্মাল, এ লোক ভবঘুরে বেদে নয় কখনো, এর বর্তমান দৈন্যের পিছনে অবশ্যই কোন লুক্কায়িত রহস্য আছে, কোন প্রচ্ছন্ন গৌরবের ইতিহাস।

এগিয়ে এসে সেই প্রসারিত হস্ত সাদরে গ্রহণ করলেন রাসেল, "আপনার

www.BanglaBook.org

সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হয়েছি। আজ কয়েক দিনই আপনার পিছনে পিছনে আছি আমি। লা-মার্তিয়ারে এসে শুনলাম—আপনি ক্লেমেকোঁ গিয়েছেন, ক্লেমেকোঁতে পৌঁছে খবর পেলাম আপনি জার্মেইনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন—"

"খুব কষ্ট পেয়েছেন তাহলে। গিয়েলুমের সম্পর্কে কোন কথা বোধ হয়? আমার পাত্তা আপনাকে কে দিলে? অ্যালারিক?"

"দুটো প্রশ্নেরই উত্তর—'হ্যাঁ'।"

"গিয়েলুমের কথা পরে শুনছি। আগে বলুন অ্যালারিকের কথা। সে কেমন আছে? এবং আইরিন?"

"শারীরিক ওঁরা কুশলেই আছেন, কিন্তু মানসিক বিষাদে অবসন্ন। ঐ যে মেয়েটি—"

সেডার বনের তলায় তলায় ধাবমানা ডী যেন একটা বিদ্যুৎশিখা। সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে রাসেল বললেন—"ঐ মেয়েটিই সে বিষাদের কারণ। আইরিন ওকে ভুলতে পারছে না। আর আইরিনের চোখে অশ্রু দেখে অ্যালারিকও মুষড়ে পড়েছে! লুঠপাট খুনজখম সব বন্ধ। এক্স, ওয়াই, জেড—দস্যুরা সব বসে বসে চুরুট ফুঁকছে।"

উর্সাসের ঠোঁটের কোণে চকিতের জন্য হাসি ফুটে তক্ষুণি তা মিলিয়ে গেল—"প্রকৃতির প্রতিশোধ। ডী'কে নিয়ে যাবার কথা কিছু বলছিল?"

সজোরে মাথা নেড়ে রাসেল বললেন—"মোটেই না। আমিই সে প্রস্তাব করেছিলাম একবার। তাতে দুজনেই সজোরে প্রতিবাদ জানাল—বলে, দস্যুপুরীর কলুষিত আবহাওয়ার ভিতর নিয়ে গিয়ে ও মেয়েকে মানুষ করবার চেষ্টা করলে তাতে ওর ভালোর বদলে সমূহ মন্দই হবে। ওর উপর একটা মায়া পড়েছে আইরিনের, ভালোবাসার পাত্রীকে নরকের পথে ঠেলা উচিত নয়, এটুকু সুবুদ্ধি তাদের এখনো আছে।"

সেডার বনের আড়ালে একটা ঘোড়া দেখা গেল না? ঘোড়া এইদিক পানেই ছুটে আসছে। গিয়েলুমও ঘোড়া দেখেছে। কাঠ কুড়োনো বন্ধ রেখে সে ডী'কে কোলে তুলে নিল এবং এক ছুটে চলে এল গাড়ির দিকে। রাসেল সেই সুযোগে প্রথম দর্শন লাভ করলেন পেমব্রোকের আর্লডমের প্রকৃত অধিকারীর, তাঁর পরলোকগত বন্ধুর পুত্র ও একমাত্র বংশধরের।

www.BanglaBook.org

রাসেল বজ্রাহত! এ কথা বললেও তাঁর অবস্থার সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। বজ্রাহত ব্যক্তির চেতনা থাকে না, থাকে না বিস্ময় বা যন্ত্রণাবোধ। কিন্তু গিয়েলুমকে দেখে স্থাণুবৎ নিশ্চল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ তপ্ত শলাকা যেন তাঁর মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমনিধারা এক অনুভূতি—একেবারে বিহ্বল করে তুলেছে তাঁকে।

ঘোড়া এসে পড়েছে। তার পিঠে এক অশ্বারোহী।

উর্সাস ইশারা করেছে গিয়েলুমকে। সে উ'কে গাড়ির ভিতর ঠেলে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে বসেছে।

অশ্বারোহী এসে ঘোড়া থেকে নামল। সাধারণ ফরাসী ভদ্রলোকের মতই বেশভূষা, কিন্তু এমন ঝাঁকড়া গোঁফ বা লালচে চাপদাড়ি কোন ফরাসী যুবক রাখে না, তা সে ভদ্রলোকই হোক, আর অভদ্র লোকই হোক। তার দিকে রাসেল সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন, উর্সাস চেয়ে আছে সন্দিগ্ধভাবে। সে কিন্তু সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এসে নমস্কার করল উভয়কে এবং বলল—"নদীতে জল কি খুব বেশি?"

রাসেলের সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল গিয়েলুমের উপরে, তা নইলে ছদ্মবেশী আঁদ্রেকে তিনি অবশ্যই চিনতে পারতেন। পড়ে-পাওয়া পঞ্চাশ পাউন্ড সম্বল করে সে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে। রাসেল কোথায় যান, কী করেন, শেষ পর্যন্ত সে দেখবে এবং যা কিছু আবিষ্কার করতে পারে, জানাবে আমেলিয়াকে। রাসেল যে কোন একটা গোপন ব্যাপারে জড়িত হয়েই ফরাসীদেশে ঘোরাফেরা করছেন, তার এ-ধারণা আরও বদ্ধমূল রয়েছে, তাঁকে রাজধানী ছেড়ে মফঃস্বলে বেরুতে দেখে। এখন এই বিজন নদীতীরে, সেডার বনের অন্তরালে কম্বলের জোব্বা পরিহিত এই জটাদাড়িধারী বিটকেল চেহারা লোকটার সাথে তাঁকে মিলিত হতে দেখে তো সে ধারই নিল যে কোন সদুদ্দেশ্যে তিনি আসেননি এখানে।

ভাগ্যিস গিয়েলুমকে সে চাক্ষুষ দেখেনি। তাহলে তো সাফল্যের আনন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করত। অমন দানবীয় চেহারা যার, সে তো নিশ্চিতই অসামাজিক জীব। এবং রাসেল যখন অসামাজিকদের সঙ্গে মিশছেন এই জনবিরল নদীতীরে এসে, তখন তিনিও সমাজহিতার্থে এ কষ্ট নিশ্চয়ই স্বীকার করেননি।

www.BanglaBook.org

যা হোক সে এসে বিনীত হাস্যে জিজ্ঞাসা করল—"নদীতে জল কি খুব বেশি?" উর্সাস সত্য কথাই বলল—"আমি তো নেমে দেখিনি! তবে বোধ হয় বেশি নয়, কারণ মানুষে পায়ে হেঁটে পারাপার করে থাকে—পায়ের চিহ্ন দেখছেন না কাদার উপরে?"

"আমি ওপারে যাব। আপনার এখানে আগুন পাব একটু? চুরুট আছে, কিন্তু দেশলাই যে কোথা দিয়ে পড়ে গেল পকেট থেকে! আর তো ওপারের ক্রোভেকুরে না পৌঁছালে দোকান পাব না।"

সেডার বনের ওধারের রাস্তায় এক পথচারীর মুখ থেকে ক্রোভেকুর গ্রামটার নাম সে সংগ্রহ করেছে।

রাসেল পকেট থেকে দেশলাই বাক্সটা বের করে তার হাতে দিলেন—"প্রয়োজন বোধ করলে এটা রাখতে পারেন। আমার আরও আছে।"

আঁদ্রে ধন্যবাদে বিগলিত হয়ে পড়ল। একটা চুরুট এগিয়ে দিল রাসেলকে। তিনি ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন—"আমি ও রসে বঞ্চিত।" উর্সাস তো হেসেই মাথা নাড়ল। তখন নিজের মুখে চুরুটটা গুঁজে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে করতে সে প্রশ্ন করল—"আপনারা নিশ্চয়ই ওপারে কেউই যাবেন না? তাহলে একসাথে গল্পগুজব করতে করতে এগুনো যেত।"

না, তাঁরা কেউই ওপারে যাবেন না—দুজনেই মাথা নাড়লেন।

আঁদ্রের বিষম ইচ্ছা হচ্ছিল এইবার জিজ্ঞাসা করবে—কোথায় যাবেন ওঁরা। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে ও-রকম প্রশ্ন করা একেবারেই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হয় বলে সে এতটা অগ্রসর হতে সাহস করল না।

অতঃপর কী করবে সে? নদীপারে যাবে বলেছে, আর তো এখানে দেরি করার কোন কৈফিয়ত নেই। কিন্তু নদী পেরিয়ে গিয়ে সে করবে কী? ওপারে গিয়ে লুকিয়ে থেকে এদের গতিবিধি যে পর্যবেক্ষণ করবে, এমন কোন অন্তরাল ধারেকাছে দেখা যায় না। ওপারেও বিস্তীর্ণ বন, কিন্তু এইরকমই পরিষ্কার বনভূমি। বিশ-পঁচিশ ফুট পরে পরে সেডার গাছের গুঁড়ি উঠে গিয়েছে এক একটা। মাঝের জায়গা খেলার মাঠের মত পরিষ্কার। ঘোড়া নিয়ে সেখানে লুকোবার চেষ্টা একেবারেই হাস্যকর হবে। কী সে করে?

না, কিছুই করবার নেই। নদী পেরুবার কথাটা বলাই হয়েছে বোকামি। অন্য কিছু বললে হয়তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যেত কোন অজুহাতে। সে

www.BanglaBook.org

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হল এবং বিদ্যুৎচমকের মত একটা ফন্দি খেলে গেল তার মাথায়।

ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে যেন লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় সে চেঁচিয়ে উঠল—"এঃ, আমার থলেটা?"

থলে! তার দিকে ফিরে তাকাতেই হল রাসেল ও উর্সাসকে।

আঁদ্রে দারুণ সমস্যায় পড়েছে যেন, এমন একটা ভঙ্গি করে বলল—"জিনের সঙ্গে বাঁধা ছিল একটা থলে, তাতে একটা জামা, কিছু অর্থ—এইসব ছিল। সেডার বনে ঢুকবার আগেও ছিল দেখেছি। নিশ্চয় বনের ভিতরে কোথাও পড়েছে।" এই বলে ঘোড়া সেইখানে বেঁধে সে ছুটে বনের ভিতর ঢুকল এবং এ গাছের আড়ালে, ও গাছের আড়ালে ঘুরে ঘুরে বেশ ভাল করে, বেশ দীর্ঘ সময় ধরে খুঁজতে লাগল তার থলেটা।

"লোকটার মতলব কী বলুন তো?" জিজ্ঞাসা করেন রাসেল।

"আপনি কোনমতেই কি চিনতে পারছেন না ওকে? ভাল করে ঠাহর করে দেখুন তো! আমার তো মনে হচ্ছে ও আপনার পিছু নিয়েই এসেছে।"

"আমার পিছু নিয়ে?"—চিন্তিত ভাবে মাথা চুলকোতে লাগলেন রাসেল, সম্ভব হতেও পারত সেটা, যদি আমার আগমনের উদ্দেশ্য ওর জানা থাকত। কিন্তু সেটা তো অ্যালারিক ছাড়া আর কেউ জানে না! অ্যালারিক কাউকে সে গোপন কথা বলবে, এমন তো সম্ভব নয়।"

"যাই হোক, ও ওর থলে খুঁজছে সেই অবসরে আসুন আমরা আমাদের কাজটা শেষ করে ফেলি। আপনি কিছু একটা খবর পেয়েছেন গিয়েলুম সম্বন্ধে, কী বলেন?"

"ঠিক অনুমান করেছেন। গিয়েলুম পরলোকগত আর্ল গুস্টেভের পুত্র কি না, সেটা প্রমাণ করবার একটা পথ পাওয়া গিয়েছে। এই দেখুন—"

রাসেল পিছন ফিরলেন সেডার বনের দিকে, যাতে বনের ভিতর থেকে লাল দাড়িওয়ালা লোকটা তাঁর খাতাখানি দেখতে না পায়। বুকপকেট থেকে ডায়েরি বার করলেন গুস্টেভের, শেষ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত আঙুলের ছাপগুলির উপর আঙুল রেখে বললেন—"এই ছাপ যদি গিয়েলুমের হাতের ছাপের সঙ্গে মেলে, তবে আর সন্দেহ থাকবে না যে সেই পেমব্রোকের জমিদারির উত্তরাধিকারী। অ্যালারিকের সাক্ষ্য এবং গিয়েলুমের শৈশবের জামা-কাপড় বা

www.BanglaBook.org

তার গায়ের জড়ুল এসবের চাইতে অনেক জোরালো প্রমাণ হবে এই হাতের ছাপ। এখন হাতের ছাপ নেওয়ার জন্য গিয়েলুমকে নিয়ে প্যারিতে ফেরা দরকার আপনার। আপনাকে কোথায় ধরতে পারব, কতদিনে ধরতে পারব আন্দাজ করতে পারলে আমি প্যারি থেকে ছাপ নেবার লোক নিয়েই বেরুতাম।"

"আমি কি করে যাই?" হেসে ফেলে উর্সাস—"ডী'কে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু হোমোকে রাজধানীতে নিয়ে গেলে ও ভয় পেয়ে যাবে। বেচারী গ্রামেই মানুষ। শহর চোখে দেখেনি কখনও। কিন্তু অ্যালারিকের সাক্ষ্যের কথা বলছেন আপনি, অ্যালারিক সাক্ষী হয়ে কোন আদালতে হাজির হলে যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাঠগড়া বদল করে করে হাজারটা মামলার আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে। সে হিসাব করেছেন? প্রথমে যাবে ওর স্বাধীনতা, তার পরে যাবে জীবন। ওর ফাঁসি অনিবার্য।"

রাসেল গম্ভীর হয়ে উঠলেন—"এটা আমার মনেই হয়নি। অ্যালারিকেরও মনে হয়নি নিশ্চয়। সে তো বেশ সহজ ভাবেই সাক্ষ্য দেবার কথায় সায় দিয়েছিল। বলতে গেলে, সেই তো এ ব্যাপারের একমাত্র এবং মূল সাক্ষী।"

চিন্তিত হয়ে পড়লে রাসেলের চিরদিনের অভ্যাস দুই হাত পিছন দিকে নিয়ে মেলানো, এবং সেইভাবে পায়চারি করা। আজও ঠিক সেই কর্মটিই করে বসলেন তিনি। দুই হাত পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, ডান হাতে যে তখনও গুস্টেভের ডায়েরিখানি রয়েছে, তা তাঁর খেয়ালই রইল না।

সঙ্গে সঙ্গে উর্সাসের আকর্ষণে তাঁর ডান হাতে সমুখে এসে পড়ল আবার। ব্যস্তভাবে তিনি ঘাড় ফেরালেন সেডার বনের দিকে—নাঃ, দাড়িওয়ালা লোকটিকে কোন দিকেই তো দেখা যায় না! নিশ্চয় ও রাস্তার উপর ঘোরাঘুরি করছে থলের খোঁজে।

কিন্তু, চতুর চূড়ামণি রাসেল ও চির-হুঁশিয়ার উর্সাস দুজনেই করলেন মহা ভুল। আঁদ্রে রাস্তায় ওঠেনি। বনের ভিতরই লুকিয়ে আছে মোটা একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে, এবং সেখান থেকে কালো খাতাখানি রাসেলের হাতে চকিতে দেখে নিয়েছে। নিয়েই আবার মুখ লুকিয়েছে তক্ষুণি।

বুঝতে তার বাকি নেই যে এই খাতাখানি সম্বন্ধেই যা কিছু গোপন কথা রাসেলের। এই খাতা দেখাবার জন্যই তিনি লন্ডন থেকে ছুটে এসেছেন প্যারিতে, এবং প্যারি থেকে এই অজ পাড়াগাঁয়ের বনের ধারে।

www.BanglaBook.org

নিশ্চয় ঘোরতর দরকারী কিছু লেখা আছে ঐ খাতায়।

উর্সাস রান্না চড়িয়ে দিল। গিয়েলুম আর ডী মোটেই বেরুলো না গাড়ি থেকে। রাসেল খেয়ে যাবেন উর্সাসের রান্না, তিনি উনুনের পাশে বসেই নিম্নস্বরে কথা কইছেন উর্সাসের সঙ্গে। রাসেলের গাড়ির কোচম্যান তো ঘুমিয়ে পড়েছে গাড়ির উপরে।

আঁদ্রেকে ফিরতে হল এক সময়। মুখটা খুব বিষণ্ণ করেই ফিরে এল। "আপনাদের কাছে বিদায় নিতেই এলাম। আমার যাত্রা ভঙ্গ করতে হল। থলেটার ভিতর অর্থ ছিল, হারিয়ে গেল। নিঃসম্বল অবস্থায় কোথায় যাব? বাড়ি ফিরে যাই।"

রাসেল মাথা নাড়লেন—"তা তো বটেই। নমস্কার।"

আঁদ্রে যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরল। আঁদ্রে গেল, কিন্তু তার সে-যাওয়া শুধু যাওয়ার ভান মাত্র। সেডার বন পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল সে। আধ মাইল পিছনে একটা দরিদ্র সরাইখানা সে দেখে এসেছিল আসার সময়। সেইখানে গিয়ে সে ভোজন করল কিছু এবং তারপর বিশ্রাম করতে লাগল একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। ঘোড়া আস্তাবলে রয়েছে, আঁদ্রে উপরতলায় বসে আছে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে কেটে গেল, অবশেষে আঁদ্রের প্রতীক্ষার ফল ফলল। নদীর ধার থেকে প্রথমে এল রাসেলের গাড়ি, তার দশ মিনিট পরে দেখা গেল উর্সাসের গাড়িও।

আঁদ্রে সিদ্ধান্তে উপনীত হল—খাতার পাতায় এমন কিছু দেখতে পেয়েছে ঐ কম্বলের জোব্বা-পরা আদমিটা, যার দরুন নিজের কাজ ফেলে রাসেলের সঙ্গে প্যারিতে ফিরতে তার আপত্তি হয়নি।

ঐ খাতাখানা যদি দু'মিনিটের মত হাতে পেত আঁদ্রে!

পাওয়ার চেষ্টা করতে সে বাধ্য। না যদি চেষ্টা করবে, তাহলে এত জল ঘাঁটাঘাঁটি সবই অকারণ। যাতে হাত দেওয়া হয়েছে, সেটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে।

দু'খানা গাড়ি পর পর সমুখ দিয়ে চলে গেল। তারও পনেরো মিনিট পরে আঁদ্রে বেরুলো হোটেল থেকে। ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলেছে, নেকড়ে-টানা গাড়িটা ধরবার জন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঐ তো গাড়ি! না, একেবারে কাছাকাছি আঁদ্রে যাবে না। বেশ কিছুটা পিছনে থেকে অনুসরণ করবে। প্যারিতে পৌঁছুতে দুটো দিন দুটো রাত্রি লাগবে এদের। এই দুটো রাত্রি কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে আঁদ্রে। কোন্ কোন্ হোটেলে রাত্রিবাস করবেন রাসেল তা আন্দাজ করতে পারে সে, কারণ এ রাস্তায় ভালো হোটেলের সংখ্যা বেশি নয়। আজ হোটেল দ্য ভেন্ডোম, কাল হোটেল সিনক্লেয়ার ঐ দুই হোটেলে রাত্রিবাস করতে হবে আঁদ্রেকেও। ওদের দাবিদাওয়া কী রকম, কে জানে। জলের মত খরচা হয়ে যাচ্ছে আঁদ্রের। কিন্তু তা বলে তো দুঃখ করা চলে না! রাসেলের চক্রান্ত উদ্‌ঘাটন করতে পারলে আমেলিয়ার কাছে দশগুণ ফেরত পাওয়া যাবে।

দুই রাত্রিই কিন্তু বৃথা গেল অভাগা আঁদ্রের। উর্সাস কি পিছন ফিরে দেখতে পেয়েছিল আঁদ্রের ঘোড়াকে? খুব সম্ভব তাই। তা নইলে রাসেল মোটে এক রাত্রিও কোন হোটেলে ঢুকলেনই না কেন? উর্সাসের গাড়ি আর তাঁর গাড়ি এক সাথেই রইল দুই রাত্রিই। গাড়ির ভিতরই ঘুমোলেন রাসেল। তাও রাসেল যখন ঘুমোলেন, উর্সাস রইল জেগে। উর্সাস যখন ঘুমোলো, তখন পাহারা দিলেন রাসেল। আঁদ্রে ঘোড়ার পিঠে বসে মশার কামড় খেলো দু'দুটো রাত।

তার পর তৃতীয় দিন প্রভাতে আঁদ্রে প্যারিতে প্রবেশ করল যখন, ঘোড়াটাকে বেচে দেওয়া হল তার প্রথম কাজ! দশ পাউন্ডে কিনেছিল, আট পাউন্ডে বেচতে হল। তা ছাড়া পথে পথে ঘোরার সময় ওর দানাপানির দরুনই দুটো পাউন্ড খরচা হয়েছে। মবলগ চার পাউন্ড খরচা হয়েছে আঁদ্রের। আশা আছে আমেলিয়ার কাছে দশ গুণ করে ফেরত পাবে।

দ্বিতীয় কাজ হল দাড়ি-গোঁফটা খুলে ফেলা এবং তৃতীয় কাজ লেডী রাচেলের নামে পেমব্রোকে একটা তার করে দেওয়া। তারের বয়ান এই—"জটিল পরিস্থিতি। আপনাদের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত। আমি আসছি খবর নিয়ে।"

প্যারিতে আর রাসেলকে ঘাঁটাতে চায় না আঁদ্রে। এখানে অ্যালারিক আছে। এবার তার হাতে পড়লে, মুক্তিপণ দেবার জন্য রাসেল তো এগিয়ে আসবেন না!

* * * *

অ্যালারিক কি নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে? গিয়েলুমকে নিয়ে যখন উর্সাস তার পাতালপুরীতে এল, তখন এক পলক সেই হতভাগ্য বালকের দিকে তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

থাকবার পরেই তার চোখ জ্বালা করতে লাগল, দুই হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়ল এবং বসে বসে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

তার এই বিচলিত ভাব দেখে উর্সাস বলল রাসেলের কানে কানে—"প্রকৃতির প্রতিশোধ। দেখুন এর জের কতদূর গড়ায়।"

আইরিন তখন ডী'কে বুকে চেপে ধরে আড়ালে চলে গিয়েছে।

রাসেল, উর্সাস আর অ্যালারিকের ভিতর দীর্ঘ আলোচনা হল। উর্সাস যে ইংলন্ডের আইন-কানুনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, কথাপ্রসঙ্গে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। রাসেল আর অ্যালারিকের মনে কেবলই প্রশ্ন জাগে, কে এ ব্যক্তি, বেদের মত গ্রামে গ্রামে টেন্ট ফেলে যিনি বুড়ো-বুড়ীদের বাতের ওষুধ বিতরণ করে বেড়াচ্ছেন দুই যুগ ধরে? দীর্ঘ দিন ধরে অ্যালারিক তাঁকে জানে, বহুবারই তার মনে সংশয়ের উদয় হয়েছে যে উর্সাস নিজেকে যেভাবে জাহির করে লোকসমাজে, সেটা তার স্বরূপ নয়। কিন্তু অ্যালারিক নিজে শিক্ষিত লোক নয়, সম্ভ্রান্ত সমাজের লোকও ছিল না কোনদিন, তার পক্ষে উর্সাসের পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা সম্ভব ছিল না। আজ রাসেল সেটা ধরে ফেলেছেন।

অ্যালারিকের লোকেরাই এক হস্তরেখাবিশারদকে নিয়ে এল পাতালপুরীতে তার যন্ত্রপাতি সমেত। অর্থে কী না হয়? চোখবাঁধা বিশারদ দস্যুর হাত ধরে এসে উপস্থিত হল সুড়ঙ্গের পথ বেয়ে। তারপর গিয়েলুমের দু'হাতের ছাপ তুলল অনেকগুলি কাগজে। গিয়েলুমের মুখ অবশ্য মুখোশে ঢাকা।

ছাপ তোলা হয়ে গেলে আর্ল গুস্টেভের খাতাখানি দেখানো হল লোকটিকে। তাতে যে ছাপগুলি রয়েছে, তার সঙ্গে নতুন ছাপগুলি মিলিয়ে দেখতে বলা হল। অনেকক্ষণ গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সে পরীক্ষা করল দুটো ছাপ পাশাপাশি রেখে। তারপর মুখ তুলে বলল,—"আমি তো দেখছি এই দুই প্রস্থ ছাপ এক এবং অভিন্ন হাতের। তবে আপনারা অন্য হস্তরেখাবিশারদ কাউকে দেখান। আমার মতের উপর নির্ভর করবেন না। এ-বিজ্ঞানে যাঁরা প্যারিতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তাঁদের নাম আমি দিয়ে যাচ্ছি।"

প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে এক্স-এর সঙ্গে বিশারদকে স্বস্থানে পাঠানো হল। রাসেলও বেরুলেন দুই প্রস্থ হাতের ছাপ নিয়ে। শহরের বিভিন্ন অংশে ঘুরে ঘুরে সবগুলি ওস্তাদের সঙ্গেই দেখা করলেন। চারজন ওস্তাদই সযত্নে পরীক্ষার পরে মত প্রকাশ করলেন যে দুই প্রস্থ ছাপ একই লোকের।

www.BanglaBook.org

প্রয়োজন হলে কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে তাঁরা রাজী আছেন কি না এই সম্বন্ধে, এই প্রশ্ন করলেন রাসেল। "পারিশ্রমিক পেলে কেন রাজী থাকব না?" সবাই একবাক্যে সম্মতি দিলেন।

এখন তা হলে কর্তব্য কী?

গিয়েলুমকে তার উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে—রাসেলের এই মত। আর্ল গুস্টেভ তাঁর উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছিলেন, তা যদি পালন করতে হয়, তবে এটা না করে তাঁর উপায় নেই। এতে দারুণ ক্ষতি হবে আমেলিয়ার, এখনও মনে করার হেতু নেই কিছু। গুস্টেভের উইলে একটা গোপন শর্ত আছে—গিয়েলুমকে যদি কোন দিন পাওয়া যায়, আমেলিয়ার সঙ্গেই তার বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। গিয়েলুম বিকলাঙ্গ এবং কুদর্শন বলে আমেলিয়ার এ-বিবাহে আগ্রহ না হতে পারে, কিন্তু উর্সাস তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলল,—"বিকলাঙ্গ স্বামী ভাল, না, দৈন্যদশা ভাল? আমেলিয়া বিবাহে রাজী হবেই, তবে বিবাহে সুখী হবে কি না, সে অবশ্য আলাদা কথা।"

উর্সাসের কিন্তু উৎসাহ নেই গিয়েলুমকে জমিদার করে দেওয়াতে। "কী লাভ হবে ওর? বাজিকরের তাঁবুতে ওর কষ্ট ছিল, আমার কাছে এসে ও সুখে আছে। আমি মরে গেলে ও আমার গাড়িখানা পাবে, ওষুধ তৈরি করে নিজের খরচা নিজে চালিয়ে নিতে পারবে। আর ডী বড় হয়ে উঠবে একদিন। ডী যদি ওকে বিয়ে করে, তবে তা গিয়েলুম সুখী হবেই! সভ্যসমাজ যে কী বস্তু তা আমি জানি। কণ্টকশয্যা ছাড়া ও আর কিছু নয়। জমিদার হয়ে এবং আমেলিয়ার স্বামী হয়ে ও যে-কষ্ট পাবে তার কাছে বাজিকর জীবনের কষ্টও তুচ্ছ।"

আর অ্যালারিক? তার মনের ভাব সে নিজেই ভাল বুঝতে পারছে না। আর্ল গুস্টেভের পুত্র যে বেঁচে আছে, তা তো তার অজানা ছিল না কোনদিনই! বাজিকরদের আড্ডায় সে নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছিল ছেলেটাকে, নিজের কাছ থেকে দূরে রাখবার জন্য। তাঁবু থেকে যখন পালিয়ে গেল গিয়েলুম, বাজিকরেরা অ্যালারিকের কাছেই খবর এনেছিল প্রথম। অ্যালারিক একটু অস্বস্তিই বোধ করেছিল। তবে তার অবসান হল উর্সাসের মুখে গিয়েলুমের খবর পেয়ে। হত্যাকারীরা নিহত ব্যক্তির শব নিয়ে যে রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, নির্যাতিত গিয়েলুমের সম্বন্ধে ঠিক সেইরকম দুর্বলতা আছে অ্যালারিকের। কোথায় সে আছে, তা জানতে চায়; তার পরিচয়

www.BanglaBook.org

কেউ না পায়, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। অথচ নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যও আগ্রহ প্রবল। যাতে ওর সঙ্গে নিজের যোগাযোগের বিবরণটি কেউ জানতে না পারে।

এখন অ্যালারিক কি পরামর্শ দেবে রাসেলকে? মামলা দায়ের করতে? মামলার প্রধান সাক্ষী তো অ্যালারিককেই হতে হবে! আদালতে গিয়ে কি সে বলে আসবে যে সেই আর্ল গুস্টেভের পুত্রকে চুরি করেছিল এবং তার নাকে-মুখে নিষ্ঠুর অস্ত্রোপচার করে একটা চিরন্তন উদ্দাম হাসির ছাপ এঁকে দিয়েছিল গোটা মুখটায়? একথা স্বীকার করা মানেই যে নিজের জন্য সারাজীবনের কারাবাস বরণ করে নেওয়া!

তার পর, জীবনে ঐ একটি মাত্রই তার কুকর্ম নয়। নিজের হাতে এবং অনুচর দস্যুদের হাত দিয়ে সে অগুন্তি ডাকাতি এবং নরহত্যা করেছে। একবার সে বিচারের আওতায় গিয়ে পড়লে তার বিরুদ্ধে সবগুলো পুরাতন অভিযোগই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তার ফাঁসিই অনিবার্য হবে।

এ অবস্থায় সে কেমন করে রাসেলের কথায় সায় দিয়ে বলবে যে গিয়েলুমের পক্ষ থেকে মামলা করা হোক?

রাসেলও এখানেই থমকে যাচ্ছেন। দস্যুপতি অ্যালারিক জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে কোর্টে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে আসবে কিসের লাভে? অথচ তার স্বীকারোক্তির উপরেই মামলার সাফল্য নির্ভর করছে।

তিনি অবস্থাটা বুঝিয়ে বলেই নীরব হয়ে গিয়েছেন। মত চাইছেন না অ্যালারিকের! সে কি বলে, তারই প্রতীক্ষায় আছেন।

অ্যালারিক চোখে-মুখে ভ্রূকুটি নিয়ে চুপ করে বসে আছে। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল আইরিন। আইরিনের কোলে ডী। আইরিনের চোখে জল।

ঘরে সবাই চুপ। অ্যালারিক ফিরে এল পাঁচ মিনিট পরে। এবার তার চোখের কোণেও জল বুঝি। ঠোঁটের কোণে বিষণ্ণ হাসি। সে এসে বলল,—"আইরিনের পরামর্শ—মামলা করা হোক। আমি, আমি কেন, আমরা সাক্ষী দেব। ও বলছে—আমাদের নাকি প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে।" হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল অ্যালারিক—"জানেন, ঐ ক্ষুদে মেয়েটা—ঐ ডী—ওরই জন্য আইরিনের ঐ পরিবর্তন। আমাদের মরা মেয়েটার স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছে ঐ ডী। মনটা নরম করে দিয়েছে। অথচ সে মেয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে কত

www.BanglaBook.org

না কুকর্ম করেছি আমি! তখন আইরিন বলেনি কিছু। মানুষের মন কি কারণে কীভাবে বদলায়, কিছু বুঝবার উপায় নেই।"

রাসেল সেই দিনই লন্ডনে ফিরলেন। উর্সাস গ্রামাঞ্চলে চলে গেল ডী আর গিয়েলুমকে নিয়ে। আইরিনের কাছেই ডী'কে রেখে আসবার প্রস্তাব করেছিল উর্সাস। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে আইরিন বলল,—"না, না, তার দরকার নেই। এই বিষের আবহাওয়ায় ডী বাঁচবে না, শুকিয়ে যাবে, যেমন করে আমার নিজের মেয়েটা গিয়েছিল।"

চোখের জলের ভিতর দিয়ে আইরিন ডী'কে বিদায় দিল। অ্যালারিক তার পরদিন নিজের দলের সমস্ত দস্যুকে ডেকে পাঠাল এক বিশেষ বার্তা শোনাবার জন্য। সে বার্তা এই—"আমি দল ভেঙে দেব। তোমরা দূর দেশে চলে যাও। যে যত ধনরত্ন চাও, নিয়ে যাও। আমেরিকায় পড়ে আছে নতুন মহাদেশ, বিশাল বিশাল ভূমিখণ্ড, সেখানে জনপ্রাণী নেই। সেখানে গিয়ে নতুন জীবন গড়ে তোল। সাধু জীবন যাপন করার চেষ্টা কর। এখানে থাকলে সাধু হবার সুযোগ পাবে না।"

দুই-একজন প্রস্তাব করল—"তুমিও কেন চল না, সর্দার?"

বিষণ্ণ হাসি হেসে অ্যালারিক বলল—"না, আমার কাজ শেষ হয়নি এখনো। যখন সে কাজ শেষ হবে, তখন আর যাওয়ার সুযোগ থাকবে না। তাই সময় থাকতেই বিদায় নিচ্ছি তোমাদের কাছে।"

আট

আঁদ্রে নীরবে বসে নেই। দুইদিন পরে রাসেল যখন লন্ডনে ফিরলেন, তখন তিনি দেখে অবাক হলেন যে পেমব্রোক হলের বাসিন্দারা আর তাঁর প্রভুত্ব নির্বিবাদে মানতে রাজী নয়।'

লেডী রাচেলই ওপক্ষের বক্তা—"আপনি আমাদের প্যারিতে রেখে একা দেশে ফিরলেন। আবার আমরা দেশে ফিরবার আগেই ফিরে গেলেন প্যারিতে। এর মানে কী?"

রাসেল কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললেন—"আর্ল গুস্টেভের উইলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন শর্ত নেই যে আমাকে আমার কাজের জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে।”

“তাই বুঝি তারই সুযোগ নিয়ে আপনি ভবঘুরে বেদেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছেন, আমেলিয়ার বিরুদ্ধে একটা দাবিদার খাড়া করছেন? আপনি এক নেকড়ের গাড়িওয়ালা বেদের সঙ্গে কি পরামর্শ করতে গিয়েছিলেন, তা জানতে চায় আমেলিয়া। যদি না বলেন, সে বুঝবে যে আপনি আর তার হিতাকাঙ্ক্ষী নন। সেই খাতাখানায় কি লেখা আছে, যা আপনি সেই বেদেকে দেখিয়েছিলেন?”

রাসেল এমন হতভম্ব হয়ে গেলেন যে হঠাৎ কোন জবাব বেরুলো না তাঁর মুখ থেকে। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কোন গুপ্তচর আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে তাঁকে ও উর্সাসকে। আর্ল গুস্টেভের ডায়েরি যখন তাঁর হাতে ছিল, লক্ষ্য করেছে তখনই। সেই লোক কে হতে পারে? সেই লালচে দাড়িওয়ালা অশ্বারোহী। হঠাৎ তিনি আঁদ্রের দিকে ফিরলেন। কল্পনা করবার চেষ্টা করলেন যে ঐ মুখে ঝাঁকড়া গোঁফ আর চাপদাড়ি বসালে কী রকম দেখাতে পারে। পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁর বিশ্বাস হল যে সে অশ্বারোহী পথচর ঐ আঁদ্রে ছাড়া অন্য কেউ নয়।

হাতের লাঠি দিয়ে ওর পিঠে দুই ঘা বসিয়ে দেওয়ার একটা অদম্য বাসনা হয়েছিল রাসেলের। কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলেন তিনি এবং সেই মুহূর্তেই লন্ডন রওনা হয়ে গেলেন। এদের সান্নিধ্যে থাকা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ না হতে পারে।

আর্ল গুস্টেভের হৃত পুত্র আবার কোনদিন দেখা দিতে পারে, অন্তত দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে দুর্বৃত্তেরা কাউকে সাজিয়ে আনতে পারে আর্ল গুস্টেভের পুত্র বলে এ রকম একটা আশঙ্কা যে চিরদিনই আছে, সে কথা কথোপকথনের প্রসঙ্গে রাসেলই অনেক সময় এদের কাছে তুলেছেন। তখন তারা উড়িয়েই দিয়েছে সে কথা। এখন রাসেলের আচরণ থেকে তাদের মনে হল, রাসেল হয়তো সেই হারানো ছেলের সন্ধান পেয়েছেন বা পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিংবা হয়তো লোভের বশবর্তী হয়ে কোন জাল গিয়েলুমকে এনে জমিদারির দাবিদার করে খাড়া করতে চাইছেন। এ-ব্যাপারে দস্যু অ্যালারিকেরও হাত থাকা অসম্ভব নয়, বলল ডেভিড। মুক্তিপণ দেওয়ার

www.BanglaBook.org

দিন ডেভিড আর আঁদ্রে যখন বাড়ি চলে এল, তারপরও বহুক্ষণ রাসেল সেই দস্যুপুরীতে ছিলেন। কেন? তা কোনমতেই কাউকে বলেননি রাসেল। নীরবতাই সন্দেহের কারণ।

এরা সকলে মিলে পরামর্শে বসল। রাসেল যদি গোলযোগের সৃষ্টিই করেন, এরা কি নির্বিবাদে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে? ডেভিড আর আঁদ্রে জোর গলায় বলল—"তা কিছুতেই হতে পারে না। আমরা লড়ব শেষ পর্যন্ত।" লেডী রাচেলেরও সেই মত। ডেভিড পেমব্রোকের আর্ল হবে, এটা তাঁর অনেকদিনের আশা। সে আশাকে তিনি এত সহজে ধূলিসাৎ হতে দেবেন না।

লেডী রাচেল যে জীবনে একমাত্র মিস্টার রাসেলকেই পেয়েছিলেন বন্ধুরূপে, তা নয়। আরও অনেক বন্ধু তাঁর ছিল, তাঁদের ইদানীং কিছু অবহেলা করা হয়েছে বটে, ভবিষ্যৎ আর্লের মাতৃত্বের গৌরবে। যাই হোক, সে ত্রুটির স্খালন করা এখনও সম্ভব। লেডী রাচেল বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এক বন্ধুর কাছে গিয়ে পড়লেন।

বন্ধু ভরসা দিলেন। মিস্টার রাসেল কি করেন, দেখাই যাক। শৈশবে অপহৃত গুস্টেভ-সন্তান সত্যিই যদি ফিরে আসে, নিজের পরিচয় আদালতে প্রমাণ করা তার পক্ষে খুব শক্ত হবে। অসম্ভবই হবে, বলা যায়। তেমন তেমন হলে বন্ধু আর্ভিং লড়বেন আমেলিয়ার হয়ে। যা কিছু ব্যয় হোক, আর্ভিংই বহন করবেন, যদি নাকি ভবিষ্যতে ডবল করে ফেরত দেওয়ার কড়ারে আমেলিয়া আগে থাকতে দলিল লিখে দেয়।

আর্ভিংয়ের হিসাব ঠিকই হয়েছিল, কারণ হাতের ছাপের বৃত্তান্ত তো তাঁর জানা ছিল না। মিস্টার রাসেল ঐ ব্রহ্মাস্ত্রটির কথা সর্বপ্রথম গোপন রেখেছেন এখন পর্যন্ত। কাজেই, যে-কেউ এই আসন্ন রোমাঞ্চকর মামলার কথা শুনেছে, সেই বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে মন্তব্য করেছে—"এতদিন পরে এ রকম মামলা কি দাঁড় করানো যায়? প্রবীণ আইনজীবী হয়ে রাসেল এ কী বিশৃঙ্খলা ঘটাতে যাচ্ছেন? আমেলিয়া কাউন্টেস হলে মন্দ কী হবে? ডেভিডকে আর্ল হিসেবে মানাবে বেশ।"

মানানো নিয়েই মাথাব্যথা এদের। ন্যায়-অন্যায় বোধ এদের তত প্রবল

www.BanglaBook.org

নয়। সমাজে বাহ্যিক সৌষ্ঠবেরই যা কিছু দাম। ভিতরে হাজার গলদ থাকুক, বাইরে তা প্রকাশ না পেলেই হল।

*　　*　　*　　*

ক্লিঞ্চর্লি-জমিদারদের পেমব্রোক্ হলে একটা থমথমে ভাব। মিস্টার রাসেল মামলা করে দিয়েছেন। যিনি ছিলেন আমেলিয়ার অভিভাবক, তিনিই বিরূপ হয়েছেন তার উপরে। অবশ্য আর্ভিংয়ের মারফত রাসেল একটা আপস-রফার প্রস্তাবও পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজের প্রস্তাব নয়, বলতে গেলে পরলোকগত আর্ল গুস্টেভেরই প্রস্তাব এটি। অর্থাৎ তাঁর উইলে শর্ত আছে এই রকম যে অপহৃত পুত্র যদি তাঁর ফিরে আসে, আমেলিয়াকে তারই সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। আমেলিয়া বিবাহে অস্বীকৃতা হলে পেমব্রোকের জমিদারি থেকে সে আর এক ফার্দিং-এর সাহায্যও পাবে না। আর গুস্টেভের পুত্র যদি অস্বীকৃত হয়, তার পক্ষেও জিনিসটা শুভ হবে না। আর্ল উপাধি ও জমিদারির কতকটা অংশ সে পাবে, বাকি অর্ধেকটা যাবে আমেলিয়ার দখলে। তখন আমেলিয়া যাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে।

এই শর্তানুযায়ী রাসেল এখন বলে পাঠালেন—আমেলিয়া গিয়েলুমকে বিবাহ করতে সম্মত হলেই সব সুরাহা হয়ে যায়। মামলা আর লড়বার প্রয়োজন হয় না। উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে গিয়েলুম আর্ল পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে এবং আমেলিয়ারও ভবিষ্যৎ হয় নিরাপদ।

এতে একমাত্র ডেভিডই পথে বসে। আমেলিয়া তাকে বিবাহ না করলে সে তো ভিখারীর পর্যায়ে নেমে যাবে একেবারে! এতখানি বয়স হল, কোন কাজ সে শেখেনি, যার দ্বারা একটা দিনও নিজের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়টা সে নিজের পকেট থেকে করতে পারে। পকেট তার অবশ্য সর্বদাই পূর্ণ থাকে, কিন্তু সে-অর্থ আসে আমেলিয়ার এবং লেডী রাচেলের দাক্ষিণ্য থেকে। ঐ দুটি দাক্ষিণ্যের উৎস যখন শুকিয়ে যাবে ডেভিড না খেয়ে মরবে।

তাই প্রস্তাবের মর্মটি কানে আসা মাত্র সে কাঁদো কাঁদো মুখে আমেলিয়ার কাছে এসে বসল। তার মনের কথা আর ব্যক্ত করে বলার দরকার হল না। আমেলিয়া তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—"কেন তুমি ভাবছ? আমি কি এতই অপদার্থ যে এতকাল তোমাকে আশায় ঘুরিয়ে এখন তোমাকে ত্যাগ করব?

www.BanglaBook.org

আর তাছাড়া কেমন সে গিয়েলুম, চোখেই দেখিনি তাকে। তাকে বিবাহ করব আমি! এ-প্রস্তাব মিস্টার রাসেলের মত ভীমরতিগ্রস্ত বাতুলই করতে পারে।"

ডেভিড উৎফুল্ল হয়ে আঁদ্রেকে গিয়ে সব বলল। আঁদ্রে কী বহুদর্শী লোক! এই বয়সেই এসব ব্যাপারে তার মতামত খুব পরিপক্ক। সে সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়ল। মামলা যদি শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধেই যায়, আমেলিয়ার মত উলটে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা রয়েছে। সে পরামর্শ দিল, বিয়াঁকার শরণাপন্ন হতে। ঐ মেয়েটার প্রভাব দিন দিন বাড়ছে আমেলিয়ার উপরে। কারণ লেডী রাচেল ও ডেভিড নিজেদের স্বার্থের খাতিরে আমেলিয়াকে নিঃস্বার্থ উপদেশ দেবে না এখন—এটা সে বুঝিয়েছে আমেলিয়াকে। সুতরাং নিঃস্বার্থ উপদেশের লোভেই আমেলিয়া বিয়াঁকার কাছে ঘনিয়ে আসছে ক্রমশ।

এই বিয়াঁকাকে হাত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল ডেভিড। ঘটনাচক্রে ফরাসীদেশাগত এই দুটি মানুষ সন্ধিবদ্ধ হল ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গে। ডেভিড না বাঁচলে আঁদ্রের কোন ভরসা নেই পেমব্রোকে। আর আমেলিয়ার যত সুবিধা হবে, বিয়াঁকারও অর্থাগমের আশা তত বেশি। যে যার স্বার্থ খুঁজছে, এতে আর আশ্চর্য কী! বিয়াঁকার পরামর্শেই আমেলিয়া বলে পাঠাল আর্ভিংকে—"মামলা চলতে দিন কিছুদিন। যদি দেখেন যে পরাজয় অনিবার্য, তখনই মিস্টার রাসেলের প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন উঠবে। দয়া করে এ সম্বন্ধে লেডী রাচেলের বা তাঁর পুত্র লর্ড ডেভিডের মতামতকে আমার মতামত বলে বিবেচনা করবেন না। আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে তাঁদের কারও স্বার্থ আমার স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন নয়।"

আর্ভিং তারিফ করলেন আমেলিয়ার। পাকা বুদ্ধি এই নাবালিকার। তিনি তো জানেন না যে নাবালিকার মুখ থেকে যে বাণী নিঃসৃত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে বিয়াঁকার; এবং সে-বিয়াঁকা এসব ব্যাপারে রীতিমত বহুদর্শিনী।

অতএব মামলা চলতে লাগল।

আদালতে গিয়েলুমের উপস্থিতি এখনই প্রয়োজনীয় নয়। কারণ দরখাস্তকারী সে নয়। আর্ল গুস্টেভের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ও উইলের অছি হিসাবে মামলা রুজু করেছেন মিস্টার রাসেল। গিয়েলুমকে আদালতে হাজির করতে হবেই একদিন। কিন্তু সে অনেক পরে।

আর্ভিং জোর তদ্বির চালিয়েছেন। মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। বছরের পর

www.BanglaBook.org

বছর ঘুরছে। গুইনপেলন একবার মাত্র ইংলন্ডে এসে আদালতে হাজির হয়েছিল। তার নিরাপদে যাতায়াত ও লন্ডনে নিরাপদে অবস্থানের জন্য বিপুল বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। সে বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ব্যয়টা বহন করেছিল অ্যালারিক।

ঐ যে দুইদিনের জন্য গিয়েলুম একবার এসেছিল, তাইতেই সমগ্র দেশ বিরূপ হয়ে উঠেছে তার উপরে। এ কী অপরূপ চেহারা! এই চেহারা নিয়ে কেউ ইংলন্ডের লর্ডসভায় আসন নেবে, একথা ভাবতেই রক্ষণশীল ইংরেজ জাতি সভয়ে শিউরে উঠল। ঘৃণায় মুখ ফেরাল। কী বিসদৃশ! কী বীভৎস ওর মুখের চিরন্তন হাসি! এক মুহূর্তের জন্যও সে-হাসি থামাবার শক্তি ওর নেই। না, না, ঐ হাস্যবদন পিশাচকে এক্ষুণি দেশ থেকে দূর কর।

সারা ইংলন্ডে ঝড় উঠল। সমাজ বিচলিত হল। রাসেলের কুৎসায় সংবাদপত্রগুলি মুখর হয়ে উঠল। এ সমস্ত ব্যাপারটাই রাসেলের সাজানো, এমনি ইঙ্গিত করতে লাগল সবাই। আমেলিয়ার উপর সর্ব স্তর থেকে অজস্র সহানুভূতি বর্ষিত হতে থাকল। আহা, সুন্দরী বালিকাটিকে এই জন্তুর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে গেঁথে দেওয়ার এ কী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র! আর্ভিং প্রকাশ করে দিয়েছেন রাসেলের আপসের প্রস্তাবের কথা।

বৎসরের পর বৎসর কাটে! মামলা চলছে ধীর গতিতে। আর গিয়েলুম ফরাসীদেশের বনে বনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে উর্সাসের নেকড়ের গাড়িতে। ওষুধ তৈরি করা শেখে, আর নিয়মিত অধ্যয়ন করে উর্সাসের কাছে! এককালের দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কী-জানি কী মর্মবেদনায় সমাজ সংসার ত্যাগ করে বন্য জীবন বেছে নিয়েছিলেন, অন্তরের স্নেহের প্রস্রবণের মুখে জোর করে চাপা দিয়েছিলেন সংযমের গুরুভার পাষাণ; এই শেষজীবনে গিয়েলুম আর ডী এসে কোমল করস্পর্শে সেই পাষাণখানাকে সরিয়ে ফেলে দিয়েছে। স্নেহবাৎসল্যের অবিরল ধারা উর্সাসের হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে অবিরাম অভিষিক্ত করে দিচ্ছে ঐ দুই স্নেহের পাত্রকে।

গিয়েলুম অসাধারণ মেধার পরিচয় দিচ্ছে। ইতিহাসে, অর্থনীতিতে, সমাজ ও রাজনীতিতে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে এই কয়েক বৎসরে। উর্সাস মনে মনে বিশ্বাস করেন লর্ডসভায় দাঁড়িয়ে গিয়েলুম যখন বক্তৃতা দেবে, তখন সারা পৃথিবী বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে তার জ্ঞানের বহর দেখে।

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে অ্যালারিককে আহ্বান করল আদালত সাক্ষ্য দেবার

www.BanglaBook.org

জন্য। অ্যালারিক নামে নয়। স্বর্গত আর্ল গুস্টেভের শিকারমহলের এককালীন কর্মচারী স্টিফেন ব্রুকের নামে।

এই দিনের প্রতীক্ষায় আছে অ্যালারিক ও আইরিন এই দীর্ঘ সাত বৎসর ধরে। প্রায়শ্চিত্তের দিন। তবু যখন আহ্বান এল, নতুন করে মুখোমুখি বসে দুইজনে অশ্রু বিসর্জন করল। এই শেষ দেখা। আদালত থেকেই হয়তো অ্যালারিককে যেতে হবে কারাগারে, এবং কারাগার থেকেই হয়ত উঠতে হবে ফাঁসিমঞ্চে।

তা হোক, তবু প্রায়শ্চিত্ত করবে তারা। দুইজনে রওনা হয়ে গেল ইংলন্ডে। রাসেল তাদের জন্য নিভৃত বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাক্ষ্য দিতে উঠে অ্যালারিক স্বীকার করল সেই হল স্টিফেন ব্রুক, যাকে একদা আর্ল গুস্টেভ অকারণে অবিচারে নির্মম কষাঘাত করেছিলেন। প্রতিহিংসা নেবার জন্য সে তাঁর পুত্র গুইনপেলনকে চুরি করে ফরাসীদেশে পালিয়ে যায় এবং সেখানে তার উপর এক ঘৃণ্য অস্ত্রোপচার করায়। নাকে-মুখে ছুরি চালিয়ে মুখের আকার এভাবে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়, যাতে একটা অপরিবর্তনীয় দানবীয় হাসির ছাপ সে মুখে চিরস্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে। নিজে সে ছুরি চালায়নি, চালাতে জানেও না এভাবে, এ কাজের জন্য ব্যবসায়ী অস্ত্রচিকিৎসক আছে একদল। তাদের কাজই হচ্ছে এইভাবে শিশুদের বিকলাঙ্গ কুদর্শন করে দেওয়া।

পরিশেষে স্টিফেন ব্রুক বলল যে আদালতে গিয়েলুম বলে যে-বালক হাজির হয়েছে, সেই যে আর্ল গুস্টেভের পুত্র গিয়েলুম বা গুইনপেলন সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ, কারণ ফরাসীদেশে এই দীর্ঘ চৌদ্দ-পনেরো বছর ধরে সে দৈনন্দিন খবর নিয়েছে এর। প্রথমে এক বাজিকরের দলে এ ছিল, তারপরে এখন আছে এক যাযাবর চিকিৎসকের কাছে, এরা সবাই তার পরিচিত।

স্টিফেন ব্রুকের উপর জেরা চলল নির্মমভাবে। তাতে তার নিজের গত জীবনের অনেক কুকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়ল, গোপন করবার চেষ্টাও সে করল না। প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই সে ব্যস্ত।

তার নিজের কুকর্ম প্রকাশ হোক, গুইনপেলনের সম্বন্ধে তার উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, আদালত তো বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। তার পরে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন রাসেল। সেই হাতের ছাপ। আর্ল গুস্টেভের ডায়েরি। ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠায় আঙুলের ছাপের নিচে গুস্টেভের নিজের হাতে লেখা—

www.BanglaBook.org

"আমার গুইনপেলনের তিন বৎসর বয়সের সময়ের হাতের ছাপ।" সে হাতের লেখা যে গুস্টেভের হাতের লেখা পরীক্ষকেরা এই মতই দিলেন।

এদিকে হাতের ছাপ পরীক্ষকেরা গিয়েলুমের বর্তমান হাতের ছাপের সঙ্গে ঐ ডায়েরির ছাপ মিলিয়েও মত প্রকাশ করলেন যে ডায়েরির ছাপও গিয়েলুমের হাতেরই। কোন দু'জন লোকের হাতের ছাপ যে কখনো একরকম হয় না— এ তো বৈজ্ঞানিক সত্য।

অতএব আদালত সাত বৎসর ধরে বিচার করে রায় দিলেন যে বিকৃতবদন গিয়েলুমই আর্ল গুস্টেভের পুত্র গিয়েলুম। পেমব্রোক জমিদারির এবং আর্ল উপাধির একমাত্র অধিকারী।

অ্যালারিককে ইংলন্ডেই থাকতে হয়েছে এই দীর্ঘদিন। তার কুকর্মের স্বীকারোক্তি শুনে ইংলন্ডের পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেফতার করেছিল। মিস্টার রাসেল তার জামিন হয়ে মুক্ত রেখেছিলেন তাকে। এইবার তারও বিচার শেষ হল। ইংলন্ডে তার একমাত্র অপরাধ আর্ল গুস্টেভের পুত্রকে অপহরণ করা। সে-অপরাধে তার তিন বৎসর মাত্র কারাদণ্ড হল। সে জেলে গেল, আইরিন ইংলন্ডেই বাস করতে লাগল তার মুক্তির প্রতীক্ষায়। জেলখানার নিকটেই সে থাকে, সকালে বিকালে বাতায়ন থেকে অ্যালারিক তাকে দেখতে পায়, সান্ত্বনা পায় এই ভেবে যে সে ভগবানের পরিত্যক্ত নয়। অনুতাপের ফলে সে তাঁর করুণা লাভ করবেই।

তার সব গুরুতর পাপই অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রান্সে। গিয়েলুমকে বিকলাঙ্গ করবার অপরাধও। সে-সব কুকর্মের বিচার করবে ফরাসী আদালত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ফরাসী সরকার এমন কোন অনুরোধ করলেন না, যাতে ব্রিটিশ সরকার তাকে ফরাসী দেশে পাঠাতে বাধ্য হন। এর কারণ সুস্পষ্ট, ওদেশের পুলিশ মহলে বহু বন্ধু ছিল অ্যালারিকের, তারাই চেষ্টা করে এ ব্যাপারটা চাপা দিয়েছে। কাজেই অ্যালারিকের প্রধান প্রধান অপরাধের জন্য কোন বিচারই হল না।

এদিকে সমস্যা জটিলতর। গিয়েলুম হয়েছে আর্ল। আমেলিয়ারা এখনও পেমব্রোকেই রয়েছে বটে, কিন্তু থাকার অধিকার আর নেই। মিস্টার রাসেল আবারও প্রস্তাব পাঠালেন আমেলিয়া গিয়েলুমকে বিবাহ করুক। এবং কী আশ্চর্য! আমেলিয়া রাজী হয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

ডেভিড? তাকে আমেলিয়া আশ্বাস দিল—তার সঙ্গে আমেলিয়ার পূর্ব ভাব ক্ষুণ্ণ হবে না বিবাহের পরেও। এমন দুর্নীতি তো সভ্যসমাজে ঘরে ঘরে বর্তমান। ওতে কেউ কিছু দোষ দেখতে পায় না।

আমেলিয়া রাজী গিয়েলুমকে বিবাহ করতে। কিন্তু গিয়েলুম? সে ইতিপূর্বে শুনেছে সে ডেভিডের সঙ্গে আমেলিয়ার বিবাহ বহুদিন থেকেই স্থির হয়ে আছে। এখন এই প্রস্তাব শুনে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল আমেলিয়াকে।

আমেলিয়ার তাতে শাপে বর হল। উইলের শর্ত এই যে গিয়েলুম যদি আমেলিয়াকে বিবাহ করতে অরাজী হয়, তাহলে আমেলিয়াকে সম্পত্তির একটা অংশ দিতে হবে।

সম্পত্তির অংশ পেল আমেলিয়া। কালবিলম্ব না করে লেডী রাচেল ডেভিডের সঙ্গে বিবাহটা ঘটিয়ে দিলেন তার। কিন্তু ডেভিড? মনে তার আনন্দ নেই। যে-আমেলিয়া কাউন্টেস পদবীর লোভে ঐ মর্কটমূর্তিকে বিবাহ করতে রাজী হয়েছিল, তার স্বামী হওয়ার মধ্যে আনন্দ বা গৌরব কোনটাই তো নেই। তবু, তবু ডেভিড বিবাহটা করতে বাধ্য হল, কারণ নিজের পায়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য তার নেই, আমেলিয়ার কৃপা না পেলে সে খেতেই পাবে না।

আঁদ্রের সব জল্পনা ভেস্তে গেল। ভগ্নমনোরথ হয়ে সে ফিরল নিজের দেশে। বিয়াঁকা রয়েই গেল আমেলিয়ার সহচরী হয়ে।

গিয়েলুম লর্ডসভায় আসন গ্রহণ করতে গেল যেদিন, তার বিকৃত মুখাবয়ব দেখে কী সে চাপা হাসির বাহার সদস্যদের ভিতর। কিন্তু বক্তৃতা দিতে সে যখন উঠল, হৃদয়ে কিছুক্ষণের জন্য তার সেই মর্কট মুখের বিকৃতির মধ্যেও এমন একটা গাম্ভীর্য, মহত্ত্ব সঞ্চার করল যে স্তব্ধ হয়ে গেল পরিতাসের গুঞ্জন, বিরূপ সদস্যেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল নতুন ভাবের কথা, নতুন তত্ত্বের ইঙ্গিত। কিন্তু সে কতক্ষণ? বক্তৃতা বন্ধ হতেই গিয়েলুমের হাস্যবিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে তারা অট্টহাস্য করে উঠল। মরমে মরে গিয়ে গিয়েলুম সভাকক্ষ ত্যাগ করল।

সেই যে ত্যাগ করে গেল, আর সে প্রবেশ করল না সেখানে কোনদিন। ইংলন্ড ত্যাগ করে সে ফরাসীদেশে ফিরে গেল উর্সাসের কাছে, ডী'র কাছে, হোমোর কাছে। পথে পথে বনে বনে ঘোরে, গ্রামের বুড়োবুড়ীকে নিজের হাতে তৈরি ওষুধ বিতরণ করে। উর্সাসের পোকায় কাটা পুরনো বই ছাড়াও

www.BanglaBook.org

আরও নতুন নতুন বই কেনে এবং পড়ে, উর্সাসকে পড়ে শোনায়। গুরু-শিষ্যে গভীর আলোচনা হয় ধর্ম ও সমাজতত্ত্বের জটিল তথ্য নিয়ে।

রাসেল নিয়মিত অর্থ পাঠান জমিদারির আয় থেকে, সে অর্থ দান করে দেওয়া হয় গরিবদের ভিতরে। সুখে দিন কাটে চারজনের—উর্সাস, গিয়েলুম, ডী ও হোমোর। উর্সাস কেবল দিন গুনছে—ডী আর একটু বড় হলে গিয়েলুমের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে জীবনের শেষ কর্তব্য সমাধা করবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG